কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৪৯
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী
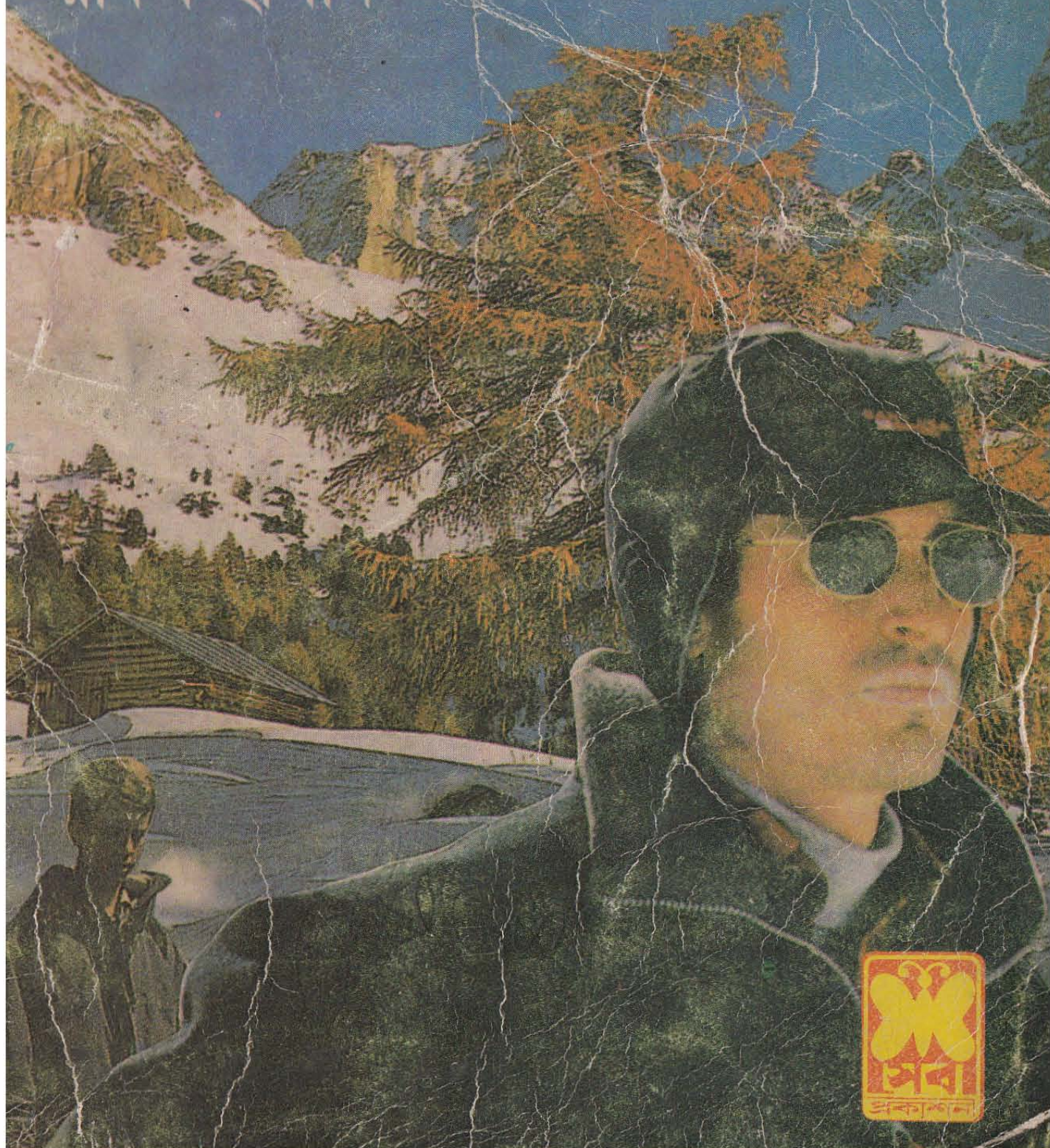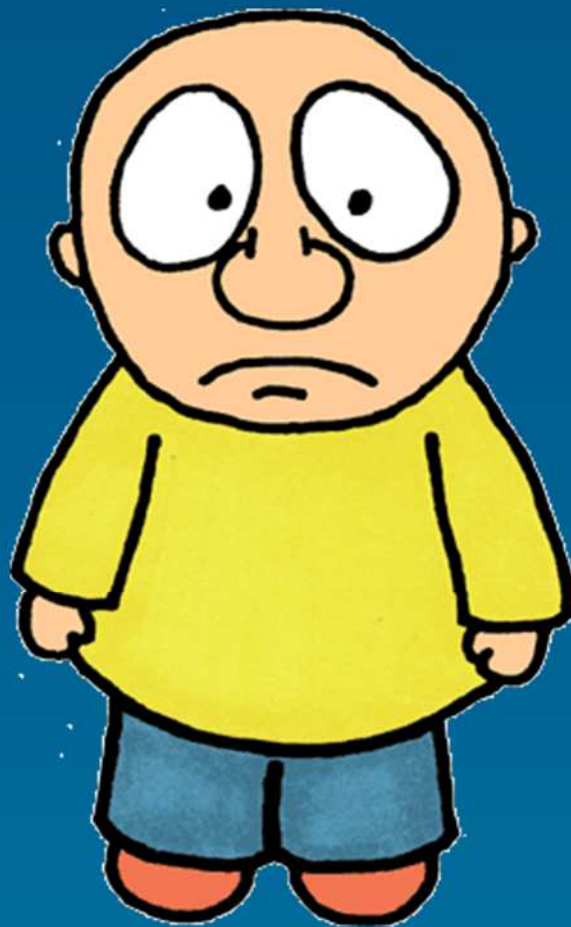
ভলিউম ৪৯

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি আমরা–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ভলিউম ৪৯

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1465-0
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ. ২০০২
প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি ও বক্স ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
Volume-49
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা
প্রকাশনী

ছত্রিশ টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৩৭/-

তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মূলা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩২/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০	(শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু)	৩১/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩০/-

মাছির সার্কাস

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

টেলিফোনের শব্দ শুনে নাস্তার টেবিল থেকে উঠে গেলেন মিসেস বেকার। হলরুমে গিয়ে ফোন ধরে ফিরে এলেন। 'কিশোর ফোন করেছে। কথা বলতে চায়। যে কোন একজন উঠে যাও। ডল, তুমিই যাও, তোমার নাস্তা তো শেষ।'

কিশোরের কথা শুনে প্রায় উড়ে চলে গেল ডল। মুসা আর জিনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রবিন। ওরাও হাসল।

কানে এল ডলের গলা, 'হালো, কিশোর! আমি ডল।'

মিনিট তিনেক পর হাসিমুখে ফিরে এল সে। উৎসুক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল মুসা, জিনা, আর রবিন। কিন্তু চুপ করে রইল ডল। মা উঠে যাওয়ার অপেক্ষা করছে।

মিসেস বেকার ডলের মা।

জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন তিনি। বাগান থেকে পানি ছিটানোর শব্দ আসছে। সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার হলো? বাজারে যেতে হবে, মনে আছে?'

'আর একটু, এই হয়ে গেল,' জবাব দিলেন মিস্টার বেকার। 'আরেক কাপ চা দিয়ে যাবে?'

'আনছি।'

কাপে চা ঢেলে তাতে দুধ আর চিনি মিশিয়ে নিয়ে উঠে গেলেন মিসেস বেকার। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে কথা বলে উঠল রবিন আর জিনা, 'কি বলল!'

'বলল, সাড়ে দশটায় হলিডে ইনে দেখা করতে।' মুসার হাতের দিকে তাকাল ডল।

পাঁউরুটিতে আধ ইঞ্চি পুরু করে মাখন মাখিয়েছে মুসা। তাতে এক ইঞ্চি পুরু করে লাগিয়েছে আপেলের জেলি। এক হাতে রুটির টুকরো, আরেক হাতে ইয়া বড় এক সাগর কলা নিয়ে একবার রুটিতে কামড় দিচ্ছে, আরেকবার কলায়; মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে কথা বলতে পারছে না। কোনমতে গিলে নিয়ে বলল, 'খুব ভাল। তুমি আমাদের বিছানা-টিছানাগুলো গুছিয়ে ফেলো...'

'ইস্, পারব না,' ঠোঁট গোল করে বলল ডল, 'যার যারটা সে সে গুছিয়ে নাওগে...আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। কিশোর ভাইয়া যখন জরুরী খবর দিয়েছে, নিশ্চয় কোন রহস্য। গোয়েন্দাগিরি করতে কেমন লাগে, আমিও দেখব।'

'বেশ,' জিনা বলল, 'নিতে আপত্তি নেই। তবে দু'তিন ঘণ্টার ছুটি আর বাড়ি থেকে বেরোনোর অনুমতিটা তোমাকেই নিতে হবে।'

'নেব,' এককথায় রাজি হয়ে গেল ডল, যদিও জানে কাজটা কত কঠিন।

এবারের ছুটিটাই হয়েছে তিন গোয়েন্দা আর জিনার জন্যে ভোগান্তির। গোবেল বীচে বেড়াতে এসেও বাড়িতে টীচারের কাছে পড়তে বসতে হলো। কারণ পরীক্ষায় ভাল করতে পারেনি জিনা। মুসার রেজাল্ট তো আরও খারাপ। রবিনেরও ভাল না। বইয়ের পোকা হলেও পাঠ্যবইয়ে তার মনোযোগ নেই, পরীক্ষার আগেও রাত জেগে জেগে গল্পের বই পড়েছে। জিনার বাবা মিস্টার পারকার সাফ বলে দিয়েছিলেন, বাড়িতেও পড়তে হবে। সেই মত একজন শিক্ষকও রাখা হয়েছিল। কিন্তু শেষমেষ দেখা গেল সেই শিক্ষক আসলে একজন স্পাই। ফর্মুলা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল তিন গোয়েন্দার হাতে। পুলিশে দেয়া হলো তাকে।

বিপদে পড়ে গেলেন মিস্টার পারকার। শিক্ষক তো একজন চাই। স্কুল এখনও অনেক দিন ছুটি। তবে বাড়িতে আর টীচার রাখার সাহস হলো না তাঁর। আবার কোন শয়তান লোক কিভাবে এসে জ্বালাতন করে। শেষে তাঁরই নিগ্রো বন্ধু বেকার দম্পতির ওপর ছেলেমেয়েদের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। বেকাররা নির্ঝঞ্ঝাট। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বেশ বড়সড় একটা বাড়িতে থাকেন।

মিস্টার বেকার গোবেল বীচ স্কুলের শিক্ষক। মিস্টার পারকারের অনুরোধে পড়াতে রাজি হলেন। তবে তিনি ছাত্রর বাড়ি যেতে পারবেন না, ছাত্রকেই তাঁর বাড়িতে আসতে হবে। বাড়িতে জায়গা আছে, যদি ছাত্ররা থাকতে রাজি হয়, তাহলে আরও ভাল।

মিস্টার পারকার তো হাতে চাঁদ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসা, রবিন আর জিনাকে পাঠিয়ে দিলেন মিস্টার বেকারের বাড়িতে। খাওয়ার খরচ তিনিই দেবেন। কিশোরের যেহেতু রেজাল্ট খুব ভাল, তার আর টীচারের বাড়িতে থাকতে যাওয়া লাগল না। সে রয়ে গেল জিনাদের বাড়িতে। সে আর জিনার কুকুর রাফিয়ান।

বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা। স্কুলের হোস্টেল খোলা থাকলে কোনমতেই থাকত না কিশোর, ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে সোজা ওখানে চলে যেত। মুসা আর রবিনের বাবা-মাও বাড়িতে নেই, ছুটি কাটাতে রকি বীচ থেকে বহুদূরে চলে গেছেন। কিশোরদের স্যালভিজ ইয়ার্ডে রাশেদ পাশা একা। ডনকে নিয়ে মেরিচাচী বেড়াতে চলে গেছেন তাঁর বোনের বাড়িতে, অর্থাৎ ডনদের বাড়িতে। কাজেই নানা রকম শর্ত আর বাধ্যবাধকতা সহ্য করে গোবেল বীচে পড়ে থাকতে হচ্ছে ওদের।

তবে একেবারেই যে নিরানন্দ কাটছে এখানে, তা বলা যাবে না। এই তো, এসেই তো কয়েক দিনের মধ্যেই একটা রহস্যের সমাধান করে ফেলল। আরও যে করতে পারবে না, সেটা কে বলতে পারে?

যাই হোক, বাইরে বেরোনোর অনুমতি নিয়ে ফেলল ডল। পারত না, যদি বাবার বাজারে না যাওয়া লাগত। মিস্টার বেকার বাজারে যাচ্ছেন বলেই অত সহজে ছুটি দিলেন।

তর সইল না আর গোয়েন্দাদের। দশটা বাজতেই বেরিয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে। ওদের প্রিয় জায়গা, গাঁয়ের ছোট্ট ডেইরি শপটায় রওনা হলো। আইসক্রীম থেকে শুরু করে রুটি-বিস্কুট-কেক সব পাওয়া যায় ওখানে। এককালে সরাইখানাই

ছিল ওটা, নাম ছিল হলিডে ইন, এখন সরাইখানা বন্ধ—টাকার অভাবে চালু করতে পারছে না মালিক, তবে ডেইরি শপটা বন্ধ করেনি।

সাড়ে দশটার আগেই দোকানে ঢুকে বসে রইল ওরা। কিশোর এল কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটায়। সঙ্গে রাফিয়ান। সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকল। দরজায় থাকতেই বন্ধুদের ওপর চোখ পড়ল তার। হাসিমুখে এগিয়ে এল। জিনার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাফিয়ান। আদর করে গালমুখ চেটে দিতে দিতে অস্থির করে তুলল।

বাড়িতে পেট পুরে নাস্তা করে এসেও হলিডে ইনে ঢুকে লোভ সামলাতে পারেনি মুসা। এঁকগাদা কেকের অর্ডার দিয়েছে। কিশোর বসতেই প্লেটটা তার দিকে ঠেলে দিল, 'নাও।'

'না-রে, ভাই,' হাত নাড়ল কিশোর, 'আমি খাব না। দেখছ না, আবার ফুলতে শুরু করেছি। ওজন বাড়লে বড্ড ঝামেলা!'

কয়েক বছর আগে অনেক মোটা ছিল সে, একেবারে গোল। খাবারের লোভ তারও কম ছিল না। কিন্তু ডায়েট কন্ট্রোল আর প্রচুর ব্যায়াম করে করে অনেক কষ্টে ওজন কমিয়ে শরীরটা স্বাভাবিক করেছে।

'আরে দূর, একটা টুকরো খেলে কিছু হবে না,' মুসা বলল। 'খুব টেস্ট···'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'টেস্ট যে আমিও জানি। ঠিক আছে, ছোট এক কাপ আইসক্রীম খেতে পারি।'

'মুসাভাই, তুমি খাওয়ার গপ্পোটা একটু থামাও না,' বাধা দিল ডল, সবার ছোট সে, বয়েস মাত্র আট, তাই কিশোর-মুসা-রবিন তিনজনকেই ভাই বলে ডাকে, জিনাকে জিনাআপু। 'কিশোরভাই, বলো, কি রহস্য পেয়েছ।'

অবাক হলো কিশোর, 'রহস্য পেয়েছি কে বলল তোমাকে?'

'ফোনে বললে না জরুরী কথা আছে?'

'ও, সেটা!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'আর বোলো না, এবার কপালটা নেহাতই খারাপ আমাদের, গোবেল বীচে বেড়াতে এসেছিলাম! ইস্, মেরিচাচী যখন বলল, কেন যে তার সঙ্গে গেলাম না!'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল জিনা, 'কেন, আবার কি হয়েছে? তুমি তো ভালই আছো, মা'র রান্না খাচ্ছো, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াও, পড়তে হয় না···জেলখানায় তো রয়েছি আমরা···'

'সেই স্বাধীনতাটাই তো গেল বোধহয় এবার!'

'আরে এত ভণিতা না করে খুলেই বলে ফেলো না ছাই!'

'আগামী হপ্তায় একটা কনফারেন্স হতে যাচ্ছে,' নিজের অজান্তেই এক টুকরো কেক তুলে নিয়ে কামড় বসাল কিশোর।

'তাতে কি?'

'তোমার বাবার একজন বন্ধুও তাতে যোগ দেবেন।'

'বিজ্ঞান-সম্মেলন হলে তাতে তো যোগ দেবেই পাগলগুলো। বাবা যেমন পাগল, তার বন্ধুগুলোও পাগল, বড় বড় উন্মাদ একেকটা; তাতে তোমার অসুবিধেটা কোথায়?'

'মিস্টার গ্রেগাবেবিরনকে চেনো?'

'নাম শুনেছি। দেখিনি। বাবার কাছে মাঝে মধ্যে চিঠি লেখে।'

'বাপরে, নাম কি!' মুসা বলল, 'দিনের মধ্যে শ'খানেক বার কাউকে আউড়াতে দিলে দম আটকেই মরে যাবে। ঝামেলা র‍্যাম্পারকটকে দেয়া দরকার···'

'অত বড়টা বলার দরকার কি,' জিনা বলল, 'ছোট করে নিলেই হয়, মা যেমন নিয়েছে। কথা উঠলে মা বাবাকে বলে তোমার বন্ধু মিস্টার গ্রেগ. অত্তবড় নাম বলতে যায় না।'

'সেটা অবশ্য সমস্যা না, আরও সহজ করে নেয়া যায়, মিস্টার বেবি বললেই হয়,' কিশোর বলল। 'যা বলছিলাম, সেই মিস্টার গ্রেগাবেবিরন গোবেল বীচে কনফারেন্সে যোগ দিতে আসছেন।' জিনার দিকে তাকাল সে, 'আর উঠছেন কোথায় জানো? তোমাদের বাড়িতে।'

'উঠুকগে, তাতেই বা তোমার কি? সারাক্ষণ বাবার ঘরেই বসে থাকবে। যন্ত্রণাটা হবে মা'র। কফির চালান দিতে দিতে আর বাবার ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে জান যাবে। তোমার কিছু না?'

'আমার ঘাড়েও একখান যন্ত্রণা চাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই গ্রেগ ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে আসছেন সঙ্গে করে।'

এতক্ষণে চোখ বড় বড় হলো জিনার। 'এলিজা! বাপরে, তাহলে তো বিপদ! শুনেছি ওটার ধারেকাছে নাকি শয়তানও ঘেঁষতে চায় না, এতই বিরক্তিকর। দুই বছর বয়েসে মা মরে যায়, তারপর মিস্টার গ্রেগই তাকে মানুষ করেছেন। তোমার ঘাড়ে চাপাল কি করে?'

খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে আছে মুসা। ডল আর রবিনও উৎসুক চোখে চেয়ে আছে কিশোরের দিকে।

'দুই বিজ্ঞানী থাকবেন নিজেদের নিয়ে,' কিশোর বলল, 'আইলিন আর কেরিআন্টি রান্নাঘর আর ঘর সামলানোর কাজে ব্যস্ত, মেহমান হয়ে আসা মেয়েটাকে তাহলে কে দেখবে? একা একা থাকতে নিশ্চয় খারাপ লাগবে তার। তাই নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।'

হেসে ফেলল মুসা, 'খুব খারাপ খবর। কিশোর, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার,' যদিও সামান্যতম দুঃখের ছোঁয়া নেই তার কণ্ঠস্বরে। 'যেখানেই যাবে, ওই মেয়েটাও তোমার পিছে পিছে যাবে, দেখো, বলে দিলাম। সত্যি তুমি মরেছ।'

'সেটা জানি বলেই তো ভয়টা পাচ্ছি। স্বাধীনতা এক্কেবারে শেষ।'

'বাদ দাও বাড়িতে থাকাথাকি,' হাত নাড়ল জিনা, 'বইপত্র নিয়ে পড়ালেখার ছুতোয় আমাদের কাছেই চলে এসো। এলিজার সঙ্গে বাড়িতে থাকার চেয়ে শান্তি।'

'এখানে আসার কথা বলিনি ভেবেছ। রেগে উঠলেন পারকার আঙ্কেল। কোন রকম চালাকি চলবে না, সাফ বলে দিয়েছেন তিনি। এলিজাকেই সঙ্গ দিতে হবে, কড়া নির্দেশ।'

'আল্লায় যা করে ভালর জন্যেই করে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'ভাগ্যিস রেজাল্ট খারাপ করেছিলাম।' জোরে জোরে কেকের টুকরো চিবাতে শুরু করল সে।

হাতের টুকরোটা শেষ করে আনমনে আরেকটা টুকরো তুলে নিল কিশোর। কামড় বসাল তাতে। হঠাৎ খেয়াল করল কেক খাচ্ছে। চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত হয়ে

নিজেই নিজেকে শাসাল, 'নাহ্, আমি গাধার তার শরীর কমবে না! এই রাফি, নে।'

দৌড়ে এল রাফি। ওপর দিকে মুখ তুলে কিশোরের হাত থেকে ছেড়ে দেয়া কেকের টুকরোটা গাঁক করে দাঁতে চেপে ধরল। কোঁৎ করে গিলে ফেলল। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল আরও পাওয়ার আশায়।

'ও, এজন্যেই,' হাসতে হাসতে রাফিকে বলল জিনা, 'এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। তাই তো বলি, এত ভুমা হলে কি করে···কিশোর হতে চাইছে স্লিম, আর তুমি···'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল কিশোর, 'সর্বনাশ!'

'কি হলো?' চমকে গেছে রবিন।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'মিস্টার বেবি আর তাঁর মেয়েকে এগিয়ে আনতে যেতে বলেছেন আমাকে কেরিআন্টি। এগারোটার বাসে আসবেন। পৌনে এগারোটার বেশি বাজে।'

দুই

টাউন হলের পাশ কাটানোর সময় রবিন বলল, 'কনফারেন্সটা এখানেই হবে। আগামী হপ্তায়, চারদিন ধরে চলবে। নোটিশ পড়েছি। কলিওপটারিস্টদের মীটিং। কলিওপটারিস্ট কি?'

'কলি?' অবাক হলো ডল। 'বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'হবে হয়তো কলি কুত্তা গোছের কিছু,' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলল মুসা।

মুসার কথার জবাব দিতে গিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল কিশোর। 'ওই দেখো, আসছে। ঝামেলা র‍্যাম্পারকট।' দুষ্টু হাসি ফুটল মুখে। 'তাকে স্লিম হবার পরামর্শ দিলে কেমন হয়?'

সাইকেলে করে এগিয়ে এল গাঁয়ের পুলিশম্যান ফগর‍্যাম্পারকট। পেটের কাছে ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে বেল্টটা। ছেলেমেয়েদের দেখে গম্ভীর হয়ে গেল।

গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান।

তার দিকে একটা চোখ রেখে জিনাকে বলল, 'এই, তোমার কুত্তাটাকে থামতে বলো। কামড়ে দিতে এলে ওর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করব আমি বলে দিলাম।'

হাসল জিনা। 'আগামী হপ্তায় অনেক কুত্তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করার সুযোগ পাবেন। কলি কুত্তা নিয়ে কনফারেন্স হচ্ছে। একটা কুত্তাও আপনাকে দেখে খুশি হবে বলে মনে হয় না···'

জ্বলন্ত চোখে জিনার দিকে তাকাল ফগ। বলল, 'ঝামেলা!' রাফিয়ানের দিকে তাকিয়ে সরে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। বিড়বিড় করে আরও কি বলতে বলতে তাড়াতাড়ি প্যাডালে চাপ দিল।

পেছনে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল রাফি। হাসতে হাসতে মুসা বলল, 'থাক থাক, রাফি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট তো পালাচ্ছেন, তাঁকে আর গালাগাল করার দরকার নেই।'

জিনার কথায় ঝট করে ফিরে তাকাল ফগ। ভীষণ রাগে লাল হয়ে গেছে

চোখমুখ। কিন্তু কুকুরটার ভয়ে ফিরে আসতে সাহস করল না। চোখের আগুনে ওদের ভস্ম করতে করতে দ্রুত প্যাডাল করে চলে গেল।

হাসতে লাগল সবাই।

জিনাকে বলল কিশোর, 'কলি কুত্তার কথা বলে দিলে তো ফগের ঘুম-নিদ্রা হারাম করে। ও এখন সারা গাঁয়ে কলি কুত্তা খুঁজে বেড়াবে।'

'ভাল করেছি। কিন্তু কলি-কলি করে কি যেন বলছিলে...'

'কলিওপটারিস্ট।'

'হ্যাঁ, কলিওপটারিস্ট। মানে কি? জানো মনে হচ্ছে?'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'পারকার আঙ্কেলকে বলতে শুনলাম। গুবরেপোকার বিশেষজ্ঞ। গুবরে নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদেরকে বলে কলিওপটারিস্ট।'

তাজ্জব হয়ে গেল সবাই। গুবরেও একটা জিনিস! আর সেটা নিয়ে গবেষণা, কনফারেন্স করার মত লোকও আছে! জানত না।

হেসে বলল মুসা, 'ফগের মত বোকা মনে কোরো না আমাদের যে, যা বলবে তাই বিশ্বাস করব।'

'করলে করো না করলে নেই, যখন হবে তখন দেখবে।'

বাস স্টেশনটা দেখা গেল। একটা বাস এসে দাঁড়িয়েছে। ঘড়ি দেখল কিশোর। এগারোটা বেজে গেছে। 'যাহ্, নেমেই পড়লেন কিনা কে জানে! আমাকে না পেয়ে একা একা বেবিরা বাপ-বেটি বাড়ি চলে গেলে কেরিআন্টি রাগ করবেন আমার ওপর।'

তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরোল ওরা। বাসটা এসে সবে থেমেছে। দরজা খুলল। সারি দিয়ে নামতে শুরু করল যাত্রীরা।

এক হাতে একটা ব্যাগ আর অন্য হাতে একটা বড় সুটকেস নিয়ে নামলেন কালো দাড়িওয়ালা, মোটা ফ্রেমের চশমা পরা একজন ছোটখাট ভদ্রলোক। পেছনে নামল তাঁর চেয়ে ইঞ্চিখানেক লম্বা একটা মেয়ে। দেখতে মোটেও ভাল নয়। চুল খুব পাতলা। ওগুলো দিয়েই সরু সরু দুটো বেণি করেছে। পরনে স্কুল ড্রেসের মত পোশাক। তার ওপর নীল ওভারকোট। কোমরে গাঢ় নীল বেল্ট। মাথায় রঙিন ব্যান্ড আর বাঁ দিকে একটা ব্যাজ লাগানো গাঢ় নীল ফেল্ট হ্যাট।

বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েও মেয়েটার স্পষ্ট জোরাল শব্দ কানে এল কিশোরের, 'না, বাবা, কুলি লাগবে না। আমরাই পারব। তুমি ছোট ব্যাগটা নাও, আমি বড় সুটকেসটা নিচ্ছি। দাও, ছাড়ো, আমার হাতে দাও।'

মেয়েটার মুরুব্বী মুরুব্বী ভঙ্গি ভাল লাগল না কিশোরের।

চারপাশে তাকাতে লাগল মেয়েটা। আপনমনেই বলল, 'আমাদের না নিতে আসার কথা ছিল...'

সাইকেল রেখে এগিয়ে গেল কিশোর। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি মিস্টার বেবি?'

'বেবি! ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই...তা বাবা, শুধু বেবি তো নই, গ্রেগাবেবিরন,' জবাব দিলেন ছোটখাট, দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক।

চাবুকের মত শপাং করে উঠল মেয়েটার কণ্ঠ, 'ইয়ার্কি মারা হচ্ছে নাকি?'

'না না, ইয়ার্কি মারব কেন? বড় নাম তো, কঠিন, তাই...'

'ছোট করতে গিয়েছিলে। কারও নাম ছোট করা যে অভদ্রতা, এটাও জানো না? কক্ষনো আর কাউকে এভাবে ডাকতে যাবে না, অন্তত বাবার বয়েসী কাউকে। নাম কি তোমার?'

মুখের হাসি নিভে গেছে কিশোরের। 'কি-কি-কিশোর পাশা।' সুটকেসটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল।

দিল না মেয়েটা। 'না, আমিই পারব। এটাতে বাবার দামী দামী গুবরেপোকাগুলো আছে। ভেঙে ফেললে গেল।'

'সুটকেস ভাঙবে কি করে?'

'আরে বুদ্ধু, সুটকেসের ভেতরে কাঁচের বাক্স আছে। ওটা ভাঙবে।'

'ও, তাহলে তোমার কাছেই থাক, মিস এলিজা গ্রেগাবেবিরন।'

'থাক, আমাকে আর পুরো নাম নিয়ে ডাকতে হবে না। আমি বাবার বয়েসী নই। শুধু এলিজা বললেই চলবে।'

'ট্যাক্সি ডাকব?'

'ডাকো। গুবরেপোকা সহ বাবাকে তুলে দিই। আমি ট্যাক্সিতে উঠতে পারি না। কেমন বদ্ধ বদ্ধ লাগে। তোমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটেই যাব। বেশি দূরে নাকি?'

'ততটা নয়। হেঁটে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি তো সাইকেল নিয়ে এসেছি।'

'তাহলে সাইকেলে চেপেই যাব। সামনে ডাণ্ডায় বসে, কিংবা পেছনের ক্যারিয়ারে। চালাতে পারবে তো? না পারলে চিন্তা নেই। আমি পারব। দুজন-তিনজন নিয়ে চালিয়ে অভ্যেস আছে আমার।'

মেয়েটার চ্যাটাং চ্যাটাং কথায় মনে মনে চটে গেলেও মুখে ভাবটা প্রকাশ পেতে দিল না কিশোর। একটা ট্যাক্সি যেতে দেখে হাত তুলল। মিস্টার গ্রেগকে তাতে তুলে দিল। সুটকেসটা কোনমতেই সীটের ওপর কিংবা মেঝেতে রাখতে দিলেন না তিনি, নিজের হাঁটুর ওপর রেখে শক্ত করে ধরে রাখলেন। ব্যাগটা মেঝেতে রেখে কোথায় যেতে হবে ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দিল কিশোর।

চলে গেল ট্যাক্সি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এলিজা। 'যাক, বাঁচা গেল। এখন ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে। এই, কাছাকাছি খাবারের দোকান আছে নাকি? নাস্তা করেছি সেই সকাল সাতটায়, খিদেয় পেট জ্বলছে আমার।'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে মুসারা। প্রায় সব কথাই কানে যাচ্ছে তাদের। ওদের দিকে তাকাল কিশোর। ওর কাঁচুমাচু মুখ দেখে হাসতে শুরু করল ওরা। এলিজার দিকে ফিরে বলল কিশোর, 'আছে, দোকান। আগে এসো আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

সবাইকে 'হ্যালো' বলল এলিজা। জিনার পাশে দাঁড়ানো রাফিয়ানকে দেখিয়ে বলল, 'তোমার কুকুর নাকি?'

'তো আর কার?'

জিনার মেজাজ জানা আছে কিশোরের। ছেড়ে কথা কইবে না এলিজাকে। ওর মুরুব্বীগিরি সওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। রাস্তার ওপরই না একটা কেলেঙ্কারি ঘটে

যায় এ জন্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যাও এখন। আমি এলিজাকে নিয়ে চা দোকানে যাচ্ছি। তারপর বাড়ি যাব।'

তিন

সারাটা দিন কিশোরের ফোনের অপেক্ষা করল মুসারা, কিন্তু ফোন এল না। বিকেল বেলা চা খেতে বসেছে, এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল কিশোর।

রান্নাঘর থেকে ট্রে হাতে ঢুকছিলেন মিসেস বেকার, কিশোরকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। 'এ কি পোশাক পরেছ! ভেজা কেন? বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?'

'সরি, মিসেস বেকার, দৌড়াতে বেরিয়েছিলাম। ওই পোশাকেই চলে এসেছি। বৃষ্টি না, ঘাম।'

ডল বলল, 'কিশোর ভাই বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছে তো, স্লিম হওয়ার জন্যে ব্যায়াম করে।'

'ও, আমি তো ভাবলাম...' টেবিলের দিকে এগোলেন মিসেস বেকার, 'এসো। চা খাও।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর।

মিসেস বেকার চলে যেতে মুসা বলল, 'এত তাড়াতাড়ি দৌড়াতে বেরোলে যে?'

'সাধে কি আর বেরোই,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'এলিজার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে পালিয়েছি। একনাগাড়ে কথা বলতে থাকে ও, মাথা ধরিয়ে দেয়। যেখানে যাই, পিছে পিছে যায়। আর কোন উপায় না দেখে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানেও বাঁচতে পারলাম না। ঠিক গিয়ে হাজির। দরজায় থাবা মারতে শুরু করল। শেষে খুলে দিলাম। বলল, একটা বই নিতে এসেছে। বুককেসে রাখা বইগুলো ঘাঁটতে শুরু করল।'

'ধাক্কা মেরে বের করে দিলে না কেন?' রেগে উঠল জিনা।

'দিতাম না ভেবেছ? কিন্তু কিছু করলেই তো পারকার আঙ্কেল যাবেন খেপে...উহ্, কি যে বিপদে পড়লাম!'

'এই বাবাটাই হলো যত যন্ত্রণার মূল! নিজে উন্মাদ, মানুষকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে। কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

'তারপর কি করলে?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন। 'তাড়ালে কি করে?'

'তাড়াতে কি আর পারি,' কিশোর বলল। 'এ বই দেখে, ও বই ওল্টায়, সেটা ঘাঁটে, আর সেই সঙ্গে বকর বকর। চালিয়েই গেল। বিরক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। অবেলায়ই দৌড়ানোর জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। আমাকে রানিং সুট পরতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছি। বললাম, দৌড়াতে। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, সে-ও দৌড়াবে। নিজের ঘরে গেল কাপড় বদলাতে। এই সুযোগে নিচে নেমে বাগানে, গেট পেরিয়ে রাস্তায়; তারপর দৌড়, দৌড়, পেছন ফিরে

তাকালাম না আর।'

হেসে ফেলল মুসা, 'যদি এসে ধরে ফেলে এই ভয়ে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ভাল বিপদেই পড়েছ।'

'বেশি দেরি করতে পারব না,' করুণ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বেরোনোর সময় কেরিআন্টি দেখেছেন। দৌড়ানোর পোশাক দেখে বেরোতে বাধা দেননি, তবে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন। একা থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যদি আঙ্কেলদের বিরক্ত করতে যায় এলিজা, এই ভয়ে।'

সবাই সহানুভূতি জানিয়ে নানা কথা বলল কিশোরকে, কিন্তু এলিজার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বাতলাতে পারল না। শেষে কিশোর বলল, 'এই অত্যাচার সহ্য করা যাবে না। একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে।'

বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল সে।

সেদিন শনিবারের সন্ধ্যা। পরদিন গির্জায় যেতে হবে বলে আর কিশোরকে বিরক্ত করার সময় পেল না এলিজা। সকাল সকাল ঘুমোতে গেল।

পরদিন সকালে উঠে গির্জায় গেল। ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো মোটামুটি মেনে চলে সে। দুপুরে খাওয়ার পর চিঠি লিখতে বসল। তারপর যেই কিশোরকে বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে দেখল, অমনি ডবল বেনি ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কাজ আছে,' জবাব দিল কিশোর।

'ইকটু দাঁড়াও। চিঠিটা হয়ে গেছে আমার। তোমার সঙ্গে আমিও বেরোব।'

ওকে এড়ানোর সুযোগটা পেয়ে গেল কিশোর। 'বেশ, তাড়াতাড়ি শেষ করো। এমনিতেই পোস্ট অফিসে যেতে হবে আমাকে, কেরিআন্টি একটা চিঠি দিয়েছেন পোস্ট করতে। তোমারটাও করে দিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে। তারপর দুজনে বেড়াতে বেরোব।'

চিঠি নিয়ে পোস্ট অফিসে গেল কিশোর। ইচ্ছে করেই ফিরতে দেরি করল। অযথা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াল। মুসাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ নেই। নিশ্চয় এখন পড়তে হচ্ছে ওদের। গিয়ে ডিসটার্ব করা উচিত হবে না।

এলিজার ওপর ভীষণ রাগ লাগল কিশোরের। কোথায় এখন ঘরে কিংবা বাগানে বসে বই পড়ত সে, তা না, মেয়েটার ভয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। বাড়ি ফিরে এল। বসার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল এলিজা আছে কিনা। নেই। তারমানে নিজের ঘরে বই পড়ছে কিংবা অন্য কিছু করছে। চট করে জানালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল সে। রাফিয়ান রয়েছে তার ঘরে, শেকলে বাঁধা। পারকার আঙ্কেল বেঁধে রাখার হুকুম দিয়েছেন, যাতে যখন তখন ঘরে ঢুকে বিরক্ত করতে না পারে। তাতে সুবিধে হলো কিশোরের। তার সাড়া পেয়ে ডাকাডাকি করে সারা বাড়ি জানান দিতে পারল না কুকুরটা।

চুপচাপ এসে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল কিশোর। দ্রুত ছদ্মবেশ নিয়ে ভবঘুরে সাজল। এলিজার অলক্ষে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে, বাগান পেরিয়ে চলে এল ছাউনিতে। সঙ্গে করে বই নিয়ে এসেছে। আরাম করে বসে পড়তে শুরু করল। সে

যে ফিরে এসেছে এলিজা জানতেও পারবে না। কোন কারণে যদি ছাউনিতে এসে উঁকি মারে, তাহলে দেখবে একজন ভবঘুরেকে। ধমক ধামক মারবে কিংবা হই-চই করে জোয়ালিনকে ডাকবে। নির্বিবাদে বেরিয়ে যাবে তখন কিশোর।

কিন্তু নির্বিবাদে বেরোনো আর হলো না। কিশোরের অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল এলিজা। চিঠি পোস্ট করতে এত দেরি? শেষে আর ঘরে থাকতে না পেরে বেরিয়ে এল। কথা না বলে কতক্ষণ থাকা যায়। বাগানে অস্থিরভাবে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। একা একা সময় কাটছে না। ছাউনিটা দেখে কৌতূহল হলো। ধীরে ধীরে চলে এল সেখানে।

পায়ের শব্দ শুনে একটা ফুটো দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। এলিজাকে দেখে তাড়াতাড়ি ছিটকানি তুলে দিল দরজার।

শুনে ফেলল এলিজা। কৌতূহল বাড়ল তার। ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, অচেনা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে 'চোর চোর' বলে চিৎকার শুরু করে দিল সে।

এলিজার ডাক শুনে রাফিও ঘাউ ঘাউ শুরু করল। শেকলে বাঁধা থাকায় আসতে পারছে না।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিল জোয়ালিন।

কেরিআন্টি শুয়েছেন। বেডরূম থেকে বোধহয় চিৎকার কানে যায়নি তাঁর। স্টাডিতে দরজা-জানালা আটকে বসে থাকা মিস্টার পারকার আর মিস্টার গ্রেগের কানেও নিশ্চয় যায়নি। তাহলে বেরোতেন।

কিন্তু গেল আরেকজন বিশেষ লোকের কানে। কাকতালীয়ভাবে ঠিক এই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল ফগর‍্যাম্পারকট। 'চোর চোর' শুনে একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না। গেটের কাছে সাইকেল রেখে ছুটে ঢুকল ভেতরে। দৌড়ে এল ছাউনির দিকে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কই, কোথায় চোর?'

'ছাউনির মধ্যে!' চিৎকার করে বলল এলিজা।

'ঝামেলা!' দরজায় থাবা মারতে শুরু করল ফগ। 'এই দরজা খোলো! জলদি! ভাল হবে না বলছি!'

খুলে গেল ছিটকানি।

চোরকে জাপটে ধরতে তৈরি হলো ফগ।

কিন্তু বেরোল না চোর।

আস্তে করে পাল্লা ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিতে গেল ফগ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছুটে বেরোল ভবঘুরের পোশাক পরা 'চোরটা'। একদৌড়ে গিয়ে দেয়াল টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওপাশে।

বিশাল বপু নিয়ে দেয়ালের কাছে যখন পৌঁছল ফগ, কয়েকটা ইঁট জোগাড় করে তার ওপর উঠে তাকাল অন্যপাশে, চোর ততক্ষণে হাওয়া।

চার

পরদিন সোমবার সকালে বড় এক প্লেট মাংস ভাজা আর তিনটে ডিম দিয়ে নাস্তা

সারতে বসেছে ফগ, এই সময় বাইরে এসে থামল একটা বড় গাড়ি। সেটার দিকে চোখ পড়তেই হাঁ হয়ে ঝুলে পড়ল তার চোয়াল। কাঁটা চামচে গাঁথা মাংস গাঁথাই রইল। ডান হাতটা স্থির হয়ে রইল মাঝপথে, মুখ পর্যন্ত আর পৌঁছাল না।

'ঝামেলা!' ভাবছে ফগ। 'এই সাতসকালে শেরিফ এসে হাজির হলেন কেন?' কাজের বুয়া মিসেস টারমারিককে ডেকে বলল শেরিফকে ড্রইংরুমে বসাতে। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে ইউনিফর্ম পরতে শুরু করল।

এক মিনিটে পোশাক পরা শেষ করে ড্রইংরুমে ঢুকল। 'গুড মর্নিং, স্যার। কোন জরুরী কাজ? আমাকে ডাকলেই তো চলে যেতাম।'

'ফগ,' কোন ভূমিকার মধ্যে গেলেন না শেরিফ লিউবার্তো জিংকোনাইশান, 'এই এলাকায় একটা সাংঘাতিক আসামী এসে ঢুকেছে। জেল পালানো কয়েদী। ভীষণ চালাক। ছদ্মবেশ নেয়ার ওস্তাদ। গোবেল বীচে যে মেলা হচ্ছে, আমার মনে হয় ওখানে কোথাও লুকানোর চেষ্টা করবে। নজর রাখবে সেদিকে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

শেরিফ বাড়ি বয়ে তাকে খবর দিতে এসেছেন, নিজেকে খুব কেউকেটা মনে হলো ফগের। কণ্ঠস্বরটাকে ভারী করে তুলে বলল, 'মেলাতে নজর রাখতে অবশ্যই যাব, স্যার, তবে ইউনিফর্ম পরে নয়, ছদ্মবেশে। আপনি বোধহয় জানেন না, স্যার, পুলিশ স্কুলে আমি ছদ্মবেশের ওপর স্পেশাল কোর্স করেছিলাম।'

'তাই নাকি?' সন্দেহ জাগল শেরিফের চোখে। 'কিন্তু তোমার ওই মোটা শরীর লুকাবে কোথায়? পেট? ধরা পড়ে যাবে তো। ব্যায়াম-ট্যায়াম করে চর্বি একটু কমাও না। খাওয়াটাও কমাও।'

আহত হলো ফগ। অস্বস্তিতেও পড়ে গেল। 'স্লিম হওয়ার চেষ্টা তো করছি, স্যার। সকালে দু'তিন প্লেটের জায়গায় এক প্লেট শুয়োরের মাংস খাই এখন, দুই হালি ডিমের জায়গায় মাত্র তিনটে...'

'হুঁ,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন শেরিফ। পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন, 'নাও, এতে একটা ফটোগ্রাফ আর কিছু কাগজ আছে। লোকটার স্বভাব-চরিত্র সব লেখা আছে। পড়ে নিয়ো।'

আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে খামটা নিল ফগ। কাগজ বের করে পড়তে লাগল, 'মাঝারি উচ্চতা...তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাতলা গোঁফ...ঠোঁটের ওপর একটা কাটা দাগ...'

পড়তে পড়তে সহসা সজাগ হয়ে উঠল ফগ। 'স্যার, এ লোকটাকে তো দেখেছি আমি কাল!'

ভুরু কুঁচকে গেল শেরিফের, 'কোথায়?'

'সাংঘাতিক লোক, স্যার! ভয়ঙ্কর! গায়ে মোষের জোর, মোষের মতই লাথি মারে। জাপটে ধরতে গেলাম। আমাকে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালাল।'

'আরে কোথায় দেখলে?'

'চোখগুলো বাঘের মত জ্বলছিল...না না, নেকড়েবাঘের মত! গোঁফ ছিল। কাপড়-চোপড়ে মনে হচ্ছিল সাধারণ ভবঘুরে। এখন বুঝতে পারছি, ভবঘুরে নয়, ছদ্মবেশে ছিল। ইস্, আগে জানলে যতই মোষের শক্তি থাক ওর, ধরে রাখার চেষ্টা

করতাম।'

'ফগ!' কঠিন হয়ে উঠল শেরিফের কণ্ঠ, 'বকবকানি বাদ দিয়ে জলদি বলো আমাকে, কোথায় দেখেছ?'

'ঝামেলা!...অ্যাঁ, ও, মিস্টার পারকারের বাড়িতে। বাগানের ছাউনিতে ঢুকে বসেছিল। একটা মেয়ে চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করল। আমি তখন ওপথেই যাচ্ছিলাম। সাইকেল রেখে ঢুকে পড়লাম বাগানে। ছাউনির সামনে গিয়ে যে-ই বেরোনোর জন্যে ধমক দিলাম, হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে...'

'মিস্টার পারকার...তারমানে জিনাদেব বাড়িতে?' কি যেন ভাবছেন শেরিফ, 'কিশোর ছিল নাকি তখন ওখানে?'

থমকে গেল ফগ, 'না, স্যার, ও ছিল না। খোঁজ নিয়েছি। পোস্ট অফিসে গিয়েছিল চিঠি পোস্ট করতে।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন শেরিফ। 'ঠিক আছে, তোমাকে যে কাজটা দিলাম, সেটা করো। আমি যাচ্ছি, কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে।'

'ওর সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই, স্যার। ও তখন ওখানে ছিল না। লোকটার কথা কিছু জানাতে পারবে না...'

কিন্তু ফগের কথা শোনার জন্যে বসে থাকলেন না শেরিফ। উঠে রওনা দিলেন দরজার দিকে। পেছন পেছন তাঁকে এগিয়ে দিতে চলল ফগ।

জিনাদের বাড়িতে এসে দরজার বেল বাজালেন শেরিফ।

খুলে দিল আইলিন। 'ও, মিস্টার জিংকোনাইশান! গুড মর্নিং।'

'আইলিন, কিশোর আছে?' জিজ্ঞেস করলেন শেরিফ। 'আর কাউকে ডাকার দরকার নেই। শুধু ওকেই ডেকে দাও।'

বসার ঘরে বসলেন শেরিফ। কয়েক মিনিট পরেই রানিং সুট পরে এসে হাজির হলো কিশোর।

'কি, বেরোচ্ছ নাকি?' ভুরু নাচালেন শেরিফ।

'না, আঙ্কেল। বাইরে থেকে এলাম।'

'হঠাৎ ব্যায়াম শুরু করলে কেন?'

'মোটা হয়ে যাচ্ছি আবার। চর্বি কমানো দরকার।'

'ভাল। ফগকেও সেই পরামর্শই দিয়ে এলাম। কিশোর, একটা প্রশ্ন করব, সত্যি জবাব দেবে। কাল ছাউনিতে কাকে দেখে গেছে ফগ?'

একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল কিশোর। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আমাকে, স্যার।'

'হুঁ,' মুখটাকে গম্ভীর করে রাখলেন শেরিফ, 'আমার ধারণা তাহলে ঠিকই। কিন্তু ছদ্মবেশ নিতে গেলে কেন? ফগকে বোকা বানানোর জন্যে?'

'না, আঙ্কেল। এলিজার হাত থেকে বাঁচার জন্যে।'

'এলিজা?'

সব কথা খুলে বলল কিশোর।

অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন শেরিফ। বললেন, 'এই ব্যাপার। আর ফগ ওদিকে তোমাকেই কয়েদী সন্দেহ করে বসে আছে।'

'আমাকে কয়েদী সন্দেহ করেছে!'
'জেল থেকে এক আসামী পালিয়েছে। খবর পেয়েছি, এ গাঁয়েই এসে ঢুকেছে।'
লোকটাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, কিশোরকে জানালেন শেরিফ। কিশোরের ওপর ভরসা আছে তাঁর। বলা যায়, ফগের চেয়ে অনেক বেশিই আছে। এর আগে অনেকগুলো জটিল কেসের রহস্য সমাধান করে দিয়েছিল কিশোর। পকেট থেকে এক মুঠো কাগজপত্র বের করে বেছে বেছে একটা কাগজ আর একটা ফটোগ্রাফ নিয়ে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, 'নাও, এগুলোতে লোকটার স্বভাব-চরিত্র আর চেহারার বর্ণনা পাবে। তোমাকেও যে লোকটার কথা জানানো হয়েছে, এটা ফগকে বোলো না। মেলা আর কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জন্যে নতুন নতুন লোক আসছে, অচেনা মুখ দেখা যাবে অনেক। তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবে লোকটা।'
'থ্যাংক ইউ, আঙ্কেল,' কিশোরের নজর ছবিটার দিকে, 'আমাকে জানানোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। লোকটাকে খুঁজে বের করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি। মুসারা তো এ মুহূর্তে আটকে আছে মিস্টার বেকারের বাড়িতে। তদন্তে আমাকে তেমন সাহায্য করতে পারবে না। তবু, যতটা পারা যায়, কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।'
'কিশোর,' সাবধান করে দিলেন শেরিফ, 'ডাকাতির কেসে জেল হয়েছিল লোকটার। ভীষণ বিপজ্জনক। সাথে পিস্তল-টিস্তলও থাকতে পারে। নজর রাখবে কেবল। কিছু করতে যেয়ো না। চিনতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে।'
'ঠিক আছে, তাই করব, আঙ্কেল।'
সোফা থেকে উঠে দরজার দিকে রওনা হলেন শেরিফ। এই সময় ওপর থেকে নেমে আসতে দেখা গেল এলিজাকে।
শেরিফ বেরিয়ে গেলেন।
কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল এলিজা। 'গোবেল বীচের শেরিফ, তাই না? কেন এসেছিলেন? গতকালকের সেই ভবঘুরেটার কথা জিজ্ঞেস করতে?'
'হ্যাঁ।' বেশি কথার মধ্যে গেল না কিশোর। জেলপালানো আসামীটার কথা জানাতে চায় না এলিজাকে।
'আমাকে ডাকা উচিত ছিল তোমার,' অভিযোগ করল এলিজা। 'হাজার হোক, ওকে আমিই প্রথম দেখেছি। আমার সাক্ষীর একটা দাম আছে। ছাউনিতে গিয়ে না দেখলে, চোর চোর করে চিৎকার না করলে ওই পুলিশম্যানটা আসত না, জানাজানি হতো না, কালকে সর্বনাশ করে দিয়ে যেত…'
'আমাকে এখন বেরোতে হবে, এলিজা, জরুরী কাজ আছে…'
'জরুরী কাজটা কি?'
'দৌড়াতে যাব।'
'একটু আগে না দৌড়ে এলে? জানালা দিয়ে দেখলাম।'
'দৌড়ানো শেষ হয়নি। আবার যাব।'
'তাজ্জব ব্যাপার! এক সকালে কবার দৌড়াও?'

'যা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, দৌড়ানো ছাড়া উপায় কি?'
কিশোরের কথা বুঝতে পারল না এলিজা, 'মানে?'
'মানেটানে কিছু না। আমি যাচ্ছি।'
'আমিও যাব। সাগর আর নদীর পাড় দিয়ে দৌড়াতে আমার ভাল লাগে।'
'আমি ওসব পারাপারে যাচ্ছি না। পাহাড়ের দিকে যাব।'
'ও, পাহাড় তো আরও ভাল লাগে। এক সেকেন্ড দাঁড়াও। আমি চট করে কাপড়টা বদলে আসি।'
মনে মনে নাছোড়বান্দা মেয়েটার হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজছে কিশোর, বাঁচিয়ে দিলেন কেরিআন্টি। ড্রইংরুমে ঢুকলেন। 'এলিজা, তুমি এখানে। আমার একটা কাজ করে দেবে?'
বড়দের সম্মান করে এলিজা। কোন কিছু করতে বললে 'না' করে না। 'কি কাজ, আন্টি?'
'ফুলের তোড়াগুলো ঠিকমত বেঁধে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখতে হবে। আমি এক হাতে কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'
সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল এলিজা। আর এই সুযোগে কিশোর দিল দৌড়। একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাড়ির কোণ ঘুরে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, এলিজা কি করে। বড় একটা কাঁচি হাতে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাগানে বেরোচ্ছে।
জানালা টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। মুসাকে ফোন করল। যথারীতি খাওয়ায় ব্যস্ত মুসা। রবিন ধরল।
'কে, রবিন?' বলল উত্তেজিত কিশোর। 'শোনো, খবর আছে। একেবারে হাতে এসে ধরা দিয়েছে চমৎকার একটা রহস্য। একটু আগে শেরিফ এসেছিলেন।'
সংক্ষেপে যত দ্রুত সম্ভব, সব জানাতে লাগল কিশোর।
রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বেরোলেও, সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল এলিজা। হাতে এক গোছা ডাল সহ ফুল, কেটে এনেছে। কিশোরকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল।
কথায় এতই মশগুল কিশোর, এলিজাকে ঢুকতে দেখেনি। পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনে ফেলল এলিজা। ফোন রেখে কিশোর ঘুরে দাঁড়াতেই বলল, 'তুমি না বললে কালকের ভবঘুরেটার কথা জানতে এসেছিলেন শেরিফ? এখন রহস্য জোগাড় হলো কোনখান থেকে?'
জবাব দিল না কিশোর। চট করে তাকিয়ে দেখে নিল, কেরিআন্টি আছেন কিনা। নেই দেখে সোজা দরজার দিকে রওনা হলো।
'এই কিশোর,কোথায় যাচ্ছ?' এলিজা ডাকল। 'আমাকে নিয়ে যাও। ফুলগুলো গোছাতে দশ মিনিটও লাগবে না আমার।'
কে শোনে কার কথা। কিশোর ততক্ষণে বেরিয়ে চলে এসেছে দরজা দিয়ে। লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমেই দৌড়। বেকারদের ওখানে যাবে। নিজের ওপর ভীষণ রেগে গেছে। টেলিফোনে কথা বলার সময় সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল এলিজার ওপর। ও-ই বা কেমন মেয়ে? চুরি করে অন্যের কথা শোনে!

পাঁচ

বেকারদের সামার-হাউসে কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করছে মুসা, রবিন, জিনা আর ডল। কিশোরকে একা দেখে জিজ্ঞেস করল জিনা, 'রাফি কই? আনোনি?'

'কি করে আনব? ওর চেন খুলতে গেলেই তো সুযোগ পেয়ে যেত মেয়েটা, পিছু নিত!' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল কিশোর। কি ভাবে পালিয়ে এসেছে জানাল।

রাগে মুঠো পাকিয়ে ফেলল জিনা। 'ধরে কাঁচি দিয়ে ওর বেণি দুটো যদি কুচ করে কেটে দিতে পারতাম এখন, ভাল হত!'

'তা যখন পারছ না,' রবিন বলল, 'মেজাজ গরম না করে চুপ থাকাই ভাল। বরং রহস্যটার কথা শুনি।'

আগের বিকেলে ফগ কি করে বোকা বনেছে, বন্ধুদের জানাল কিশোর। শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই।

শেরিফের দিয়ে যাওয়া কাগজ আর ছবিটা বের করল। ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। লোকটার কালো চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মোটা ভুরু, সাদামাঠা নাক, পাতলা ঠোঁট, ওপরের ঠোঁটে নাকের ঠিক নিচে একটা কাটা দাগ।

দাগটার ওপর আঙুল রেখে কিশোর বলল, 'এটা নিয়েই মুশকিলে পড়বে লোকটা। লুকানোর জন্যে বড় গোঁফের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনিতে পাতলা গোঁফ আছে লোকটার, তাতে দাগটা ঢাকা পড়বে না, আলগা নকল গোঁফ লাগাতে হবে। শুধু গোঁফ লাগালে যদি উদ্ভট লাগে, তাহলে সেটা চাপা দেয়ার জন্যে দাড়িও লাগাতে পারে।'

কেউ কিছু বলল না। শোনার জন্যে তাকিয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

'চুল বেশ ঘন, আর সোজা সোজা, কোঁকড়া বা আগাগুলো বাঁকা নয়,' বলল সে। 'সেজন্যে পার্ম করে কোঁকড়া করে নিতে পারে। আজকাল চুল তুলে পাতলা করে নিয়ে সাময়িকভাবে টাকও বানিয়ে নেয়া যায়। লোকটা ছদ্মবেশের ওস্তাদ। ধরা না পড়ার জন্যে অনেক কিছুই করতে পারে।'

'তাহলে আর ওর ছবি দেখে লাভ কি আমাদের?' রবিনের প্রশ্ন।

'হাতের রগগুলো ফোলা, দেখো,' মুসা বলল। 'এগুলো ঢাকবে কি দিয়ে?'

'দস্তানা পরে নেবে,' জিনা বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তা লোকটার পছন্দ-অপছন্দ কিছু আছে নাকি?'

'বিড়াল ভালবাসে,' জবাব দিল কিশোর। 'কাগজটাতে লেখা আছে সব। আরও একটা ব্যাপার–অদ্ভুতই বলতে পারো–পোকামাকড়েও খুব আগ্রহ তার।'

'খাইছে! কলি?' মুসা অবাক।

'হ্যাঁ, শখের কলিওপটারিস্ট।'

'কনফারেন্সে যোগ দিতে যাবে না তো!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'গুবরেপোকা ভালবাসে বলেই এসেছে গোবেল বীচে?'

'গোবেল বীচে হয়তো সেজন্যে আসেনি,' কিশোর বলল, 'জেল থেকে পালিয়ে আর কোনদিকে যাওয়ার সুযোগ না দেখে এখানে ঢুকেছে। তবে আছে যখন, এ

রকম একটা সম্মেলনে যোগ দেয়ার সুযোগ সে হয়তো হাতছাড়া করবে না।...কে ভাবতে পেরেছিল, জেলখাটা একজন দাগী আসামী গুবরেপোকা ভালবাসে!...হ্যাঁ, বাকি রইল লোকটার তীক্ষ্ণ চোখ–সেটা ঢাকাও কোন ব্যাপার নয়, চশমা পরে নিলেই হলো...'

'এ খবরটা আগে জানলে,' ডল বলল, 'মিস্টার বেবিকেই সন্দেহ করতাম আমি। লোকটাকে দেখে মোটেও বিজ্ঞানী মনে হয় না। হ্যাট, মাফলার, ভারী কোট, দাড়ি, গোঁফ–একেবারে জেলপালানো ছদ্মবেশী কয়েদী।'

'ভাল বলেছ তো!' মুসা বলল। কিশোরের দিকে তাকাল, 'লোকটা লম্বা কতখানি?'

'মিস্টার বেবির সমানই হবে,' হেসে বলল কিশোর।

'এ কথা এলিজাকে বলতে যেয়ো না,' রবিন বলল। 'বলোনি তো?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'বললাম না, রহস্যটা কি জানার জন্যে চাপাচাপি করছিল সে, সেটাই বলিনি। শুধু টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় যেটুকু শুনেছে।'

'এলিজার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে তোমার। মেয়েটার আড়িপাতারও বদস্বভাব আছে। যাকগে, কিশোর, রহস্যের তদন্তটা কি করে শুরু করব?'

'তোমরা তো আর তেমন কিছু করতে পারবে না, বেরোতেই পারো না। যা করার আমাকেই করতে হবে।'

নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে মুখ কালো করে ফেলল রবিন। নিজেদেরকে জেলে বন্দি কয়েদী মনে হচ্ছে এখন। 'কোনখান থেকে শুরু করবে?'

'এখানে লোকের ভিড়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করবে সে,' কিশোর বলল। 'হোটেল কিংবা বোর্ডিং-হাউসে থাকতে যাবে না, জানে, প্রথমেই ওসব জায়গায় হানা দেবে পুলিশ। কোথায় উঠল সেটার খোঁজ না করে বরং দুটো জায়গায় নজর রাখলে সুবিধে হবে আমাদের জন্যে।'

'একটা তো মেলায়,' ডল বলল। 'আরেকটা কোনখানে?'

'গুবরেপোকার সম্মেলনে,' বলে দিল মুসা। 'তাই না, কিশোর?'

'গুবরেপোকার সম্মেলন বললে গুবরেপোকাদের সম্মেলন বোঝায়,' হেসে শুধরে দিল কিশোর, 'আসলে পোকা নিয়ে তো হচ্ছে মানুষের সম্মেলন।'

'তাহলে কি বলব? গুবরেপোকাপ্রেমিক মানুষের সম্মেলন?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তবে বড়ই জটিল। বরং কলিওপটাবিস্টদের কনফারেন্স বলা সহজ।'

'কলি হোক আর গলি হোক,' জিনা বলল, 'যেটার সম্মেলনই হোক, যাব কি করে ওখানে? আমাদের নিশ্চয় ঢুকতে দেবে না।'

'দেবে,' কিশোর বলল। 'যদি মিস্টার বেবির সঙ্গে যাই। আন্টি আর আইলিন যাবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি, মানা করে দিয়েছে দুজনেই। পারকার আঙ্কেল সময় পেলে যাবেন বলেছেন। না গেলেই ভাল। আমরা যেতে পারব।'

'যদি ছুটি পাওয়া যায়,' শুকনো মুখে বলল রবিন।

'ছুটির ব্যবস্থা আমি করব,' ডল বলল। 'যেতে না দিলে মা'র সামনে গিয়ে

এমন কান্নাকাটি শুরু করব, বিরক্ত হয়েই শেষে বেরিয়ে যেতে বলবে।'

হাসল মুসা, 'যদি ধমক দিয়ে বলেন?'

'তাহলেও বেরোব।'

কিশোরের দিকে তাকাল জিনা, 'কবে থেকে তদন্ত শুরু করতে চাও?'

'আজ থেকেই,' কিশোর বলল। 'আজ মেলায় যাব। কনফারেন্স কাল থেকে শুরু হবে।'

'কিন্তু আমরা আজ যেতে পারব কিনা বলতে পারছি না। সব নির্ভর করছে আমাদের ছুটি পাওয়া না পাওয়ার ওপর।'

'এলিজাকে নিয়ে আমারও সমস্যা হবে। আমাকে বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে দেখলেই সে সঙ্গে যেতে চাইবে। কেরিআন্টিও নিতে বলবেন। মেয়েটার হাত থেকে মুক্তির কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না! চালাকি করেও পার পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা এক মুশকিলে পড়লাম!'

'তোমার নাকি এত বুদ্ধি, কিশোরভাই,' ডল বলল, 'ওকে এড়ানোর জন্যে কিছুই কি করতে পারো না?'

'দেখি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'ভাবতে হবে!'

'মেলায় গেলে রাফিকে নিয়ে যেয়ো,' অনুরোধ করল জিনা। 'আমরা গেলে ওর সঙ্গে দেখা হবে।'

'আচ্ছা, নেব।'

ছয়

বাড়ি ফিরে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। ফিসফিস করে আইলিনকে জিজ্ঞেস করল, 'এলিজা কোথায়?'

মুচকি হাসল আইলিন। 'ওপরে।'

'প্লীজ, আমার ঘর থেকে একটা বই এনে দাও। আমি যে এসেছি, আইলিনকে বোলো না।'

হাসিটা বাড়ল আইলিনের। 'কি বই?'

নাম বলল কিশোর।

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল আইলিন। কয়েক মিনিট পর ফিরে এল।

আইলিনকে ধন্যবাদ দিয়ে বইটা নিয়ে চুপচাপ ছাউনিতে চলে এল কিশোর। রাফিয়ান চেঁচামেচি করে এলিজাকে জানান দিতে পারে, সেজন্যে ওর সামনেও পড়ল না।

দুপুর পর্যন্ত নিরাপদেই বই পড়ে কাটিয়ে দিল।

লাঞ্চের আগে আগে ঘরে ঢুকল সে। কেরিআন্টি জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

'বাড়িতেই তো,' অবাক হওয়ার ভান করল কিশোর।

'বাড়িতে কোথায়? দেখলাম না তো।'

'ছাউনিতে। বই পড়ছিলাম।'

স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কেরিআন্টি। কি যেন ভাবলেন। তারপর নীরবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

ওপর থেকে নেমে এসে কিশোরকে দেখতে পেয়েই ঘ্যানর-ঘ্যানর শুরু করল এলিজা। ও কোথায় ছিল, কি করছিল, তাকে না নিয়ে কেন গেল—একশো একটা প্রশ্ন। এড়ানোর একটাই উপায়—চুপ করে থাকা। তা-ই রইল কিশোর।

'আজ বিকেলে মেলায় যাচ্ছি আমরা,' লাঞ্চের টেবিলে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল এলিজা।

'ভাল,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, যদিও বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে তার।

'সাবধান, হুপলা স্টলে গিয়ে রিঙ ছুঁড়ো না কিন্তু।'

'কেন?' অবাক হলো কিশোর।

'ওরা সব ঠগ রিঙগুলো ইচ্ছে করেই ছোট বানায়, যাতে পুরস্কারের জন্যে সাজিয়ে রাখা জিনিসগুলোর কোনটাতেই না ঢোকে। ঢুকলেই তো ওটা দিয়ে দিতে হবে, ওদের লস।'

'রিঙ ছুঁড়ে বহুবার আমি বহু জিনিস পেয়েছি। তুমি পারো না বলেই পাও না। ছোঁড়ার কায়দা আছে।'

মিস্টার পারকার এলেন মিস্টার গ্রেগকে সঙ্গে করে। রান্নাঘর থেকে ট্রে হাতে ঢুকলেন কেরিআন্টি।

ভারী লেন্সের ভেতর দিয়ে কিশোর আর মেয়ের দিকে তাকিয়ে দরাজ হাসি হাসলেন মিস্টার গ্রেগ, 'বাহ্, চমৎকার জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। খুব ভালই কাটছে তোমাদের। সকালে কি কি খেললে?'

'বাবা,' কড়া গলায় মুখ ঝামটা দিল এলিজা, 'এমন করে কথা বলো যেন আমার বয়েস সাত, আমি একটা খুকি। কোন খেলা খেলিনি। সত্যি কথাটা হলো, সকাল থেকে প্রায় দেখাই হয়নি কিশোরের সঙ্গে আমার।'

'তাই নাকি?' চট করে কথাটা ধরলেন মিস্টার পারকার। 'খুব খারাপ কথা। কিশোর, এলিজা আমাদের মেহমান, মনে রাখা উচিত তোমার।'

'আমিও আপনাদের মেহমান'—বলতে গিয়েও ঝামেলা বাধার ভয়ে বলল না কিশোর।

ব্যাপারটা বোধহয় আঁচ করতে পারলেন কেরিআন্টি। প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে বললেন, 'খাওয়া শুরু করো। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আলুগুলো আর মচমচে থাকবে না।'

প্লেটে একগাদা আলুভাজা তুলে নিলেন মিস্টার গ্রেগ। অন্য সব প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মুহূর্তে চলে এলেন গুবরেপোকা আর কনফারেন্সের কথায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কিশোর।

'তোমাদের টাউন হলে মীটিংটা কেমন হবে ভাবছি,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'কোন গণ্ডগোল না হলেই বাঁচি, অনেক নামী-দামী লোক আসবে।'

'কারা কারা?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর।

'এই তো, যেমন ধরো জেফরি জেফারসন। ক্রস্-ভেইন থ্রী-স্পট ম্যাকলিং বীটল্ অভ পেরুভিয়ার বিশেষজ্ঞ তিনি। দারুণ লোক, সত্যি অসাধারণ। একবার পুরো সাতটা দিন জলাভূমিতে গুবরেপোকার গর্তের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে

ছিল্লেন।'

মিস্টার পারকার বিজ্ঞানী হলেও এ সব পোকামাকড় পছন্দ করেন না। 'অসাধারণ বলছ কি হে? ও তো একটা পাগল।'

কিছু মনে করলেন না মিস্টার গ্রেগ। 'সেটা তোমার মনে হচ্ছে। ওঁর মত ভদ্রলোক কোটিতে একটা পাবে না।' কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি, 'তারপর রয়েছেন ডরোথি কফিন। বিশ্বাস করো আর না-ই করো, তিব্বতের স্কালকিং হাঞ্চ গুবরেপোকার চুরাশিট, ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়েছেন তিনি।'

'মুরগীর মত তা দিয়েছেন!' কিশোর অবাক।

'আরে না না, নিজে বসে কি আর দিয়েছেন? একটা গরম বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপারটা হলো, চুরাশিটা ডিম থেকে বেরিয়েছিল চুরাশি দুগুণে একশো আটষট্টিটা ছানা—অথচ বেরোনোর কথা চুরাশিটা। অবাক লাগছে না?'

'অবাক লাগবে কেন? যমজ হয়েছে আরকি,' জবাব দিল কিশোর।

'এই আলোচনাটা বন্ধ করলে হয় না?' পোকামাকড়ের কথা শুনতে ভাল লাগছে না কেরিআন্টির। 'খাবারের মধ্যেও পোকা দেখা শুরু করব আমি।'

'সরি, মিসেস পারকার,' মিস্টার গ্রেগ বললেন।

কিন্তু কিশোরের আগ্রহ কমেনি। 'কনফারেন্সে আর কে কে আসবে, মিস্টার গ্রেগ?'

'অনেকেই আসবেন, মাই বয়, কজনের কথা বলব?' কিশোরের আগ্রহ খুশি করল মিস্টার গ্রেগকে। 'আলতু-ফালতু লোক নয় কেউ, সবাই বিশেষজ্ঞ।'

'আপনি তাঁদের সবাইকে চেনেন?'

'না, সবাইকে চিনি না। লিস্ট দেখেছি। নামের পাশে যে সব ডিগ্রি লেখা রয়েছে, তাতে বোঝা যায় কেউ কাঁচা লোক নয়।'

'লিস্টটা কোথায়? দেখা যাবে?'

'দিচ্ছি।' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে নামের তালিকাটা বের করলেন মিস্টার গ্রেগ। 'কনফারেন্সের ব্যাপারে খুব ইনটারেস্ট দেখা যাচ্ছে তোমার। যাবে নাকি? এমনিতে তো ঢুকতে দেবে না, তবে আমি সঙ্গে নিয়ে গেলে দেবে।'

কিশোরের জন্যে এটা সুখবর। 'অবশ্যই যাব।' লিস্টটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিল মিস্টার গ্রেগকে। কনফারেন্স নিয়ে আলোচনা করে রীতিমত খাতির জমিয়ে ফেলল তাঁর সঙ্গে। শেষে অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিয়ে বসল তাঁকে, 'আজ বিকেলে মেলায় যাচ্ছি আমরা, মিস্টার গ্রেগ। আপনার কনফারেন্স তো কাল। হাতে সময় থাকলে চলুন না আজ আমাদের সঙ্গে, রাউন্ডএবাউটে চড়তে কেমন লাগে দেখবেন।'

কিশোরের মতলবটা বুঝতে পারছেন না কেরিআন্টি। মিস্টার গ্রেগের মত একটা বিরক্তিকর চরিত্রের সঙ্গে তার এই গায়ে পড়া খাতির অবাক করল তাঁকে।

অবাক কিশোরও হলো, যখন নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন মিস্টার গ্রেগ, 'আমার কোন আপত্তি নেই। সেই কবে ছেলেবেলায় চড়েছি, ভুলেই গেছি। আজ সেটা মনে করব।'

সাত

মেলার গেটে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে জিনা, মুসা, রবিন আর ডল দেখল মিস্টার গ্রেগকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে কিশোর। মহাবিরক্তি উৎপাদনের জন্যে এক এলিজাই যথেষ্ট, তার ওপর আবার তার বাবা! কিশোরের উদ্দেশ্যটা কি?

'মস্ত বোকামি হয়ে গেছে!' এক ফাঁকে চুপি চুপি রবিনকে জানাল কিশোর। 'আসলে একটু রসিকতা করতে চেয়েছিলাম, তার খেসারত দিতে হচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম, আসতে বললে পারকার আঙ্কেলের মত হেসে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু চলে যে আসবেন কল্পনাই করিনি। তিনি না এলে তাঁর মেয়েকেও কোন ফাঁকে ফেলে চলে আসতে পারতাম।'

'কিন্তু সেটা আর হলো না,' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'ভোগান্তির চূড়ান্ত হবে এখন আমাদের। মেলা দেখা খতম।'

'মেলা দেখতে কিন্তু আসিনি আমরা,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'এসেছি মেলা দেখার ছুতোয় লোকটাকে খুঁজতে।'

সাধারণ মেলা। একটা রাউন্ডএবাউট, একসারি দোলনা, হুপলা স্টল, একটা শূটিং রেঞ্জ, কেক আর মিষ্টির দোকান, আর কিছু ছোটখাট সাইড-শো'র ব্যবস্থা আছে। ওগুলোর আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল গোয়েন্দারা। হুপলা স্টলে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখল। এলিজার কথাই যেন ঠিক, কোন জিনিসেই রিঙ পরাতে পারল না ওরা।

'বলেছিলাম না, সব ফাঁকিবাজি, রিঙগুলো ছোট করে বানানো,' মাথা সোজা করে বলল এলিজা। 'খামাখা আর পয়সা নষ্ট কোরো না।'

ওর কথা শুনে ফেলল স্টল-মালিকের ছেলেটা। এগিয়ে এসে বলল, 'মারতে পারো না, সেটা বলো। কোন ফাঁকিবাজি নেই। এই দেখো। কোনটাতে ফেলব?' আট-দশটা রিঙ নিয়ে একে একে ছুঁড়তে লাগল সে। প্রতিটা রিঙই লক্ষ্যভেদ করল। এলিজার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল। 'কি বুঝলে? মারার কায়দা জানো না, তাই পারোনি।'

লাল হয়ে গেল এলিজা। কথা জোগাল না মুখে।

সবচেয়ে বেশি মজা পাচ্ছেন মিস্টার গ্রেগ। হুপলা খেললেন। লজেন্স কিনে চুষতে লাগলেন। এলিজাকে সঙ্গে নিয়ে দোলনায় চড়াও বাদ দিলেন না।

'কিছুতেই তো ওঁকে সরানো যাচ্ছে না, কি করি?' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়েছে তোমাদের?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন। 'চলো তো, ওই ভাঁড়ের তাঁবুটাতে গিয়ে দেখে আসি।'

তেমন কিছু দেখার নেই ওখানে। তবে ভাঁড়কে দেখতে দেখতে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল কিশোর। সেটা লক্ষ করল রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

'ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো,' রবিনের কানে কানে বলল

কিশোর। 'নাক আর ঠোঁটের মাঝে এত গাঢ় করে লাল রঙ দিয়েছে কেন? দাগ ঢাকার জন্যে?'

'হতে পারে!' লোকটার হাতের দিকে তাকাল রবিন। দস্তানা পরা। 'রগ ফোলা কিনা তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।'

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ছবির লোকটার মতই ভাঁড়ের চোখ দুটোও তীক্ষ্ণ। চুলের রঙ বা ধরন বোঝা যাচ্ছে না, টুপির নিচে ঢাকা থাকায়। উচ্চতাটাও মিলে যায়। মাঝারি উচ্চতার লোক সে।

'আমাদের সন্দেহের তালিকায় রাখতে হবে একে,' রবিন বলল। 'এটাই শেষ? নাকি আরও দু'তিনজনকে দেখবে?'

'দেখব।' ভাঁড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আরেকবার দাগটা খুঁজল কিশোর। রঙের জন্যে বোঝা যাচ্ছে না। রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল পাশের চায়ের স্টলটায়।

'চা খাবে?' জিজ্ঞেস করল স্টলওয়ালা।

'দিন,' মাথা কাত করল কিশোর। তাকিয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে। দাগ নেই। পাশের ভাঁড়ের তাঁবুটার দিকে হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, 'ওর নাম কি জানেন?'

'পুরো নাম জানি না। ডাকনাম ডক,' কিশোরের হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিল চা-ওয়ালা। 'ওকে আগে কখনও দেখিনি।'

'মেলায় মেলায়ই ঘোরে নিশ্চয়?'

'কি করে জানব? তবে মেলা ছাড়া ভাঁড়ের খেলা আর কোথায় দেখাবে?' আরেকজন খদ্দের দেখে তার দিকে এগিয়ে গেল চা-ওয়ালা। ফিরে তাকিয়ে কিশোরকে বলল, 'ওকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না।'

কথাটা মন্দ বলেনি চা-ওয়ালা। কিন্তু এখন কথা বলার সময় নেই ওদের কারোরই। ব্যস্ত। আগামী দিন সকালে এসে ভাঁড়ের সঙ্গে কথা বলবে, ঠিক করল কিশোর। তখন হয়তো ভাঁড়ের পোশাকেও থাকবে না লোকটা, মুখে রঙ থাকবে না, কাটা দাগ থাকলে চোখে পড়বে।

চা খেতে ভাল লাগল না। দুজনেই ঢেলে ফেলে দিয়ে শূটিং রেঞ্জের দিকে চলল।

চেয়ারে বসে টিকিট বিক্রি করছে এক বুড়ি। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে শূটারদের দিকে। ওদের গুলি আর এয়ারগান সরবরাহ করছে একটা ছেলে। দুই গোয়েন্দা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ওর পাশে এসে দাঁড়াল যুবক বয়েসী একটা লোক। ছেলেটাকে সাহায্য করতে লাগল।

রবিনের গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিল কিশোর। ছবির সঙ্গে অনেক মিল লোকটার। তীক্ষ্ণ চোখ, মোটা ভুরু, ঘন চুল। তবে নাকের নিচে দাগ দেখা গেল না।

নিচু স্বরে কিশোর বলল, 'না, এ আমাদের লোক নয়।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'দাগ নেই। হাতের রগও ফোলা নয়।'

সরে আসার সময় চেয়ারে বসা বুড়ি টিকিট বাড়িয়ে ধরল ওদের দিকে,

ফ্যাসফেঁসে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'শূটিং করবে? দেখো না ভাগ্য পরীক্ষা করে।'
মাথা নেড়ে মানা করল কিশোর।
বুড়ির দিকে তাকিয়ে দুঃখ লাগল রবিনের। নিশ্চয় কমিশনে কাজ করছে। এতই অসহায় মনে হতে লাগল বুড়িটাকে, একবার মনে হলো শুধু ওর হাতে দুটো পয়সা তুলে দেয়ার জন্যেই একটা টিকেট কাটে। বয়েসের ভারে কুঁচকানো মুখের চামড়া, অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। গায়ে-মাথায় জড়ানো শালটাও যেন তারই মত পুরানো।
দোলনাগুলোর কাছে লালমুখো এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। লাল গোঁফ, লাল দাড়ি। গলায় জড়ানো ময়লা নীল একটা মাফলার। মাথার নীল টুপিটা কপালের ওপর টেনে দেয়া। গায়ের কোটটা অতিরিক্ত টাইট। প্যান্টটাও খাটো। অন্য কারও পোশাক পরে এসেছে যেন। কেমন হাস্যকর লাগছে ওকে। লোকে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।
থমকে দাঁড়াল কিশোর। ফিসফিস করে রবিনকে বলল, 'চিনতে পারছ?'
মাথা নাড়ল রবিন।
'নাহ্, ভাল গোয়েন্দা কোনদিনই হতে পারবে না! ঝামেলাকে চিনতে পারছ না?'
'ফগ!'
'চুপ! আস্তে! মুসাদের ডেকে নিয়ে এসোগে।'
একটা তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে ফগের অলক্ষে তাকে দেখতে লাগল ওরা।
দোলনার সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে কি যেন দেখছে ফগ। দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল মুসার মাথায়। ফগের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা বাজে, স্যার?'
ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকাল ফগ। ঘড়ি দেখল। 'চারটে। যাও, ভাগো!' এমন জোরে ধমকে উঠল সে, চমকে গেল মুসা।
'থ্যাংক ইউ, স্যার,' বলে হাসতে হাসতে সরে এল অন্যদের কাছে।
মনে মনে সন্তুষ্ট হলো ফগ। ভাবল, বিচ্ছু ছেলেটা ওকে চিনতে পারেনি। তারমানে ওর ছদ্মবেশ সফল হয়েছে। মনের আনন্দে গোঁফে চাড়া দিতে গিয়ে মনে পড়ল, নকল গোঁফ, টান লাগলে খুলে যাবে। হাত সরিয়ে আনল তাড়াতাড়ি।
মুসার পর গেল জিনা। সঙ্গে রাফি। ফগকে দেখেই ঘাউ ঘাউ করে উঠল কুকরটা। চেন ধরে তাকে আটকাল জিনা। চুপ থাকতে বলল। মেলার মধ্যে গোলমাল করলে বের করে দেবে দারোয়ান।
আড়চোখে ওদের দিকে তাকাল ফগ। ঠেলে বেরোনো গোলআলুর মত গোল চোখে ভয় আর বিরক্তি। কিন্তু ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কিছু বলতেও পারছে না।
'হে মিস্টার,' জিনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জানেন, মেলা ক'টার সময় বন্ধ হবে?'
'সাড়ে দশটায়। সরো, কুত্তা সরাও তোমার। কামড়ে দেবে তো। মেলা কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করব আমি।' মাথা ঝাঁকি দিয়ে কথা বলতে গিয়ে তার আলগা লাল গোঁফের একটা পাশ খুলে গেল। তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে টিপে ধরে

আড়চোখে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, জিনা ওকে চিনতে পারল কিনা।

কিন্তু জিনার মুখে চেনার কোন লক্ষণ নেই। নিরীহ স্বরে বলল, 'রাফিকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, মিস্টার। গাঁয়ের হাঁদা পুলিশম্যান ঝামেলার‍্যাম্পারকট ছাড়া আর কাউকে কামড়াতে যায় না সে।' বলে আর দাঁড়াল না। সরে এল। নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে।

ভয়ানক রাগে জ্বলে উঠল ফগের মুখ। ঠাস করে চড় মারার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে রোধ করল। শেরিফের প্রশ্রয় পয়েই ছেলেমেয়েগুলো এতটা বেয়াড়া হয়েছে। ওর হাতে ছেড়ে দিলে কবে সিধে করে ফেলত। নিজের অসহায়ত্বে অজান্তেই ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার। চাকরির ওপর ঘেন্না ধরে গেল।

এরপর এল রবিন। ফগের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচু হয়ে কি যেন তোলার ভঙ্গি করল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা বোতাম দেখিয়ে বলল, 'এ বোতামটা কি আপনার, স্যার?'

মাথা নাড়ল ফগ। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। তিন-তিনটা 'বিচ্ছু' এল, কেউ তাকে চিনতে পারেনি ভেবে রাগটা কমে গেছে। 'না, খোকা, আমার না। মেলা দেখতে এসেছ বুঝি? কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল।'

রবিন ফিরে এলে কিশোর গিয়ে দাঁড়াল ফগের কাছে। তীক্ষ্ণ চোখে নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগল। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনার পায়ে ওগুলো পুলিশের বুট মনে হচ্ছে। চুরি করেছেন নাকি?'

চমকে গেল ফগ। মনে মনে ঝাড়পেটা করতে লাগল নিজেকে। ছদ্মবেশ নেয়ার সময় জুতো বদলানোর কথা মনে ছিল না। কটমট করে তাকাল কিশোরের দিকে।

'জুতোগুলো চেনা চেনা লাগছে,' কিশোর বলল আবার। 'ফগের জুতোর মত...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' ধমকে উঠল ফগ। বলেই বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। শোধরানোর উপায় নেই আর। খেঁকিয়ে উঠল, 'ঝামেলা! শয়তান ছেলে! যাও, ভাগো এখান থেকে! ঘাড় মটকে দেব নইলে!'

আট

অনেক কষ্টে হাসি থামাল ওরা।

মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এলিজা কোথায়?'

'বাপের সঙ্গে রাউন্ডএবাউট চড়ছে। মিস্টার বেবি আসলেই পাগল। মেলায় হেন জিনিস নেই, যেটাতে চড়ছেন না তিনি।'

'চলো তো, দেখি।'

রাউন্ডএবাউটের সামনে এসে দেখে ফগ দাঁড়িয়ে আছে। আড়চোখে ওদের দিকে তাকাল ফগ। চোখ জ্বলছে। মুখে কিছু বলল না। আশেপাশের লোকের কাছে

ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

মেলায় যে জেলপালানো কয়েদীটাকেই খুঁজতে এসেছে ফগ, সন্দেহ রইল না কিশোরের। কিন্তু কাকে দেখছে এমন মনোযোগ দিয়ে?

বুঝতে পেরে হতবাক হয়ে গেল কিশোর। আগে লক্ষ করেনি ভেবে অবাক হলো ভীষণ।

মিস্টার গ্রেগের দিকে তাকিয়ে আছে ফগ।

ছবির কয়েদীটার সঙ্গে প্রচুর মিল মিস্টার গ্রেগের। তীক্ষ্ণ চোখ, মোটা ভুরু, গোঁফ, দাড়ি, হাতের ফুলে ওঠা রগ, মাঝারি উচ্চতা–সব মিলে যায়। গোঁফের জন্যে ঠোঁটে কাটা দাগ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। থাকলে শিওর হওয়া যেত।

নিশ্চয় তার মত এখন একই কথা ভাবছে ফগও। কি করবে? অ্যারেস্ট করবে মিস্টার গ্রেগকে? থানায় নিয়ে গিয়ে গোঁফের নিচে দাগ আছে নাকি দেখবে? ইস্, সে-চেষ্টা যদি করত! দেখার মত দৃশ্য হতো একটা।

ধীরে ধীরে গতি কমতে কমতে থেমে গেল রাউন্ডএবাউট। মেয়েকে নিয়ে নেমে এলেন মিস্টার গ্রেগ। ঘড়ি দেখলেন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাড়ি যাওয়া দরকার। চা নিয়ে বসে থাকবে পারকার।'

অবাক হয়ে ওদের দিকে ফগকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর। একটা কয়েদীর সঙ্গে কিশোরের অত খাতির দেখে নিশ্চয় ভীষণ অবাক হচ্ছে। ফগের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে মুচকি হাসল সে।

বিড়বিড় করে কি বলল ফগ। চোখের দৃষ্টিতে কিশোরকে ভস্ম করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে সরে গেল ওখান থেকে।

*

মেলা থেকে ফিরতে কিছুটা দেরিই হয়ে গেল ওদের। তবে টেবিল থেকে ওঠেননি মিস্টার পারকার। বন্ধুর জন্যে চা নিয়ে বসে আছেন।

চা খেতে বসে মেলা দেখা নিয়ে একনাগাড়ে বকবক করে যেতে লাগলেন মিস্টার গ্রেগ। খুব উপভোগ করেছেন তিনি, সেকথা বলতে থাকলেন উৎফুল্ল হয়ে। 'সবই দেখলাম, একটা জিনিস বাকি রয়ে গেল কেবল, মাছির সার্কাস। মাছিকে ট্রেনিং দিয়ে কি করে ওদের দিয়ে কাজ করায় দেখার খুব শখ ছিল।'

'দেখে এলেই পারতে,' মিস্টার পারকার বললেন।

'দেখাল না তো আজ। কি নাকি অসুবিধা আছে।'

নাক কুঁচকালেন কেরিআন্টি। 'আমি হলে ওই সার্কাসের দশ মাইলের মধ্যে যেতাম না। মিস্টার গ্রেগ, সত্যি কি সার্কাস দেখানোর মত অতটা মগজ মাছির আছে?'

'মাছি খুব বুদ্ধিমান প্রাণী,' মিস্টার গ্রেগ বললেন। 'তবে গুবরেপোকার ক্ষেত্রে তারতম্য আছে। কোন কোনটা খুবই বুদ্ধিমান, কোনটা একেবারে বোকা। অ্যাটলাস পর্বতমালায় দুই হাজার ফুট ওপরে এক ধরনের গুবরে বাস করে, যারা পাতার সঙ্গে পাতা জুড়ে সেলাই করতে পারে...'

গুবরের কথায় কান নেই কিশোরের। সে ভাবছে অন্য কথা মাছির সার্কাস! কয়েদীটা পোকামাকড় ভালবাসে। হয়তো ওই তাঁবুতেই লুকিয়ে রয়েছে। কিংবা

সার্কাসটার মালিকই সে। ভিন্ন নামে চালাচ্ছে।

মাছির সার্কাস এসেছে মেলায়, জানতই না সে। বিজ্ঞাপনও দেয়নি ওরা। ঠিক করল, সকালে উঠেই দেখতে যাবে। ওই সময় শো থাকবে না, জানা কথা। তাতে বরং সুবিধেই হবে। কথা বলতে পারবে। কিভাবে দেখায় ওরা মাছির সার্কাস, জেনে আসবে। এই ছুতোয় দেখেও আসা যাবে লোকটা ওখানে রয়েছে কিনা।

কিন্তু যাবে কি করে? এলিজা তো সঙ্গে যেতে চাইবে। গেলেই ঝামেলা। পালানো ছাড়া গতি নেই। কেরিআন্টি বকবেন। তা বকুনগে। সেটা তো সে ফিরে আসার পর। ততক্ষণে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে তার।

অতএব পরদিন সকালে ছদ্মবেশ নিয়ে, এলিজাকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। সকালে দৌড়াতে বেরোয়নি। তক্কে তক্কে ছিল, কখন এলিজা রান্নাঘরে ঢোকে যেই ঢুকেছে, অমনি ড্রইংরুমের জানালা গলে সটকে পড়েছে। মেয়েটার চোখে পড়েনি। পড়লে চিৎকার করে পাড়া জানাত।

রাফিয়ানকে সঙ্গে আনেনি কিশোর। আনার মানে তার ছদ্মবেশ ফাঁস করে দেয়া। আপনমনে শিস দিতে দিতে রাস্তা দিয়ে চলল।

পথে দেখা ফগের সঙ্গে। এই একটা ব্যাপার রীতিমত অবাক করে কিশোরকে। কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। যখনই সে ছদ্মবেশে কিংবা জরুরী কাজে বেরোয়, প্রায় সময়ই দেখা হয়ে যায় ফগের সঙ্গে। যেন আড়ালে থেকে ইচ্ছে করে কেউ দেখা করিয়ে দেয় ওদের।

সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে কিশোরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল ফগ। 'ঝামেলা! এই ভিখিরিটা আবার এল কোত্থেকে?' নিশ্চয় পাশের গাঁ থেকে, ভাবল সে। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই ছেলে, অ্যাই, নাম কি তোমার?'

'টম, স্যার।' হাত বাড়াল কিশোর, 'দুদিন কিছু খাইনি, স্যার। একটা রুটি খাওয়ার পয়সা দেবেন?'

'ঝামেলা!' দ্বিধা করল ফগ। পকেট হাতড়ে একটা পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রা বের করে কিশোরের হাতে ফেলে দিল। কড়া গলায় বলল, 'পয়সা দিলাম, কিনে খাওগে। খবরদার, কারও বাড়িতে চুরি করতে ঢুকবে না। ধরা পড়লে চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলব।'

ফগের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর রাস্তা থেকে নেমে মাঠ পেরিয়ে কোনাকুনি এগোল। এই সকালবেলা ওকে সার্কাসে ঢুকতে দেখলে সন্দেহ করতে পারে ফগ। ওর চোখে পড়া চলবে না।

নয়

গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল কিশোর। মরে আছে যেন জায়গাটা। গত বিকেলের হই-চইয়ের কোন চিহ্নই এখন নেই। ভাঁড়ের তাঁবুটার কাছে এসে দাঁড়াল।

বালতি হাতে পানি আনতে যাচ্ছে একটা ছেলে। কিশোরকে দেখে দাঁড়াল। 'কাউকে খুঁজছ?'

'ডক। ভাঁড় সাজে যে।'

'ও তো নেই। দাঁত তুলতে গেছে। ব্যথায় পাগল হয়ে যাচ্ছিল।'

'কখন ফিরবে?'

'তা তো বলতে পারব না। দাঁত তুলতে যতক্ষণ লাগে। দেখা করতে চাইলে বসতে হবে তোমাকে।'

ছেলেটা চলে গেল। কিশোর বসে রইল। আধঘণ্টা পর এল ডক।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। ভাঁড়ের পোশাক নেই। সাধারণ প্যান্ট-শার্টে বড়ই সাদামাঠা লাগছে লোকটাকে। মাথায় ঘন চুল। চোখের দৃষ্টি এখন ঘোলা, যন্ত্রণার ছাপ। গালের একটা দিক ফুলে আছে, দাঁত ফেলে সে-জায়গাটায় ঠেসে তুলা ভরে দিয়েছেন ডাক্তার।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল লোকটা।

নাকের নিচে রঙ নেই এখন। ভালমত দেখা যায়। কোন রকম কাটা দাগ নেই ওখানে।

'এই ছেলে, কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডক। মুখে তুলা থাকায় কথা কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে।

'টম। একটা চাকরির আশায় এসেছিলাম।'

'লেখাপড়া জানো? হিসেব করতে পারবে?'

ঘাড় কাত করল কিশোর, 'পারব।'

'তাহলে এসো। একটা পার্ট টাইম চাকরি তোমাকে দেয়া যেতে পারে। দাঁত তুলে এসেছি আমি। এখন ওসব হিসেব-নিকেশ করতে পারব না।'

ডকের চাকরিতে আর আগ্রহ নেই কিশোরের। যা দেখার দেখে নিয়েছে। বলল, 'পার্ট টাইম চাকরিতে হবে না আমার। দেখি, সারাক্ষণের জন্যে কেউ নেয় কিনা। মাছির সার্কাস দেখায় কারা, বলতে পারেন?'

'ওই যে ওদিকে গেলেই তাঁবুটা পাবে। কিন্তু ওরাও তোমাকে ফুল টাইম চাকরি দিতে পারবে না।'

'না দিলে আপনার কাছেই আসব।'

'এসো,' বলে তাঁবুতে ঢুকে গেল লোকটা।

মাছির সার্কাসের তাঁবুটা খুঁজে পেল কিশোর। বড়ই জীর্ণ দশা। রঙ উঠে গেছে কাপড়ের। কয়েক জায়গায় তালি। তাঁবুর কানায় রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে :

বুবুকার বিখ্যাত মাছির সার্কাস

তাঁবুটার চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়, যতই 'বিখ্যাত' বলে বিজ্ঞাপন করুক, মাছির সার্কাস দেখার আগ্রহ নেই লোকের। ব্যবসা ভাল না।

আগের দিন চোখে পড়েনি কেন, বুঝতে পারল কিশোর। একে তো মাছি দেখার আগ্রহ নেই বলে লোকের ভিড় ছিল না, তার ওপর তাঁবুটা রয়েছে একেবারে শেষধারে, কয়েকটা স্টল আর আরও কয়েকটা তাঁবুর আড়ালে। এদিকে আসেইনি ওরা। ফগের ওপর নজর ছিল বলে সে যেদিকে যেদিকে গেছে, ওরাও সেদিকেই থেকেছে।

তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে ভেতরে উঁকি দিল সে। এক বুড়ি বসে আছে। সেই

বুড়িটা, গতকাল যাকে শূটিং রেঞ্জের সামনে টিকেট বেচতে দেখেছিল। একটা টেবিলে রাখা বড় কাঁচের বাক্সের দিকে তাকিয়ে আছে গভীর মনোযোগে।

'কেমন আছেন, মা?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর।

চমকে গেল বুড়ি। ফিরে তাকাল। মুখের ভাঁজগুলো গভীর হলো। ময়লা শালের প্রান্তটা কাঁধের ওপর খসে পড়েছিল, মাথায় টেনে দিল আবার।

'মাছির সার্কাস খুলবে কখন, বলতে পারেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'সময় হলেই খুলবে,' ফ্যাঁসফেঁসে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিল বুড়ি। খুকুর খুকুর করে কাশল। 'আমার মেয়ে তো নেই এখন, সে এসে খুলবে।'

'ও, আপনার মেয়েই মাছির সার্কাস দেখায়। তার নামই বুবুকা?'

'না, বুবুকা ছিল আমার স্বামী। মারা গেছে। আমার মেয়ের নাম ওগলা। ওর বাবা ওকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে কি করে মাছিকে দিয়ে কাজ করাতে হয়। বুদ্ধিমান প্রাণী এই মাছিগুলো। গায়েও ভীষণ জোর। দেখলে অবাক না হয়ে পারবে না। ভারসুদ্ধ যেভাবে গাড়ি টেনে নিয়ে যায়।'

'গাড়ি? মাছির গাড়ি বুঝি?'

'সে তো বটেই। মাছি কি আর ঘোড়ার গাড়ি টানতে পারবে?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল বুড়ি।

কিশোরের হাসি পেল না। 'আপনি তাহলে মিসেস বুবুকা?'

'স্বামীর নাম বুবুকা হলে তাই তো হওয়ার কথা,' আবার হাসল বুড়ি। 'আমি এখন আর কোন কাজ করতে পারি না। মাছির সার্কাস দেখাতে পারতাম আগে, এখন দেখাতে গেলে তালগোল পাকিয়ে যায়। কি আর করব? ছেলেমেয়ের ওপর বসে বসে খেতে লজ্জা লাগে। তাই অন্যভাবে ওদের সাহায্য করি।'

'কাল শূটিং গ্যালারির সামনে আপনাকে টিকেট বিক্রি করতে দেখেছি।'

'ওটা আমার ছেলের গ্যালারি। ওগলার ভাই। রাবুকা।' কাঁচের বাক্সটার দিকে তাকাল বুড়ি। হাত নাড়ল কিশোরের দিকে চেয়ে। 'দেখে যাও, গাড়িটাকে টানতে শুরু করেছে ওরা! কেমন গড়িয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট চাকাগুলো! খুব মজার, তাই না?...দাঁড়াও, আরেকটা খেলা দেখাচ্ছি তোমাকে।' বাক্সের ডালা তুলতে হাত বাড়াল বুড়ি।

'মা! আবার তুমি মাছির বাক্সের দিকে নজর দিয়েছ!' পুরুষালী কণ্ঠের কর্কশ চিৎকারে কুঁকড়ে গেল বুড়ি।

কিশোর আর মিসেস বুবুকা, দুজনেই ফিরে তাকাল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা চওড়া এক তরুণী। কালো চুল, চোখের দৃষ্টি ছুরির মত ধারাল, চেহারা আর পোশাকেই বোঝা যায়, জিপসি। ধমকে উঠল বুড়ির দিকে চেয়ে, 'তোমাকে না কতবার বলেছি, ওটাতে হাত দেবে না!'

গলা শুনে মনে হয় পুরুষমানুষ কথা বলছে। কোন মেয়ের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। বুড়ির মেয়ে ওগলা, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, এই চেহারা কোথায় দেখেছে? চেনা চেনা লাগছে কেন?

'এই ফকিরের বাচ্চাটা কে? ঢুকতে দিলে কেন? কি না কি চুরি করে নিয়ে

যায়!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এই, কে রে তুই? মতলবটা কি?'

মিনমিন করে জবাব দিল কিশোর, 'টম। খেতে পাই না, তাই একটা চাকরির আশায়...'

'ভাল মানুষের কাছেই এসেছ চাকরির জন্যে!' গজগজ করে বলতে লাগল বুড়ি। 'আমাকেই দিনের মধ্যে বিশবার খেদায়। থাকব না, আমি থাকব না এখানে। অন্য কোথাও চাকরি খুঁজে নেব। কথায় কথায় এমন দুর্ব্যবহার...লাথি মারি অমন ছেলেমেয়ের মুখে!'

'যাও না, দেখি কে তোমাকে চাকরি দেয়?' মুখ ঝামটা দিল ওগলা। 'এই ছেলে, বেরো!' পারলে চড় মারে কিশোরকে। 'হাঁটতে হাঁটতে আবার রাবুকার তাঁবুর কাছে চলে যাসনে। মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে আছে ওর। সামনে পড়লে লাথি মারবে।'

বাপরে বাপ, কি ভয়ানক পরিবার! বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল কিশোর, ডাক দিল ওগলা, 'এই ছেলে, শোন্! ঘর ঝাড়ু দিতে পারবি?'

ফিরে তাকাল কিশোর। ওগলার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল কেন চেনা চেনা লাগছিল। ওর ভাই রাবুকার সঙ্গে অনেক মিল। শূটিং রেঞ্জে ছেলেটার পাশে যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই তাহলে রাবুকা।

বুবুকার পরিবারটাকে অদ্ভুত লাগল কিশোরের। কি জানি কেন মনে হলো এদের কাছে কয়েদীটার খোঁজ পাওয়া যাবে। ঘর ঝাড়ু দিতে রাজি হয়ে গেল। বলল, 'পারব।'

'পয়সা কিন্তু বেশি পাবি না,' সাবধান করে দিল ওগলা। 'একবার ঝাড়ু দিলে পঁচিশ সেন্ট দেব।'

'দুদিন কিছু খাই না,' মুখটাকে করুণ করে তুলল কিশোর, 'যা পাব তা-ই সই।'

এত কমে রাজি হচ্ছে দেখে অবাক হলো ওগলা। 'চুরি করবি না তো?'

'না, ম্যা'ম। বাপ-দাদা চোদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ চোর ছিল না আমার।'

'গোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো তুইই প্রথম পেশাটা চালু করলি, বলা যায় কিছু? ঠিক আছে, শুরু কর্। ওই যে ওখানে ঝাড়ু।'

ঝাড়ু দিতে দিতে তথ্য আদায়ের চেষ্টা চালাল কিশোর, 'ম্যা'ম, মিস্টার রাবুকার সঙ্গে আপনার চেহারার অনেক মিল।'

'হবেই। যমজ ভাই যে।'

'মায়ের সঙ্গে তেমন মিল নেই, চোখ ছাড়া।'

মুখ বাঁকাল ওগলা। মাকে দুচোখে দেখতে পারে না, বোঝা গেল।

তাঁবুতে কোন বিছানা চোখে পড়ল না কিশোরের। 'এখানেই ঘুমান নাকি আপনারা?' মাটিতে বিছানো মাদুর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'ভিখিরির বাচ্চার কথা শোনো! এই গাধা, সারারাত মাটিতে পড়ে থাকা যায় নাকি? ক্যারাভান আছে আমাদের।'

'কই, মেলার আশেপাশে তো কোন ক্যারাভান দেখলাম না।'

'নতুন নাকিরে তুই এখানে? মেলার মাঠে ক্যারাভান রাখার জায়গা আছে? নাকি

রাখলে লোকে পছন্দ করবে? গাঁয়ের দক্ষিণে একটা খোলা মাঠে আমাদের ক্যারাভান।' আপনমনেই বকর বকর শুরু করল ওগলা, 'ওখানেও কি আর শান্তি আছে! ব্যাঙের পোনার মত লোক বাড়ছে। ক্যারাভানে ক্যারাভানে গিজগিজ। দম নেয়ার জো নেই।' আচমকা কি মনে হতে ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোরের দিকে। 'এত প্রশ্ন করছিস কেন? নিশ্চয় চোরের দলের ছেলে! স্পাই! কোথায় কার কাছে মাল আছে, জানার জন্যে পাঠিয়েছে। এই ছোঁড়া, আর কে কে আছে তোর দলে?'

'সত্যি বলছি, ম্যা'ম, আমি চোর নই। মেলা আমার ভাল লাগে। মেলার লোকজন, পশুপাখিও খুব ভাল লাগে, সেজন্যেই খোঁজ-খবর নিচ্ছি। সার্কাসে যদি একটা চাকরি পেতাম, বাঘ-সিংহের খাঁচায় কাজ করতে বললেও আপত্তি করতাম না।'

'বাঘ-সিংহ, না? মুখে ওসব বলাই যায়। কাজ করতে গিয়ে দেখো না কেমন লাগে! দুটো পয়সার জন্যে সারাজীবনের জন্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে শরীরটা। দাগে ভর্তি করে দেবে।'

'ক্ষত? দাগ? দাগের কথাই যখন তুললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি–ঠোঁটের ওপর দাগওয়ালা কাউকে দেখেছেন?'

'কি বললি?' মুহূর্তে বদলে গেল ওগলার চোখের দৃষ্টি। 'এই, কি বললি? দাগ দিয়ে কি করবি তুই?'

রীতিমত অবাক হলো কিশোর। 'না, কিছু না।'

'তাহলে বললি কেন?'

'আপনি বাঘ-সিংহের কথা বললেন...'

'যা, বেরো! আর ঝাড়ু দেয়া লাগবে না। এই নে, পঁচিশ সেন্ট,' মাটিতে পয়সা ছুঁড়ে দিল ওগলা।

'অত রেগে যাচ্ছেন কেন, ম্যা'ম? দাগের কথা বলে ভুল করেছি। মাপ করে দেবেন...'

'বেরো! নইলে এক্ষুণি রাবুকাকে ডেকে আনব। ফকির আর চোর দেখলে পেটানোর জন্যে অস্থির হয়ে যায়। একবার তোর মত একটা শয়তান ছেলের হাত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছিল। ডাকব?'

'না, না,' ঘাবড়ে যাওয়ার ভান করল কিশোর। 'যাচ্ছি, যাচ্ছি।' মাটি থেকে পয়সা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল সে।

দশ

বিকেল বেলা দল বেঁধে গুবরেপোকার কনফারেন্সে গেল ওরা। কিশোর চলল এলিজা আর তার বাবার সঙ্গে। রাফিকে নেয়া হলো না। কারণ, জানা কথা, এ রকম একটা অনুষ্ঠানে কোনমতেই ঢুকতে দেয়া হবে না তাকে। মিস্টার বেকারের বাড়ি থেকে সোজা টাউন হলে চলে গেল মুসারা চারজন–সে, জিনা, রবিন আর ডল। কিশোরদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল গেটে। বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যাবে শুনে ওদের

ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন মিস্টার বেকার।

টাউন হলের গেটে আরও একজনের দেখা পাওয়া গেল। ফগর‍্যাম্পারকট। পাহারা দেয়ার ছুতোয় দারোয়ানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল সে। আসল উদ্দেশ্য, কারা কারা আসে চোখ রাখা। ছেলেমেয়েদের দেখে গোলআলুর মত চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। ঢুকতে বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মিস্টার গ্রেগের জন্যে পারল না। দারোয়ানকে জানালেন, তিনি নিয়ে এসেছেন ওদের। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না ফগের।

সম্মেলনটা মোটেও আহামরি লাগল না ছেলেমেয়েদের কারও কাছে, একমাত্র এলিজা ছাড়া। কোনরকম মজা, কোনরকম বৈচিত্র নেই। কয়েদীটার খোঁজে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। লোকটার চেহারার সঙ্গে দু'তিনজনের মিল থাকলেও ওদের কারও ঠোঁটেই কাটা দাগ দেখতে পেল না।

দুই ধরনের গুবরেপোকা প্রেমিক এসেছে সম্মেলনে–দাড়িগোঁফ আর ঝাঁকড়াচুলো, নয়তো দাড়িগোঁফ আর টাকমাথা; মেয়েরা বাদে। বেশির ভাগই চশমা পরা।

শুরু হলো সম্মেলন। বিরক্তিকর আলোচনা। ভাল লাগল না। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে ধমক খেয়ে থেমে গেল ছেলেমেয়েরা। ঢুকে পড়েছে, মীটিং শেষ না হলে বেরোনোও যায় না। কি আর করবে? বসে বসে ঢুলতে শুরু করল মুসা। প্রচণ্ড বিরক্তিতে মুঠো শক্ত করে ফেলল জিনা। রবিনের কোন ভাবান্তর নেই। ডল অতটা বিরক্ত হচ্ছে না, কারণ বাড়ি থেকে বেরোনোর অন্তত সুযোগ পেয়েছে। তাকে একা বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যেতে দেয়া হয় না। হাই তুলতে শুরু করল কিশোর। দরজার দিকে তাকাতেই দেখল ঢুলে বসে ফগও হাই তুলছে। চোখাচোখি হতেই পিঠ সোজা হয়ে গেল ফগের। মনে মনে গাল দিতে লাগল 'বিচ্ছু' ছেলেটাকে। সে ভেবেছে দেখাদেখি হাই তুলে তাকে রাগাচ্ছে কিশোর।

সত্যি সত্যি যখন ঘুম এসে যাওয়ার জোগাড় হলো, তখন শেষ হলো সম্মেলন। সবার আগে আগে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। গেটের বাইরে মাঠের কোণে বসে সকালে মেলায় গিয়ে কি কি জেনে এসেছে কিশোর, সেই আলোচনা শুরু করল।

সব শোনার পর মাথা দোলাল রবিন, 'হুঁ, সন্দেহজনক। কাটা দাগের কথা শুনে খেপে গেল কেন ওগলা?'

'এর একটাই মানে, কাটা দাগওয়ালা লোকটা কোথায় আছে, জানে সে,' জিনা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আমারও তাই ধারণা।'

'ক্যারাভানে লুকিয়ে রাখেনি তো?' মুসা বলল। 'গিয়ে দেখো না একবার।'

'সেকথাই ভাবছি। আজই যাব। রাতে। অন্ধকার হলে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা, 'আমাদের আর যাওয়া হবে না। এমন প্যাঁচেই পড়েছি···যাকগে, যাও, তুমি একাই যাও। কি হলো না হলো জানিয়ো।'

'কোথায় যাবে একা একা?'

চমকে ফিরে তাকাল সবাই। এলিজা দাঁড়িয়ে আছে। পা টিপে টিপে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে।

রেগে উঠল মুসা, 'সেটা তোমার জানার দরকার নেই। আড়ি পাততে লজ্জা করে না?'

'লজ্জা কি ওর আছে নাকি!' আরেক দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল জিনা।

রাগে, দুঃখে কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো এলিজার। জিনাকে বলল, 'দাঁড়াও, তোমার আম্মাকে গিয়ে বলব, তুমি আমাকে অপমান করেছ।'

'বলোগে!' ঝাঁজিয়ে উঠল জিনা। 'ইচ্ছে হলে বাবাকেও বোলো। আমি থোড়াই কেয়ার করি!'

জিনাকে রাগালে এলিজার কপালে দুঃখ আছে। অঘটন ঠেকানোর জন্যে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'জিনা, তোমরা এখন যাও। আমি এলিজাদের সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি।'

এলিজার হাত ধরে টানতে টানতে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মিস্টার গ্রেগের কাছে নিয়ে এল কিশোর। গুবরেপোকার পিঠের মতই চকচকে টাকমাথা এক গুবরে-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছেন মিস্টার গ্রেগ। সম্মেলনে এতক্ষণ কথা বলে আর শুনেও যেন প্রাণ ভরেনি দুজনের।

এলিজা বলল, 'বাবা, বাড়ি যাবে না? ডিনার নিয়ে তোমার জন্যে বসে থাকবেন পারকার আঙ্কেল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো।' গুবরে-বিশেষজ্ঞের দিকে তাকিয়ে বললেন মিস্টার গ্রেগ, 'রস, পরে কথা হবে। কাল আসছ তো?'

'আসব না মানে? যতদিন থাকব, রোজ আসব। এ রকম আলোচনা মিস করা যায়!'

এগারো

ডিনারের পর পারকার আঙ্কেল আর মিস্টার গ্রেগ গিয়ে ঢুকলেন স্টাডিতে। কখন বেরোবেন, কোন ঠিক নেই। কেরিআন্টি চলে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। এলিজা গেল তার ঘরে। কিশোরের সঙ্গে আড্ডা দিতে চেয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে তাকে ভাগিয়েছে কিশোর। আইলিন রান্নাঘরে খুটুর-খাটুর করছে। বেশিক্ষণ করবে না আর, বোঝা যায়।

নিজের ঘরে দরজার ছিটকানি লাগিয়ে ছদ্মবেশ নিতে বসল কিশোর। অন্য কারও জন্যে বিশেষ ভয় নেই, তার ভয় এলিজাকে। রাতে বেরোনোর কথা শুনেছে। যদি এসে দরজার কাছে ঘাপটি মেরে থাকে?

মুচকি হাসল কিশোর। থাকো, যত পারো। ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে দিল সে। দরজার কাছে এসে কান পাতল। কোন শব্দ নেই। এলিজা থাকলেও একেবারে নিঃশব্দ হয়ে আছে।

আস্তে করে জানালার পাল্লা খুলল কিশোর। চৌকাঠ ডিঙিয়ে শেডের ওপর

দাঁড়িয়ে পাশে হাত বাড়াল। বৃষ্টির পানি নামার পাইপটা হাতে ঠেকতেই চেপে ধরল শক্ত করে। কোন রকম শব্দ না করে নেমে এল ওটা বেয়ে। রাফিয়ানের ঘরটা রয়েছে উল্টোদিকে। সে দেখতে পেল না ওকে। ডাকাডাকি করল না। নিরাপদেই বাগান পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল কিশোর। তারপর সোজা হনহন করে হাঁটা দিল। ফগ যদি টহলেও বেরিয়ে থাকে, তাকে দেখলে এখন চিনবে না। ভাববে, কোন বুড়ো মানুষ হাঁটতে বেরিয়েছে।

ক্যারাভানের মাঠে পৌঁছতে সময় লাগল না। ঠিকই বলেছে ওগলা, গিজগিজ করছে। গুণল। মোট বিশটা। কোনটা পুরানো, কোনটা নতুন। বেশিরভাগের ভেতরেই আলো জ্বলছে। রাবুকাদের কোনটা, কি করে জানবে?

উঁকি দিয়ে দেখা ছাড়া গতি নেই। দেখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। সুতরাং বিপদের পরোয়া করল না। সামনে যে ক্যারাভানটা দেখল, সেটার চাকার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকাল। দুজন মানুষ ভেতরে। একজন মহিলা, সেলাই করছে; আরেকজন পুরুষ, বই পড়ছে। স্বামী-স্ত্রী।

নেমে এসে পাশের আরেকটা নতুন ক্যারাভানের চাকায় চড়ল। একই ভাবে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। নাহ্, এটাতেও সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ল না। পর পর চারটা ক্যারাভান দেখল। পাঁচ নম্বরটার চাকার ওপর থেকে নেমে আসতেই কুকুরের ডাক শোনা গেল। কাছেই ঘেউ ঘেউ করছে ওটা। ওকে দেখে ফেলল নাকি? কুকুরটার কাছকাছি কোন ক্যারাভানে ওঠার সাহস করল না আর। অনেকটা দূর দিয়ে ওটার পাশ কাটিয়ে মাঠের আরেকধারে চলল। ওদিকেও অনেকগুলো ক্যারাভান।

অনেক পুরানো, ভাঙাচোরা একটা ক্যারাভানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। মাছির সার্কাসের তাঁবুটার কথা মনে পড়ল। ওটার করুণ দশার সঙ্গে এই ক্যারাভানটারও যেন মিল রয়েছে। ভেতরে আলোও জ্বলছে না।

পকেট থেকে টর্চ বের করল কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল ক্যারাভানের চাকায়। জানালা দিয়ে দেখা সম্ভব হলো না। চাকা থেকে নেমে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কান পেতে শুনল। কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা। ভেতরে আলো ফেলল। খালি।

দূর! এ ভাবে হবে না! বিরক্ত হয়ে পড়ল সে। ওগলাদের ক্যারাভান কোন্‌টা, কারও কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে কিনা ভাবল।

খালি ক্যারাভানটার পাশের ক্যারাভানের কাছাকাছি এসেছে, অন্ধকার থেকে পুরুষকণ্ঠের হাঁক শোনা গেল, 'কে রে ওখানে?'

'বুড়ো মানুষ, বাবা,' গলা কাঁপিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'রাত কাটানোর জায়গা খুঁজছি। কাছাকাছি কোথাও খড়ের গাদা আছে, বাবা?'

'আছে তো,' বলল লোকটা। 'কিন্তু যার গাদা, সেই চাষীটা মানুষ না। তোমাকে দেখলেই কুত্তা লেলিয়ে দেবে। দেখি অন্ধকার থেকে সরে এসো তো, চেহারাটা দেখি?'

'ক্যারাভানের দরজা খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে উঁকি দিল এক প্রৌঢ়। এ অন্য আরেকজন। যে লোকটা কথা বলছিল, অন্ধকার থেকে সরে এসে সে দাঁড়াল

ক্যারাভানের পা-দানীর কাছে। কিশোরও বেরিয়ে এল আলোয়।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো লোকটার। বলল, 'মনে হচ্ছে বহুকাল কিছু পেটে পড়েনি তোমার। এসো, এক কাপ চা খেয়ে যাও।'

চোখে ভাল দেখে না এমন ভঙ্গিতে পা-দানী বেয়ে ওপরে উঠল কিশোর। পা রাখল ভেতরে। নিচে দাঁড়ানো লোকটাও উঠে এল। লণ্ঠন হাতে লোকটার চেয়ে দু'চার বছর কম হবে তার বয়েস।

ক্যারাভানের ভেতরে জিনিসপত্র নেই বললেই চলে। তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রথম লোকটা দ্বিতীয় লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার ভাই। চোখে দেখে না। বসে বসে ঝুড়ি বানায়, হ্যাঙ্গার বানায়। আমি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করি। পয়সাকড়ি নেই আমাদের। তবে তোমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারব।'

'আহ্, বড্ড দয়া তোমাদের,' বলে মেঝেতেই বসে পড়ল কিশোর। অসুস্থ বুড়ো মানুষের মত ধুঁকতে লাগল।

মগে করে চা বানিয়ে আনল প্রথম লোকটা। তিনটে পুরানো কাপে ঢেলে দিল। চা খেতে খেতে বলল কিশোর, 'আসলে বুবুকাকে খুঁজতে এসেছিলাম আমি। শুনলাম, এখানেই আছে ওদের ক্যারাভান। অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। তাই ভাবলাম, রাতটা কোন খড়ের গাদায় কাটিয়ে সকাল বেলা খুঁজে বের করব।'

'বুবুকাকে পাবে কোথায়?' অন্ধ বলল। 'ও তো নাকি কোনকালে মরে গেছে শুনলাম। ক্যারাভানটা ঢুকিয়েছে ওই ওদিকে, মাঠের দক্ষিণ কোনাটায়, তাই না রে, জিফি?'

মাথা ঝাঁকাল প্রথম লোকটা। 'বুবুকার ছেলেমেয়ে দুটো ভীষণ পাজি। বুড়ি মা'টাকে জায়গা দিতে চায় না। খালি ঝগড়া করে। বুড়িও কম যায় না। শাপশাপান্ত করে আর গাল দিতে থাকে। কত মেলা হলো, কত লোক এল এই মাঠে ক্যারাভান নিয়ে থাকতে, ওদের মত জঘন্য পরিবার আর দেখিনি। গেলে বাঁচি।'

অন্ধ জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'বুবুকা তোমার কিছু হতো নাকি? আত্মীয়?'

'না, বন্ধু ছিল। ছেলেমেয়েরা এখন হয়তো দেখলেও আমাকে চিনবে না।...চা'টার জন্যে ধন্যবাদ। খুব ভাল চা। বহুকাল এমন খাইনি।'

খুশি হলো দুই ভাই। অন্ধ বলল, 'জিফি, রুটিটা কাট্ না। ওকেও একটু দে। রাতে আর বেশি লাগবে না আমাদের, হয়ে যাবে। কি বলিস?'

'দিচ্ছি।'

'না না, লাগবে না। চা খেয়েছি, তাতেই হবে। আজকাল রাতে কিছুই খাই না। খেলেই পেট খারাপ করে।'

'বুড়ো হওয়ার এই এক সমস্যা,' আফসোস করে অন্ধ বলল। 'এক কাজ করো তাহলে। এখানে আমাদের সঙ্গেই থেকে যাও। এই রাতের বেলা কোথায় আবার খড়ের গাদা খুঁজতে যাবে।'

'না, না, তোমাদের আর কষ্ট দিতে চাই না। যেখানেই হোক, কাটিয়ে দেব রাতটা।'

বাইরে মৃদু শব্দ হলো। কান খাড়া করল বুড়ো। 'নিশ্চয় বুড়ো বিড়ালটা। জিফি, দরজা খুলে দে। আসুক।'

দরজা ফাঁক করতেই ভেতরে ঢুকে পড়ল হাড় জিরজিরে, লোম ওঠা একটা বুড়ো বিড়াল। একটা কান কামড়ে কেটে দিয়েছে অন্য বিড়ালে।

'আপনার?' বুড়োকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'এ তো মরে মরে। খাবার পায় না নাকি?'

'না, আমাদের না,' একটা পিরিচে সামান্য একটু দুধ ঢেলে দিল জিফি। 'রাবুকাদের বিড়াল। নামেই ওদের, জীবনেও একটা দানা খেতে দিয়েছে কিনা সন্দেহ।'

চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে বিড়ালটা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে একটা বুদ্ধি মাথাচাড়া দিল কিশোরের মনে। বলল, 'রাবুকাদের ক্যারাভানে বরং নিয়ে যাই আমি এটাকে।'

দুধ খাওয়া শেষ হলে বিড়ালটাকে তুলে নিল সে। বিড়াল দিয়ে আসার ছুতোয় ক্যারাভানের ভেতরটা দেখে নিতে পারবে।

দুই বুড়ো তাকে গুড-নাইট জানিয়ে বিদায় দিল। জিফি কিছুদূর এগিয়ে দেয়ার কথা বলল, রাজি হলো না কিশোর। বাইরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে কোন ক্যারাভানটা রাবুকাদের, দেখিয়ে দিল জিফি। তারপর দরজা লাগিয়ে দিল।

কিশোর ভেবেছিল, ভাঙাচোরা হবে, কিন্তু বেশ বড় আর নতুন রাবুকাদের ক্যারাভানটা। মিউ মিউ করতে থাকা বিড়ালটাকে নিয়ে ওটার কাছে এসে দাঁড়াল সে।

বিড়ালের ডাক শুনে দরজা খুলে গেল। কে যেন ডাকল, 'পুষি, পুষি, কোথায় তুই? আয়।'

গলাটা চেনা লাগল কিশোরের। ও কাছাকাছি হতে ক্যারাভানের পা-দানী বেয়ে নেমে এল একটা মূর্তি।

'আপনার বিড়ালটা নিয়ে এলাম,' কিশোর বলল। 'ওদিকে বসে বসে কাঁদছিল।'

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকায় কালো অস্পষ্ট মূর্তিটার চেহারা দেখতে পেল না কিশোর। আর দেখলেও তারার আবছা আলোয় চিনত কিনা সন্দেহ। টর্চ জ্বালল সে।

মিসেস বুবুকা। হাত বাড়াল বুড়ি, 'পুষি, পুষি, আয়। হতচ্ছাড়ি মেয়েটা দুচোখে বিড়াল দেখতে পারে না। রাতের বেলা রাস্তায় পড়ে মরার জন্যে ওগলা তোকে বের করে দিয়েছিল, তাই না? আহারে!'

বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল বুড়ি।

ক্যারাভানে ঢোকার সুযোগ খুঁজছে কিশোর। গলা বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। দেখতে চাইছে, ওগলা আর তার ভাই ছাড়া আর কেউ রয়েছে কিনা ভেতরে।

বিড়ালটাকে এনে দেয়ার জন্যে কোন রকম সৌজন্য দেখাল না বুড়ি। ভেতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাল না কিশোরকে। বিড়ালটাকে কোলে নিয়ে ঘুরে রওনা হলো ক্যারাভানের দিকে। পা-দানীতে উঠল। বুড়ির কাপড় যেমন পুরানো আর ময়লা, স্যান্ডেল জোড়াও তাই। কোথা থেকে ইয়া বড় বড় দুটো স্যান্ডেল কুড়িয়ে এনেছে কে জানে। ক্যারাভানে উঠে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। রাগ লাগল কিশোরের। ছেলেমেয়েরা যে দেখতে পারে না, এ জন্যেই। এ রকম চাষাড়ে স্বভাবের বুড়ীকে কে পছন্দ করবে।

অন্ধকারে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কিশোর। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। সামান্যতম ফাঁক পাওয়া গেলেই হতো। দেখে ফেলতে পারত ভেতরটা।

• কিন্তু কোথাও কোন ফাঁক দেখতে পেল না। জানালাতে পর্দা টানা। নিরাশ হয়ে চাকা থেকে নামতে যাবে এই সময় নিচু গলায় তর্কাতর্কি শুরু করল দুজন লোক।

স্থির হয়ে গেল কিশোর। লোক! পুরুষ মানুষ! গলার স্বর বোঝা গেলেও, কথা বোঝা যাচ্ছে না। ওগলা আর তার মা মেয়েমানুষ। রাবুকা তর্ক করছে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে—তারমানে চতুর্থ কেউ রয়েছে ক্যারাভানে।

পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে তারার আলোয় মাঠ ধরে একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখল কিশোর। নামার সময় নেই আর এখন। চোখে পড়ে যেতে পারে লোকটার। যেখানে ছিল, সেখানেই চাকার ওপর দাঁড়িয়ে ক্যারভানের গায়ে গা লাগিয়ে মিশে থাকার চেষ্টা করল কিশোর।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল লোকটা।

দরজা খুলে দিল ওগলা, 'কে?'

'আমি, পোকার। রাবুকাকে জিজ্ঞেস করো, ডার্ট খেলতে যাবে নাকি।'

'রাবুকা, পোকার ডাকছে,' ওগলা বলল। 'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। ক্যারাভানের মধ্যে গাদাগাদি করে থেকে দম আটকে আসছে আমার।'

ক্যারাভান থেকে নামল দুই ভাই-বোন। কিশোরকে কেউ দেখল না। পোকার যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করল তিনজনে। ক্যারাভানে রয়েছে এখন দুজন—বুড়ি আর চতুর্থ লোকটা, ভাবছে কিশোর। দেখতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু কি করে দেখবে?

চাকা থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল সে। ওগলারা নেমে যাওয়ার সময় যদি ফাঁক করে রেখে গিয়ে থাকে, এই আশায়।

পা-দানী বেয়ে নামার শব্দ হলো। চট করে সরে গিয়ে ক্যারাভানের গায়ে মিশে গেল আবার কিশোর। কে নামল? বুড়ি? নাকি অন্য লোকটা?

দেখতে পারল না ভাল করে। ওর দিকে পেছন করে হাঁটতে লাগল ছায়ামূর্তিটা। হারিয়ে গেল মাঠের অন্ধকারে। বাকি রইল আর একজন। হয় বুড়ি, নয়তো সেই চতুর্থ লোকটা। বুড়িই থাকবে, এত রাতে বেরোনোর কথা নয় তার। সেই লোকটাই বেরিয়েছে।

পা-দানীতে এসে উঠল সে। দরজায় ঠেলা দিল। লাগানো। তালা নেই নিশ্চয়। যা থাকে কপালে, খুলেই দেখবে। ভেতর থেকে বুড়ি দেখে ফেলে চেঁচামেচি শুরু করলে লাফিয়ে নেমে ঝেড়ে দেবে দৌড়। তবু ভেতরটা না দেখে যাবে না।

হাতল চেপে ধরে ঘোরাতে শুরু করল সে। ঘুরছে যখন, তারমানে তালা দেয়া নেই। পুরোটা ঘুরে যেতেই আস্তে করে ঠেলা দিল। ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা।

ভেতরে উঁকি দিল। কাউকে দেখা গেল না। কোন শব্দও নেই। সাহস পেয়ে আরও ফাঁক করল। পুরোটাই খুলে ফেলল শেষে।

কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কেউ নেই ভেতরে। আশ্চর্য! ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি? গেল কোথায় চার নম্বর লোকটা? তার অলক্ষে কোন ফাঁকে নেমে চলে গেল!

ছাত থেকে একটা লণ্ঠন ঝুলছে। প্রচুর আলো ভেতরে। কেউ থাকলে দেখা যেতই।

এতটাই অবাক হয়ে গেছে কিশোর, এ ভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে যে অন্য ক্যারাভানের কেউ দেখে ফেলতে পারে, সন্দেহ করতে পারে, সেটাও ভুলে গেল। টনক নড়ল চিৎকার শুনে, 'এই, কে তুমি? ওখানে কি করছ?'

ঝট করে ফিরে তাকাল কিশোর। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে নিচে। কিশোর তাকাতেই কড়া গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। লাফ দিয়ে নেমেই দিল দৌড়।

চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করল লোকটা। তার চেঁচামেচিতে ঝট ঝট করে খুলে গেল আরও কয়েকটা ক্যারাভানের দরজা। হাঁকডাক করে লোক ছুটে আসতে লাগল তাকে ধরার জন্যে।

মাঠ পেরিয়ে ওপাশের বনে ঢুকে যেতে পারলেই বেঁচে যেত, আর তাকে ধরতে পারত না, কিন্তু বাদ সাধল মাটিতে পড়ে থাকা একটা মরা ডাল। তাতে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। কপাল ঠুকে গেল শক্ত কিসে যেন। চোখের সামনে হাজারটা তারা জ্বলে উঠল। জ্ঞান হারাল না। তবে উঠতে দেরি করে ফেলল। ততক্ষণে চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ফেলল লোকেরা।

টানতে টানতে তাকে নিয়ে আসা হলো ওগলাদের ক্যারাভানের কাছে।

খবর শুনে ওগলা আর রাবুকা এসে হাজির। বুড়িও এল বিড়াল কোলে নিয়ে। কোথায় গিয়েছিল সে কে জানে। হাওয়া খেতে বোধহয়। টানাহেঁচড়ায় কিশোরের ছদ্মবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। লণ্ঠনের আলোয় দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ওগলা, 'কে রে তুই? সকালের সেই ছেলেটা না? তাই তো! মা গো, দেখো কি কাণ্ড! সকালেও এসেছিল ছদ্মবেশে, এখনও। ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম। চোরের দলের স্পাই।'

কাছে এসে দাঁড়াল বুড়ি। ভাল করে দেখতে লাগল কিশোরকে। আচমকা কিশোরের কানে ধাঁ করে এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বুড়ি বলল, 'পিটিয়ে তক্তা করে ফেলব! জলদি বল, কে তুই?'

রাবুকাও কিলঘুসি মারতে শুরু করল।

ভয় পেয়ে বিড়ালটা লাফ দিয়ে নেমে গেল বুড়ির কোল থেকে। ছায়ার নিচে গিয়ে মিউ মিউ করতে লাগল।

যে লোকটা কিশোরকে উঁকি মারতে দেখেছিল, সে বাধা দিল। বলল, 'থাক, মারধরের দরকার নেই। সকালে পুলিশকে খবর দেব। যা করার ওরা করবে।'

আরও পেটানোর ইচ্ছে ছিল রাবুকার। অন্যদের জন্যে পারল না। শেষে বলল, 'ঠিক আছে, বেঁধে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখি ভাঙা ক্যারাভানটার মধ্যে। সকালে পুলিশ এলে আরেক চোট ধোলাই হবে।'

তা-ই করা হলো। ভাঙাচোরা খালি ক্যারাভানটার মধ্যে এনে ঢোকানো হলো তাকে। হাত-পা বেঁধে মেঝেতে ফেলে রেখে, দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল লোকগুলো।

টানাটানি করে দেখল কিশোর। সামান্যতম ঢিল করতে পারল না বাঁধন।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। বুঝল, এই দুর্গন্ধে ভরা ক্যারাভানের মধ্যেই রাত কাটাতে হবে তাকে। বেকায়দা ভঙ্গিতে মেঝেতে পড়ে থেকে।

বারো

ভোরবেলা হই-চই শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। এত অসুবিধার মধ্যেও যে ঘুমাতে পারে মানুষ, নিজের বেলায়ই সেটা প্রমাণ হয়ে যেতে দেখে অবাক হলো।

ক্যারাভানের কাছে অনেক লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তালা খোলার শব্দ হলো। খুলে গেল দরজা।

প্রথমেই ফগের ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। দরজা খুলেছে যে লোকটা, তাকে সরিয়ে তার জায়গায় এসে দাঁড়াল ফগ। কিশোরকে দেখেই বলে উঠল, 'ঝামেলা!' চিনতে পেরেও দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই বিচ্ছু ছেলেটাকে আশা করেনি। ফোনে ছদ্মবেশী চোর ধরা পড়ার খবর শুনে ভেবেছিল, সেই কয়েদীটাই ধরা পড়েছে। চোরটার বয়েস কত, সে-ও জিজ্ঞেস করেনি, যে ফোন করেছে সে-ও বলেনি।

কিশোরকে দেখে নিরাশই হলো ফগ। চুরি করতে যে আসেনি কিশোর, তারচেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। নিশ্চয় কয়েদীটাকে খুঁজতে এসেছিল। ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরেও লাভ হবে না। রিপোর্ট করতে হবে শেরিফের কাছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুক্তি পেয়ে যাবে কিশোর। উল্টো হয়তো ধমক খেতে হবে তাকেই। তারচেয়ে এখানে ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল।

কিশোরকে ছেড়ে দিতে বলল সে।

চোর ধরেও এ ভাবে ছেড়ে দেয়ায় পুলিশের ওপর নারাজ হলো ক্যারাভানের লোকেরা। ব্যঙ্গ আর গালমন্দ করতে লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই ফগের।

*

গেট দিয়ে কিশোরকে ঢুকতে দেখল প্রথমে এলিজা। তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে হাঁ হয়ে গেল। দৌড়ে এল। 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমার? রাতে কোথায় ছিলে?'

'সরো তো!' খিঁচড়ে আছে কিশোরের মেজাজ। কানটা ব্যথা করছে এখনও। নিজের অজান্তেই হাত চলে গেল কানের ওপর। ডলতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল হাতটা। ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখের তারা। এলিজাকে আরও অবাক করে দিয়ে দৌড় দিল ঘরের দিকে।

সোজা এসে ফোনের কাছে দাঁড়াল সে। প্রথমেই খবর দিতে হবে শেরিফকে। তারপর ফোন করবে মিস্টার বেকারের বাড়িতে। মুসাদের জানানোর জন্যে। পেয়ে গেছে কয়েদীর খোঁজ!

*

ঘণ্টা দুই পরে সেদিন সকালে দ্বিতীয়বারের মত পুলিশ ঢুকল ক্যারাভানের মাঠে। তবে এবার আর ফগ একা নয়, সঙ্গে শেরিফ রয়েছেন, আরও আছে চারজন কনস্টেবল। যে জেল থেকে কয়েদী পালিয়েছিল, শেরিফের ফোন পেয়ে সেখান

থেকে পাঠানো হয়েছে। কিশোরও একা আসেনি। সঙ্গে রয়েছে এখন মুসা, রবিন, জিনা, ডল, রাফিয়ান। আর অবশ্যই এলিজা। এবার আর তাকে বাড়িতে রেখে আসা যায়নি। অবশ্য রেখে আসার চেষ্টাও করেনি কিশোর।

দলবল নিয়ে সোজা এসে ওগলাদের ক্যারাভানটার সামনে দাঁড়াল ওরা। শেরিফের নির্দেশে দরজায় থাবা দিল ফগ। হাঁক দিল, 'আই, খোলো, জলদি খোলো! পুলিশ!'

খুলে দিল বুড়ি। চোখ মিটমিট করে তাকাতে লাগল। মিউ মিউ করে পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল বিড়ালটা। কোলে তুলে নিল ওটাকে। ফগের ওপর চোখ পড়তে কাশা শুরু করল। কাশি থামলে জিজ্ঞেস করল, 'রিপোর্ট লিখতে এসেছেন বুঝি?'

'ঝামেলা! রিপোর্ট না, কয়েদী ধরতে। বুঝবে মজা আজকে। ভেতরে কে কে আছে, বেরোতে বলো জলদি।'

'কে আর থাকবে? আমার ছেলে আর মেয়ে···এই ওগলা, ওঠ্। রাবুকে উঠতে বল। পুলিশ।'

চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল রাবুকা আর ওগলা। এত পুলিশ দেখে চমকে গেল। মাটিতে নেমে দাঁড়াল। বুড়িও নামল বিড়াল কোলে নিয়ে।

লাফ দিয়ে ক্যারাভানে উঠে ভেতরটা দেখে এল ফগ। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'কই, কোথায় তোমার আসামী?'

মুচকি হাসল কিশোর। 'যাক, একেবারে শিওর হয়ে নিলাম যে ভেতরে আর কেউ নেই।' ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বুড়ির সামনে। আচমকা হাত বাড়িয়ে বুড়ির চুল ধরে মারল এক হ্যাঁচকা টান।

আঁউ করে উঠল বুড়ি। কিশোরের হাতে চলে এসেছে তার পরচুলা। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল বেরিয়ে পড়েছে। একটা মুহূর্ত দ্বিধান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুড়ি। তারপর ঘুরে দিল দৌড়।

ঝট করে একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিল ফগ। তাতে বেধে গিয়ে ধুড়ুস করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বুড়ির ছদ্মবেশে থাকা লোকটা। কোলের বিড়ালটা উড়ে গিয়ে পড়ল আরও দূরে। ব্যথা পেয়ে চিৎকার শুরু করল মিউ মিউ করে।

লোকটাকে টেনে তুলে চোখের পলকে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো।

রাবুকা আর ওগলার হাতে হাতকড়া পরাতে যেতেই কাকুতি-মিনতি শুরু করল ওরা : আমরা কিছু করিনি, জোর করে এসে থাকতে চেয়েছে, থাকতে দিতে বাধ্য হয়েছি!

এ সব কথায় মন গলল না পুলিশের। আসামী লুকিয়ে রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হলো ওদেরও। জানা গেল, আসামী ওদের দূর সম্পর্কের ভাই। ডাকাতির অপরাধে জেলে গিয়েছিল। ডাকাতির টাকা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। পুলিশকে বলেনি। জেল থেকে পালিয়ে এসে প্রথমেই সেই টাকা বের করে কিছু দিয়ে মুখ বন্ধ করেছে রাবুকার। ওগলা তাকে দেখতে পারত না। টাকার জন্যে আসামীকে জায়গা দেয়ারও পক্ষপাতি ছিল না। কিন্তু কি করবে? রাবুকা দিয়ে ফেলেছে। একটা প্রায় নতুন ক্যারাভানেরও বায়না করে ফেলেছে। টাকার জন্যে এসে চাপ দিচ্ছে মালিক। পুরো টাকা না দিলে বায়নার টাকাও মার যাবে। ভাঙাচোরা

ক্যারাভান–যেটাতে কিশোরকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, সেটা ওদেরই ফেলে দেয়া ক্যারাভান।

চারজন কনস্টেবলকে দিয়ে তিন আসামীকে হাজতে পাঠিয়ে দিলেন শেরিফ। তারপর ফগ আর ছেলেমেয়েদের সহ রওনা হলেন জিনাদের বাড়িতে।

তেরো

এতবড় একটা দলকে নাস্তার জন্যে হাজির হতে দেখে অবাক হলেন না কেরিআন্টি। জানেন, আসবে। তাই প্রচুর মাংস, ডিম আর পাঁউরুটি বের করে রেখেছেন। ভাজতে আর টোস্ট করতে যা দেরি। শেরিফকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত সকালে তো নাস্তা করে নিশ্চয় বেরোতে পারেননি। সবাইকেই দেব তো?'

'দিন।'

'আমি বাদ,' মিনমিন করে লজ্জিত কণ্ঠে বলল ফগ। 'নাস্তা করতেই বসেছিলাম, এই সময় ফোন এল…দৌড়ালাম।'

হাসলেন কেরিআন্টি। 'তারমানে পুরো খাওয়া হয়নি আপনারও। বসে পড়ুন। কোন সমস্যা নেই। প্রচুর আছে।'

মিস্টার গ্রেগ আর মিস্টার পারকার নাস্তা সেরে স্টাডিতে চলে গেছেন। আপাতত তাঁদের ডাকার প্রয়োজন মনে করলেন না কেরিআন্টি। খাবার আনতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

'কিশোর, এবার বলো তো দেখি,' টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে বসেছেন শেরিফ। 'বুড়িকে তোমার সন্দেহ করার কারণটা কি?'

'সূত্র অনেকগুলোই পেয়েছিলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু মেলাতে পারিনি প্রথমে। রাবুকা আর ওগলার মা সেজে থাকার বুদ্ধিটা সাংঘাতিক। এই এলাকায় এই প্রথম মেলায় যোগ দিতে এসেছে ওরা। কেউ জানে না ওগলার মা, তার বাবার আগেই মরে গেছে। সেই জায়গাটা সহজেই দখল করল লোকটা। জানত, কেউ সন্দেহ করবে না। ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে পরিস্থিতিটাকে এতই স্বাভাবিক করে রেখেছিল, সত্যিই কেউ সন্দেহ করেনি যে সে রাবুকা আর ওগলার মা নয়। লোকটার প্রশংসা করতে হয়। বুড়ির ছদ্মবেশে পারও পেয়ে গিয়েছিল প্রায়। ধরাটা পড়ল আমাকে ঘুসি মেরে।

'রাতে আমাকে হাত-পা বেঁধে ভাঙা ক্যারাভানে ফেলে রাখল। কষ্টের চোটে মাথাটা ঠিকমত কাজ করছিল না তখন আমার। ভোরের বাতাসে হেঁটে এসে মগজটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কান ব্যথা করছিল। ডলা দিতে গেলাম। হঠাৎ মনে হলো, একটা জরাজীর্ণ বুড়ি, এত জোরে ঘুসি মারে কি করে? ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আগের পাওয়া সূত্রগুলোর মানে পরিষ্কার হয়ে গেল।

'বুবুকার তাঁবুতে বসে গভীর মনোযোগে বাক্সে ভরা মাছি দেখছিল সে। তারপর ক্যারাভানে হাড় জিরজিরে বিড়ালটাকে কোলে নিয়ে আদর করা। মনে পড়ল, কয়েদীটা কীট-পতঙ্গ আর বিড়াল ভালবাসে।

'সারাক্ষণ শাল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখার ব্যাপারটাও স্বাভাবিক নয়। কেন রাখত? পরচুলা ঢাকার জন্যে। যাতে কারও নজরে পড়ে না যায়, কেউ বুঝে না ফেলে ওগুলো আসল চুল নয়।

'আরও আছে। রাতে ক্যারাভানে ওঠার সময় তার পা দেখেছি। বিরাট পা। এতবড় পা কোন মহিলার হতে পারে না।

'বুড়ি সেজে থাকায় আরও অনেক সুবিধে পেয়েছে সে। ঠোঁটের কাটা দাগ আর হাতের ফোলা রগ আড়াল করে রাখতে পেরেছে সহজেই। কুঁচকানো মুখের ভাঁজে লুকিয়ে ফেলেছিল কাটা দাগটা। ছদ্মবেশটা এত চমৎকার হয়েছিল, ভাঁজের মধ্যে নাকের নিচের একটা কাটা দাগ আলাদা করে বোঝা যায়নি। আর রগ লুকানোর কোন চেষ্টাই করেনি সে। বুড়ো মানুষের হাতের রগ ফোলাই থাকে, তাই দেখলেও সন্দেহ করবে না, জানত।'

হাসলেন শেরিফ, 'কিন্তু তোমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি।'

'দিয়ে ফেলেছিল আরেকটু হলে। তবে ভুল করেই ফেলে অপরাধীরা। আসলে ঘাবড়ে গিয়েছিল আমাকে ছদ্মবেশে যেতে দেখে। পুলিশের চর, না চোরের দলের লোক বুঝতে পারছিল না। মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি তাই। আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলেই ভুল করে বসে, যত চালাক লোকই হোক। আমার মুখ থেকে কথা আদায়ের জন্যে ঘুসি মেরে বসল।'

'আর ওই একটা ঘুসিই কাল হলো ওর,' হাসলেন শেরিফ।

'ঝামেলা!' বিড়বিড় করল ফগ। এত কাছে থেকেও কয়েদীটাকে ধরতে না পারায় আফসোস হচ্ছে তার। নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

'মিস্টার ফগ...' বলতে গেল কিশোর।

'ফগর‍্যাম্পারকট!' শুধরে দিল ফগ।

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' হেসে বলল কিশোর, 'আমার কাছে একটা জিনিস পাওনা রয়ে গেছে আপনার।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল ফগ। তার গোলআলু চোখে বিস্ময়। ঘোঁৎ করে উঠল, 'কি জিনিস!'

পকেট থেকে পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রাটা বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো এটা চিনতে পারেন নাকি?'

প্রথমে কিছু বুঝল না ফগ। তারপর আপেলের মত টকটকে লাল হয়ে উঠল গাল।

'নিন,' মুদ্রাটা টেবিলের ওপর রেখে ঠেলে দিল কিশোর।

কাঁপা হাতে তুলে নিল ফগ। তাকাতে পারছে না কিশোরের চোখের দিকে।

ভুরু কুঁচকালেন শেরিফ। একবার কিশোরের মুখের দিকে, একবার ফগের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। 'কি ব্যাপার?'

অনুরোধের সুরে কিশোর বলল, 'এই একটা রহস্য আমার আর মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকটের মধ্যেই গোপন থাক, আঙ্কেল, না-ই বা ফাঁস করলাম।'

—: শেষ —

মমিভীতি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

'এই কাজও কোরো না, কিশোর!' সাবধান করল মুসা আমান। টেবিলের ওপাশ থেকে তাকিয়ে আছে।

খপ করে কিশোরের হাত চেপে ধরল জিনা, 'মরবে!'

'ডাক্তার আছে নাকি এখানে?' বলল রবিন।

ভিড়ের দিকে তাকাল সে। রকি বীচ শপিং মলের একটা খাবারের দোকানে রয়েছে ওরা। রঙিন নিওন আলোয় রাঙা মুখ। এককোণে তাকের অনেক ওপরে চলছে একটা টেলিভিশন, ভিসিআরে পুরানো ছবি দেখানো হচ্ছে তাতে। দেখছে আর হাসছে লোকে।

একটু ভুরু উঁচু করল কিশোর। মুসা আর রবিনের দিকে তাকাচ্ছে না। গরমের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। আবার শুরু হবে স্কুল, তার আগেই শরীরটাকে যতটা সম্ভব ঠিক করে নিতে চায়।

শীতল সয়া বারগারের চারপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকা আলফালফার ডাঁটাগুলো মুখে ঠাসল কিশোর। এখানকার স্পেশাল খাবার এটা। তবে সে কেবল একলাই এর অর্ডার দিয়েছে। ইদানীং হঠাৎ করে আবার মোটা হতে শুরু করেছে, ছোটবেলার সেই রোগ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে। শরীর ফুলিয়ে ঢোল হতে আর চায় না। সেটা ঠেকানোর জন্যে যত কষ্ট হোক করবে। আদা আর ভাঁটুইয়ের মূলের রস বেরিয়ে এল বনরুটির ফাঁকের ভেতর থেকে। ফোঁটা পড়ল হাতে। দেখেও দেখল না সে। 'যত যাই বলো, এ জিনিস আমি খাবই। মজাও লাগবে।'

কিন্তু মজা যে কি লাগছে, সেটা তার মুখের বিকৃত ভঙ্গি দেখেই আন্দাজ করতে কষ্ট হচ্ছে না। তবে কামড়ে নেয়া অংশটুকু চিবিয়ে গিলে ফেলে আবার কামড় বসাল।

'ও তো সত্যিই খেয়ে ফেলছে!' প্রায় ফিসফিস করে বলল রবিন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা, 'এ ভাবে ডায়েট কন্ট্রোল করে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।' প্লেট থেকে বীফ বারগারটা তুলে নিয়েও নামিয়ে রাখল আবার। 'আমার খিদে নষ্ট করে দিলে!'

'মুসা আমানের খিদে নষ্ট?' চিবানোর ফাঁকে বলল কিশোর। তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে আবার কামড় দিল। 'কই, আমার তো খেতে খারাপ লাগছে না?'

'শুকনো কাঠ খেতে ভালও লাগে না, খারাপও লাগে না,' মন্তব্য করল রবিন।

জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর, হাসির হুল্লোড় বাধা দিল তাকে। ফিরে তাকিয়ে দেখল গোল একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে জনাদশেক লোক, টিভির দিকে চেয়ে হাসছে।

মুহূর্তে মুখের ভাব বদলে গেল কিশোরের, 'সর্বনাশ...'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল জিনা।

জবাব দিল না কিশোর। চুপ করে তাকিয়ে আছে।

টিভির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবিন, 'ও, এই ব্যাপার। "পাগল সংঘ" ছবিটা দেখাচ্ছে, যেটাতে অভিনয় করে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল কিশোর।'

কুঁকড়ে গেছে কিশোর। অনেক বছর আগে নিজের শৈশবের শরীর দেখে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি কামড় বসাল বিস্বাদ বারগারে।

পর্দায় দেখা যাচ্ছে দশ বছরের একটা ছেলে ঢুকল ঘরে। মুখে শয়তানি হাসি। একটা চেয়ারে আঠা লাগিয়ে দিচ্ছে, ওটাতেই বসবে ছোট্ট কিশোর।

কি ঘটবে আন্দাজ করেই হাসতে লাগল দর্শকরা।

হাতের বাকি বারগারটুকু প্লেটে ফেলে দিল কিশোর। 'আর বসতে পারছি না। চলো, উঠি।'

'এক সেকেন্ড,' কোণের একটা টেবিল দেখাল রবিন, 'জাহির বিলিয়ার্ডও এসেছে। আমার বস্ লজ বার্টলেটের নতুন একটা ব্যান্ডের ড্রামার। ভাল লোক।' উঠে দাঁড়াল সে। 'চলো, পরিচয় করিয়ে দিই।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মুসা আর জিনা। কিন্তু কিশোরের তেমন ইচ্ছে নেই। সে এখন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

শেষে জোর করে মন শক্ত করে নিয়ে উঠল সে। অনেক দিন হয়ে গেছে, এখন আর তাকে চিনতে পারবে না কেউ।

'অভিনয় তখনও দারুণ করতে!' বলল লাল-চুল এক লোক।

চমকে গেল কিশোর। চিনে ফেলল নাকি? কিন্তু না, তার দিকে নয়, অন্য দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

'জাহির, কেমন আছেন?' আন্তরিকতা দেখিয়ে বলল রবিন।

ফিরে তাকাল লোকটা। 'ও, রবিন। বোসো। আমার বন্ধু পিটারের অভিনয় দেখছি।'

গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল তার পাশে বসা বন্ধু।

জিনা বলে উঠল, 'আপনাকে তো চিনি! কাল রাতে টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। গারবার থিয়েটারে নতুন মিউজিক্যালটার স্টার আপনি।'

মাথা ঝাঁকাল পিটার, উজ্জ্বল হলো চোখ, 'ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড! হ্যাঁ, ওটারই...'

গোল টেবিলে বসা দর্শকদের হাসিতে চাপা পড়ে গেল তার কথা। ফিরে তাকাল পিটার। টিভির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই যে, ওটাতেও অভিনয় করেছি আমি। সেই ছোটবেলায় শুরু করেছিলাম, কিছুতেই আর ছাড়তে পারলাম না।'

টিভির দিকে তাকাল কিশোর। চেয়ারের আঠায় তার প্যান্ট আটকে গেছে। টেনে তুলতে পারছে না। অসহায় করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারপাশে, সাহায্যের আশায়। হাসি হাসি মুখ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে দশ বছরের ছেলেটা, ওর দুর্দশা দেখে খুব মজা পাচ্ছে।

'লাউডস্পীকার!' নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বেরিয়ে এল কিশোরের।

ঝট করে তার দিকে ঘুরে গেল পিটার।

জাহির বলল, 'লাউডস্পীকার?'

'ছবিতে ওই নামই ছিল তার,' বলতে বাধ্য হলো কিশোর। 'কণ্ঠস্বরটা ছিল খুব জোরাল। মাইকও বলত কেউ কেউ।'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে পিটার, 'তুমি জানলে কি করে?'

বোকার মত ফাঁস করে দিয়েছে বলে রাগ হচ্ছে কিশোরের। আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই। দেখল, অনেকেই ফিরে তাকিয়েছে ওর দিকে। কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'ওই যে চেয়ারে আটকে আছে, ওই ছেলেটা আমিই ছিলাম।'

'তুমিই মোটুরাম!' বলে উঠল সোনালি-চুল একটা মেয়ে।

এই রে, শুরু হবে এখনি! মোটুরামকে নিয়ে টিটকারি, হাসাহাসি, যে জিনিসকে আজীবন ভয় পেয়ে এসেছে কিশোর। জবাব দিল, 'আমার নাম মোটুরাম নয়, মোটুরাম হলো চরিত্রটার নাম।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পিটার। হাত বাড়িয়ে দিল। 'এখন বুঝি, মস্ত অভিনেতা তুমি! ওই বয়েসেও যা করেছ···অভিনয় তোমার রক্তে মিশে আছে!'

পিটারের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে বলল ও, 'তুমিও কম না। আরেকটা কি যেন নাম ছিল তোমার?'

'বাদ দাও, ওসব ভুলে আছি। এখন আমি পিটার হাইয়েম। এই নামেই চেনে লোকে।···পাগল সংঘ আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছে। ওটার পর আর কোন ছবিতে চান্স না পেয়ে বিজ্ঞাপনের কাজ নিলাম। টাকা একেবারেই কম। অনেক কষ্টে কাটতে লাগল দিন। তবে শেষ পর্যন্ত আমার কণ্ঠই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। লোকে বুঝতে আরম্ভ করল···' হাসল সে। 'বাকিটা আর শুনে কাজ নেই, ইতিহাস। তোমার খবর কি?'

'এই আছি একরকম।'

'অভিনয় করো না?'

'না। চাচা-চাচীর কাছে থাকি। লেখাপড়া করি। তো, ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড তো খুব নাম করছে···'

'করবেই। খরচটা কেমন হচ্ছে। লস অ্যাঞ্জেলেসে এ যাবৎ যত মিউজিক্যাল শো হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল এটা। টাকা খরচ করতে কার্পণ্য করছেন না প্রযোজক। লেজার লাইট, মার্শাল আর্ট ডিসপ্লে, উন্নত টেকনোলজি। গল্পটাও নেয়া হয়েছে দারুণ!'

জাহির বলল, 'আমি ওটাতে ড্রামারের কাজ করি। আসলেই টাকা ঢালছেন প্রযোজক—পোশাক, স্টেজ সব কিছু বদলে দিচ্ছেন। নতুন নতুন লোক ভাড়া করছেন। একমাস হয়ে গেল, অথচ এখনও ওপেন করার তারিখ ঘোষণা করছেন না।'

'এক মিনিট,' জানতে চাইল মুসা, 'শো দেখানো মানেই তো ওপেন হয়ে যাওয়া। আবার তারিখ ঘোষণার কি দরকার?'

'আছে। যেটা চলছে সেটা প্রিভিউ। একটা শো ওপেন করার আগে কয়েক হপ্তা ধরে চলে তার প্রিভিউ। ভুলটুল কোথায় আছে, কি করলে আরও ভাল হবে,

বোঝার চেষ্টা চলে। মাঝে মাঝে রাতারাতি দৃশ্যপট বদলে ফেলা হয়। তারপর যখন মনে হয়, সব একদম পারফেক্ট, কোন ভুল নেই, তখন ঘোষিত হয় ওপেনিং নাইট। পত্রিকার লোকদের দাওয়াত দেয়া হয় সমালোচনার জন্যে।'

'ওপেনিং নাইট এটার আসবে কিনা তাই ভাবছি!' নিচু স্বরে আনমনে বলল পিটার।

'কেন, কোন সমস্যা?' জানতে চাইল রবিন।

মাথা নাড়ল পিটার। 'না, কর্তৃপক্ষের কোন সমস্যা নেই। যে কোন দিন ব্রডওয়েতে মুক্তির ঘোষণা দিতে পারে। আর যদি পয়লা রাতেই হিট হয়ে যায়, তাহলে তো কাজই হয়ে গেল। নানা জায়গা থেকে অভিনয়ের ডাক আসবে, ভাড়া নেবে, সিনেমার চুক্তি হবে—অনেক টাকা···অনেক।'

কালো-চুল সুদর্শন এক লোক টেবিলের ওপাশ থেকে বলে উঠল, 'আসল কথাটা বলো, পিটার; প্রিভিউ লম্বা করার আরও কারণ আছে।'

অপরাধীর হাসি ফুটল পিটারের মুখে। 'নিজের ঘরের খারাপ কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে অন্যকে শোনানোর কোন মানে হয় না, রলি। ইমপ্রেশন খারাপ করে লাভ কি।'

'কফি-টফি কিছু লাগবে কারও?' জানতে চাইল ওয়েইট্রেস।

জিনা আর তিন গোয়েন্দা চেয়ার টেনে আনল টেবিলের কাছে।

কিশোরের দিকে তাকাল পিটার, 'এত বছর কি শুধু লেখাপড়াই করেছ?'

'না, শুধু লেখাপড়া করব কেন? ইলেকট্রনিকের কাজ শিখেছি, ইয়ার্ডে কাজ করেছি, গোয়েন্দাগিরি করছি।'

'গোয়েন্দা?'

পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার কার্ড বের করে দিল কিশোর।

কার্ডটা পড়ে মুখের ভাব বদলে গেল পিটারের। কিশোরের মনে হলো, ক্ষণিকের জন্যে যেন উজ্জ্বল হলো চোখ। সেটা লক্ষ করেই বলল ও, 'অসুবিধেয় পড়েছ?'

'অ্যাঁ!···হ্যাঁ!' দ্রুত ডানে-বাঁয়ে ঘুরল পিটারের চোখ। হাসল। 'এই যে এখনকার মত!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কিছু একটা এড়িয়ে গেল পিটার; বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

উঠে দাঁড়াল পিটার। পকেট থেকে টাকা বের করে টেবিলে রেখে ওয়েইট্রেসকে ইশারা করে বোঝাল, খাবারের দাম। জাহিরকে বলল, 'আমি যাই। খানিকক্ষণ তাস খেলে আসি।'

রবিনের সঙ্গে কথা বলছে জাহির, আনমনে মাথা ঝাঁকাল। কয়েকটা মেয়েও বসেছে টেবিলে। সমস্বরে বিদায় জানাল পিটারকে।

মুসার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল কিশোর। রবিনের চোখে চোখেও তাকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সে তখন জিনা আর মেয়েগুলোর সঙ্গে গান নিয়ে তর্ক জুড়েছে।

সুতরাং তাকে ছাড়াই পিটারের পিছু নিল কিশোর আর মুসা। করিডরের শেষ

মাথায় চলে এল। একটা দোকানের সামনে করাতে কাটা কাঠের গুঁড়ো স্তূপ হয়ে আছে, আর কিছু তক্তার গাদা। দোকানটা খোলেনি।

এদিক ওদিক তাকাল পিটার। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল, 'গুড, এখানে কেউ নেই। কথা বলা যায়। সত্যিই গোয়েন্দা তো তোমরা? মস্করা নয়?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'অনেক জটিল কেসের সমাধান করেছি আমরা, ইচ্ছে করলে রকি বীচ থানায় খোঁজ নিতে পারো।'

কণ্ঠস্বর খাদে নামাল পিটার, 'বিশ্বাস আসলে আগেই করেছি, নাহলে এখানে টেনে আনতাম না। বিপদে পড়েছি আমি। মস্ত বিপদ।'

'বিপদটা কেমন?'

'আমাকে মেরে ফেলতে চায়।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'কেন?'

'জানলে আর তোমাদের সাহায্য চাইতাম না। গত হপ্তা থেকে কয়েকটা চিঠি আর টেলিফোন পেয়েছি...'

'কি বলে?' জানতে চাইল কিশোর।

'কখনও ফোন ধরলেই রেখে দেয়, কখনও ভারি গলায় বলে: ইউ আর গন্যা গেট ইট! কথায় ব্রিটিশ টান। বুড়ো মানুষের মত মনে হয়। কখনও বলে: বিঅ্যাওয়্যার, থেসপিয়ান!' কিশোরের দিকে তাকাল পিটার, 'থেসপিয়ান মানে জানো? পুরানো আমলে অভিনেতাকে থেসপিয়ান বলে ডাকার চল ছিল।'

'জানি। আর কি বলে ফোনে?'

'খিকখিক করে কুৎসিত হাসি হাসে, পুরুষেরও হতে পারে, মহিলারও। বুঝতে পারি না।'

'চিঠিতে কি লেখে?'

'একেবারে পাগলের প্রলাপ!' পিটারের কণ্ঠ কেঁপে গেল। 'কি করে আমি মারা যাব, সেই খবর জানায়। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যা লিখেছে তার মানে হলো—রক্তমাখা সিংহাসনে ডুবে মারা যাব আমি। বনের মত কোন কিছু এগিয়ে আসবে আমাকে গিলে খাওয়ার জন্যে...'

'চিঠিগুলো দেখতে পারলে হয়। কোন সূত্র মিলতে পারে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল পিটারের, 'পাবে না! সাংঘাতিক চালাক! কোন সূত্র রাখেনি।'

'সেটা দেখলেই বুঝব,' মুসা বলল।

'কি জানি...এমন খারাপ লাগে না!...মনকে বোঝাই, ও কিছু না, কোন ভক্ত হয়তো রসিকতা করছে। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটতে শুরু করতেই বুঝলাম রসিকতা নয়।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'সিনারি খসে পড়ে। আমার যেখানে নাচার কথা রহস্যময় ভাবে স্টেজের সেখানে পড়ে থাকে পেরেক, ব্লেড ভাঙা এ সব।' ভয় ফুটল পিটারের চোখে। 'সত্যি, আমার সাহায্য দরকার। মনে মনে একজন গোয়েন্দা খুঁজছিলাম। কিন্তু কি ভাবে জোগাড় করতে হয়, কাকে বিশ্বাস করব, বুঝতে পারছিলাম না। গোয়েন্দা

বলতে আমার চেহারায় ভাসে ছোটখাট একজন বুড়ো মানুষ, মঞ্চের পাঁচশো হাতের মধ্যে থাকলেও চোখে পড়ে যাবে। এমন কাউকে দিয়ে আর কি গোয়েন্দাগিরি করাব? তবে তোমাদের বয়েসী হলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, বলতে পারি আমার বন্ধু। কেসটা নেবে? তোমাদের সাহায্য দরকার আমার।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। কথা হয়ে গেল চোখে চোখে। পিটারের দিকে তাকাল সে। 'এক শর্তে করতে পারি কাজটা।'

'বলো।'

'আমাদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে। বলা যায় না, ভেতরের কেউও কাজটা করে থাকতে পারে, তোমার অতি পরিচিত কেউ।'

স্বস্তি এবং কৃতজ্ঞতা একই সঙ্গে ফুটল পিটারের চোখে। 'বেশ, তাহলে এইই কথা। আমার কেসটা নিলে তোমরা। আজ রাত ছটার দিকে ড্রেসিং রুমে দেখা কোরো আমার সাথে। সাড়ে সাতটার আগে মেকাপ করতে হবে না আমার। তার আগে বেশ কিছুটা সময় পাব তোমাদের ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে যেতে পারলে আরও একটা জিনিস দেখতে পাবে। টিভি থেকে সাক্ষাৎকার নিতে আসবে আমার।' এক এক করে মুসা আর কিশোরের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল সে। 'কি ভাগ্য! এমন করে দেখা হয়ে যাবে তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসই করতে পারছি না!'

পিটারের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় তার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা আজব অনুভূতিতে মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের পেট। কথা খুব মনে থাকে তো তার, সে-জন্যেই ধোঁয়াটে ভাবে মনে আছে, ছোটবেলায় অভিনয় করার জন্যে যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াত তখন হত এই অনুভূতিটা।

তারপর থেকে অভিনয়ের জগৎটাকে ঘৃণা করে এসেছে। এমন হতে পারে, চরিত্রটাই তার পছন্দ ছিল না, মোটুরাম বানিয়ে তাকে এভাবে হেনস্তার মধ্যে ফেলে দেয়া উচিত হয়নি পরিচালকের। হঠাৎ করে এখন মনে হচ্ছে, অভিনয় জিনিসটা আসলে খারাপ লাগে না তার। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েও বহুবার বহুরকম অভিনয় করতে হয়েছে। তফাৎ কেবল, সামনে তখন ক্যামেরা ছিল না, কিংবা সে মঞ্চের ওপর ছিল না।

সে যে জাত অভিনেতা তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে মঞ্চের কাছাকাছি যাওয়ার কথা শুনে রক্তে দোলা লাগবে কেন? তার ওপর যোগ হয়েছে রহস্য। কেসটা হাতে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না ও।

দুই

বিকেল বেলা ইয়ার্ডের পুরানো পিকআপটা চালিয়ে মুসা আর জিনাকে নিয়ে পিটারের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হলো কিশোর। পথে মুসা বলল, 'এখানে একটু রাখো তো। আমার গাড়িটা হয়েছে নাকি দেখে যাই।'

আগের গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছে মুসা। নিলামে আরেকটা গাড়ি কিনেছে। টয়োটা করোলা, ষাট হাজার মাইল চলেছে। একটা বড় ওঅর্কশপে দিয়েছে

পার্টস-টার্টস বদলে ভাল করে মেরামত করে দেয়ার জন্যে।

কিশোর বলল, 'পাঁচটা তো বাজে প্রায়। এখন...'

'সময় তো আছে। দেখিই না। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

গ্যারেজটার নাম রকি বীচ অটো ডায়াগনস্টিক সেন্টার। কাঁচের দরজাটা ঠেলে খুলে চিৎকার করে ডাকল মুসা, 'আমার গাড়িটার কি খবর?'

ভেতরে হাইড্রলিক লিফটের জঙ্গল হয়ে আছে। প্রতিটি লিফটে বসে আছে একটা করে গাড়ি, ছাতের আলোয় কিম্ভূত ছায়া পড়েছে মেঝেতে। এককোণে চেয়ার থেকে ঘুমজড়িত চোখে তাকাল একজন লোক। মুসার দিকে একবার তাকিয়ে দেয়ালের ঘড়ি দেখল। বলল, 'বাপরে! পাঁচটা বাজে! ঘুমিয়েই পড়েছিলাম! কি করতে পারি তোমার জন্যে, বলো?'

'আমার গাড়িটা দিয়ে গিয়েছিলাম। স্টীল-গ্রে রঙের টয়োটা করোলা। হয়েছে?'

মাথা চুলকাল লোকটা। গাড়িগুলোর দিকে তাকাতে লাগল। 'স্টীল-গ্রে টয়োটা...স্টীল-গ্রে টয়োটা...' আঙুল তুলল, 'ওটা?'

হতাশায় কাঁধ ঝুলে পড়ল মুসার। লিফটে বসে আছে তার গাড়িটা। কোন মেরামতিই হয়নি এখনও। বলল, 'কি-কিচ্ছু করেননি!'

'কি করব, তোমার একটা পিটম্যান-আর্ম ক্ষয়ে গেছে। ওটা রেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না...'

'কি ক্ষয়ে গেছে?'

'ওই যে,' হাত তুলে দেখাল মেকানিক, লম্বা একটা রডের সঙ্গে দুটো টায়ার যুক্ত। 'ওটা হলো স্টিয়ারিং লিংকেজ, চাকাগুলোকে ঘোরায়। এই ঘোরানোর জন্যে দরকার পড়ে আরেকটা যন্ত্রের, একে বলে পিটম্যান আর্ম। লিংকেজকে স্টিয়ারিং গিয়ারবক্সের সঙ্গে যুক্ত করে এটা, সেটা আবার যুক্ত স্টিয়ারিং কলামের সঙ্গে, সেটা যুক্ত স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে।' হাসল সে, মাঝখানে দুটো দাঁত নেই, ফাঁক। 'বেশ শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি পিটম্যান আর্ম, কিন্তু তারপরেও চিরকাল ঠিক থাকবে এটা ভাবার কোন কারণ নেই।'

'তাহলে বদলে ফেলছেন না কেন?'

মাথা নাড়ল মেকানিক। 'নেই। স্টকে রাখি না আমরা। কেউই রাখে না। বানিয়ে আনতে হয়। অর্ডার দিলে বানিয়ে দেয়, দু-তিন হপ্তা লাগে।' আবার হাসল সে। 'অপেক্ষা করতেই হবে তোমাকে। আর কোন উপায় নেই। এ ক'দিন চলাচলের অন্য কোন ব্যবস্থা করে নাওগে।'

'কোনমতেই কি চালু করা যায় না?' অনুনয় করল মুসা, 'কোন ভাবে?'

আবার মাথা চুলকাল মেকানিক, 'একটা কাজ করা যায় অবশ্য। আমার এক বন্ধুর গাড়ি ফেলে গেছে, নিতে দেরি হবে। তার গাড়িরটা...'

'তাই দিন!' লাফ দিয়ে গিয়ে মেকানিকের হাত জড়িয়ে ধরল মুসা। 'গাড়িটা বড় দরকার! অভ্যাস হয়ে গেছে। গাড়ি ছাড়া একদম চলতে পারি না।'

মাথা ঝাঁকাল মেকানিক, 'দেখি কি করা যায়।'

'উফ! মরে গেলাম! খাইছে, কিশোর, গর্তটর্তও দেখো না নাকি!' মাথা নিচু করে

ফেলেছে মুসা। বাড়ি লেগেছে যেখানটায়, ডলছে।

'সরি,' কিশোর বলল, 'সত্যিই দেখিনি। আসলে খুব একটা চালাই-টালাই না, জানোই তো···'

'ভাগ্যিস রবিন আসেনি,' দু-জনের মাঝে মোড়ামুড়ি করে আরেকটু জায়গা বের করার চেষ্টা করল জিনা। "চ্যাপ্টা হয়ে যেতাম এতক্ষণে।'

রবিন গেছে লজের ওখানে।

কিশোর বলল, 'আর কষ্ট করতে হবে না। এসে গেছি।'

বড় একটা থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটো সাদা গাড়ি। রাস্তা জুড়ে তারের ছড়াছড়ি। গিজগিজ করছে ক্যামেরাম্যান আর টেকনিশিয়ানে, চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে, আলো ঠিক করছে। সব কিছুর ওপরে ক্রেনের সাহায্যে নামানো হচ্ছে বিশাল এক সাইনবোর্ড, তাতে লেখা:

ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড!

ভাল করে দেখার জন্যে জানালা দিয়ে গলা বের করে দিল কিশোর।

মুসা বলল, 'সময়মতই এসেছি। টিভির লোকেরা ইন্টারভিউ শুরু করেনি এখনও।'

'আই, কিশোর!' ডাক শোনা গেল।

বিশাল তাঁবুর নিচে উঁচু ক্যানভাস চেয়ারে বসে আছে পিটার। কালো পোশাক পরা একজন লোক তার চুল ঠিক করছে। কপালে পাউডার মাখাচ্ছে এক মহিলা। দু-জনকেই সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল পিটার। হাত নেড়ে ডেকে বলল, 'এসো। ক্যামেরা রেডি হয়ে গেছে।'

বুলহর্ন মুখে লাগিয়ে আদেশ দিল একজন দাড়িওয়ালা লোক, 'জায়গাটা পরিষ্কার করুন, প্লীজ!'

আধ ব্লক দূরে পিকআপটা পার্ক করে রেখে এল কিশোর। জিনা আর মুসাকে নিয়ে দৌড়ে গেল থিয়েটারের সামনে। কাঠের রেলিঙের বেড়া দিয়ে জায়গা আলাদা করে দেয়া হয়েছে দর্শকদের জন্যে, যাতে শূটিং দেখতে পারে। সেখানে এসে দাঁড়াল ওরা।

তাঁবুর ডানধারে গিয়ে দাঁড়াল পিটার।

সিল্কের শার্ট আর ঢলঢলে স্কার্ট পরা এক মহিলার চুলে স্প্রে করছে এখন হেয়ারড্রেসার। দ্রুত কাজ শেষ করে সরে গেল সে। মাইক্রোফোন হাতে পিটারের দিকে এগোল মহিলা। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ঝলমলে হাসি হাসল।

'শোবিজ টুডের নিতা নিউমার,' জিনা বলল। 'শো-টা খুব ভাল লাগে আমার।'

'খালি তো বকর বকর করে,' মুসা বলল। 'এর বদনাম, ওর সমালোচনা, এই তো খালি···'

'তুমি কি বুঝবে ওসব!' রেগে উঠল জিনা। 'তোমার তো খালি খেলা, অহেতুক সময় নষ্ট···'

'আহ্, থামো তো তোমরা!' ধমক দিল কিশোর। 'এটা ঝগড়ার সময় হলো নাকি···দেখি, শুনি কি বলে?'

নাটকীয় ভঙ্গিতে কথা বলল নিতা, চুপ হয়ে গেল দর্শক. 'সবাই জানেন

আপনারা ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড গারবার থিয়েটারের একটা নতুন মিউজিক্যাল শো, অনেক দিন থেকে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে। দারুণ একটা জিনিস, দর্শককে যেমন মজা দেবে, টাকাও আসবে হুড়মুড় করে। কিন্তু একটা উত্তেজনা চলছে ভেতরে ভেতরে। চ্যানেল ওয়ানের তদন্তকারী দল জেনে গেছে আজব কিছু ঘটছে এখানে, সবই হৃদয় জয় করা অভিনেতা পিটার হাইয়েমকে ঘিরে। পিটারের কাছে এখন আমাদের প্রশ্ন, সত্যিই কি ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড বিপজ্জনক হয়ে উঠছে তাঁর জন্যে?'

পিটারের দিকে মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিল নিতা।

কিন্তু পিটার কথা বলার আগেই ক্রেনের কাছে দাঁড়ানো একজন শ্রমিক চিৎকার করে উঠল, 'সরুন! সরে যান!'

ওপর দিকে একবার তাকিয়েই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে তাঁবুর মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ল নিতা। তার চারপাশের লোকেরা হাত থেকে ক্লিপবোর্ড, স্যান্ডউইচ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সব ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

কিশোর তাকিয়ে আছে ওপর দিকে। বিশাল সাইনবোর্ডটা ঝুলে আছে এখন মাত্র একটা তার থেকে। আরেকটা তার বোর্ডের গোড়া থেকে ছিঁড়ে গেছে।

বাকি তারটাও ছিঁড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারল সে। ভারি বোর্ডটা ধরে রাখার সামর্থ্য নেই। চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'পিটার, সরে যান!'

তিন

আর কোন উপায় না দেখে রাস্তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল পিটার। গুড়িয়ে সরে গেল।

বিকট শব্দ করে রাস্তায় পড়ে ভাঙল বোর্ডটা। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে কিশোর, মুসা আর জিনা।

তারপর একধরনের বিশ্রী নীরবতা। চোখ থেকে হাত সরাল কিশোর। বোর্ডটা এখন প্লাস্টিকের একটা ধ্বংসস্তূপ। থিয়েটারের দেয়ালের কাছে, পিটার যেখানে রয়েছে তার পনেরো ফুট দূরে।

অবশেষে কথা ফুটল কিশোরের, 'কারও লেগেছে?'

'না,' একসঙ্গে জবাব দিল মুসা আর জিনা।

বোর্ডটার দিকে এগোল কিশোর।

বিকেলের বাতাস চিরে দিল পুলিশের সাইরেন। ডান, বাম থেকে পা টিপে টিপে একজন দু-জন করে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে দর্শকরা। আবার ভিড় জমে গেল দেখতে দেখতে।

ঠেলেঠুলে ওদের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল কিশোর। পেছনেই রয়েছে জিনা আর মুসা। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ক্যামেরাম্যানরা, দুর্ঘটনার পর পিটারের অবস্থা কি হয়েছে ধরে রাখার জন্যে যেন পাগল হয়ে গেছে।

'তোলা হয়েছে সব?' জিজ্ঞেস করলেন রূপালী-চুল এক ভদ্রলোক। চেহারাটা মোটেও ভাল না, কুৎসিত না বলে ভয়ঙ্কর বললে ঠিক হয়।

'হয়েছে,' জবাব এল একটা ক্যামেরার পেছন থেকে। 'পিটারের রিঅ্যাকশন,

সাইনবোর্ডটা পড়ার দৃশ্য…সত্ত্ব।'

'গুড। এসেছিলাম সাধারণ সাক্ষাৎকার নিতে, পেলাম চমৎকার একটা ঘটনা। অ্যাকশন। বিউটিফুল।'

'এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি' বলতে বলতে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে পথ করে সামনে এগোল কিশোর। পিটারের টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছে না। 'না না, আগে দেখিনি…ঠিকই আছি, কোন ক্ষতি হয়নি আমার…'

ভিড়ের কেন্দ্রে ঢুকে পড়ল কিশোর।

পিটারের পাশে বসে আছে নিতা। হাতে মাইক্রোফোন। একটা ক্যামেরার দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে দেখা যায়?'

'যায়। শুরু করুন,' জবাব দিল ক্যামেরাম্যান।

সঙ্গে সঙ্গে চেহারার ভঙ্গি বদলে গেল নিতার, শুরু হলো অভিনয়, 'প্রিয় দর্শকমণ্ডলী, আপনাদের চোখের সামনেই ঘটল ঘটনাটা। ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড যে সত্যি বুনো, তার প্রমাণ পেয়ে গেলেন হাতেনাতে। দেখলেন কি করে বিশাল সাইনবোর্ডটা নেমে আসছিল পিটার হাইয়েমের ওপর। মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছিল…'

'মাথা?' মুখ থেকে রক্ত সরে গেল পিটারের। 'আমার অতটা কাছে কিন্তু পড়েনি…'

মাথা ঝাঁকাল নিতা। 'আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ওরকম করে ভর্তা হতে কেউ চায় না।' ধ্বংসস্তূপটা দেখিয়ে বলল সে, 'ওখানে গিয়ে একটা ক্লোজআপ নিলে কেমন হয়?'

সেদিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল পিটার। বলল, 'সরি, ড্রেসিং রূমে কাজ আছে আমার।' উঠে দাঁড়িয়ে কিশোরের হাত চেপে ধরে টান দিয়ে নিচুস্বরে বলল, 'এসো। এমন ভঙ্গি করো, যেন তুমি আমার বডিগার্ড।'

ওদের কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দয়া করে এখন সরুন আপনারা। আমাদের কাজ করতে দিন।'

লোকে ভাবল, সে থিয়েটারের লোক। নির্দেশ মানল।

ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, জিনা আসছে পেছন পেছন। তার পেছনে মুসা। রাস্তায় নেমে গেছে দু-জন ক্যামেরাম্যান, দুটো পুলিশের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মোটা এক লোক স্টেজের দরজা খুলে দাঁড়াল। পিটারকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন চোটটোট লাগেনি তো?'

'না, লাগেনি।'

মুসা আর কিশোরের দিকে সন্দিহান চোখে তাকাল মোটা লোকটা। পিটারকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এরা কারা?'

'আমার বন্ধু,' হেসে বলল পিটার। কিশোরকে বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে কড়া সিকিউরিটি গার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। ওর নাম টোপাজ। অনুমতি না থাকলে দেশের প্রেসিডেন্টকে ঢুকতেও বাধা দেবে।'

টোপাজের কঠিন চেহারায় এক চিলতে হাসি ফুটল। সরে ঢোকার জায়গা

ছেড়ে দিল কিশোরদের। 'যাও।'

থিয়েটারের ভেতর ঢুকল ওরা। বেশ নীরব। বাইরের কোলাহল ঢুকতে পারে না এখানে। পিটারের সঙ্গে ছোট একটা করিডর ধরে এগোল ওরা। বড় একটা কর্কবোর্ড ঝোলানো আছে দেয়ালে, এক ইঞ্চি জায়গাও খালি নেই বোর্ডটায়। নোটিশ আটকে দেয়া হয়েছে পিন দিয়ে। ওটার পাশে টেলিফোন, অনেকগুলো ফোন নম্বর লেখা।

করিডরের শেষ মাথায় একটা আধখোলা দরজা। তাতে নাম লেখা নুরিখ টোপাজ। দরজার ভেতর দিকে একটা পেগবোর্ড থেকে ঝুলছে অনেকগুলো চাবি। টোপাজের অফিসের ডানে আরেকটা দরজা চলে গেছে স্টেজের দিকে।

'দাঁড়ান,' কিশোরদের সেদিকে নিয়ে যেতে দেখে পিটারকে ডাকল টোপাজ। 'ড্রেসিং রুমে লোক আছে। অচেনা কাউকে দেখলে খুশি হবেন না।'

ফিরে তাকাল পিটার, 'কে?'

'মিস্টার কলিন আর মিস্টার রোম।'

'ও,' বলে কিশোরদের দিকে তাকাল পিটার। 'মিস্টার ডেভন কলিন হলেন প্রডিউসার, আর মিস্টার নরটন রোম মেইন ইনভেস্টর—এই থিয়েটারে সবচেয়ে বেশি টাকা খাটাচ্ছেন তিনি।' আবার টোপাজের দিকে ফিরল সে। 'তো, তাদের সম্মানে কি করতে হবে? কিছু বলেছে নাকি তোমাকে?' কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ।

'তা বলেছে। গণ্ডগোল শুনে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন দু-জনেই। যখন দেখলেন আপনার কোন ক্ষতি হয়নি, বললেন, মেক শিওর হি গেটস হিয়ার ইন ওয়ান পিস।'

'তাই বলেছে, না? আমার জন্যে দেখি বড় দরদ, একেবারে দেখেশুনে রাখার হুকুম!' স্টেজের দরজার দিকে ঘুরল পিটার। 'বেশ, দেখেই আসি কি সম্মান দেয়া যায়।' খোলা তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে যেন দরজা দিয়ে ছুটে ঢুকে পড়ল সে।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, চোখে বিস্ময়।

'লাইনটা শেকসপীয়ারের,' কিশোর বলল। 'যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাজা পঞ্চম হেনরি বলেছিলেন তাঁর লোকদের।'

'চমৎকার!' ভোঁতা স্বরে বলল মুসা।

'আরেকটা কথা ভাবছি,' আনমনে যেন নিজেকেই বলল কিশোর, 'পিটারকে হুমকি দিয়ে লেখা চিঠিতে বলেছে: রক্তমাখা সিংহাসনে মৃত্যু হবে তার, এবং একটা বন এসে গিলে ফেলবে তাকে।'

'অদ্ভুত কথা! মাথামুণ্ড বোঝা যায় না।'

'যায়। আমার মনে হয় এটা কোন নাটকের সংলাপ থেকে নেয়া।'

'তাতে কি?'

'আমাদের প্রথম সূত্র।'

'তারমানে বলতে চাইছ চিঠির লেখক থিয়েটারের লোক?' জিনার প্রশ্ন।

'মনে হয়।' দরজা দিয়ে ঢুকে স্টেজের পেছন দিকে ওদেরকে নিয়ে এগোল কিশোর।

'ডানের বন্ধ দরজাটার ভেতরে ঢুকবে না,' সাবধান করে দিল টোপাজ। 'স্টেজের কাছে যাবে না।'

ডানে মোড় নিল কিশোর। আলো তেমন নেই এখানটায়, অন্ধকার। ঝুড়ি বোঝাই কাপড়, টেবিলে রাখা যন্ত্রপাতি, আর একপাশে একটা নকল মোটরগাড়ি পড়ে আছে। বাঁয়ে স্টেজ, স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত।

এককোণে একটা দরজা। চকচকে একটা ধাতব তারা ঝুলছে ফ্রেমের ওপর থেকে। নিচে প্লাস্টিকের নেমপ্লেট, তাতে লেখা: পিটার হাইয়েম। কিশোর, মুসা আর জিনা এগিয়ে গেল ওটার কাছে। ভেতর থেকে শোনা গেল রাগত কণ্ঠস্বর।

'খাইছে!' ফিসফিস করে বলল মুসা, 'খুব রেগে গেছে মনে হয়! এত দুঃখ কিসের?'

'দেখে আসি,' কিশোর বলল। 'তোমরা থাকো, চোখকান খোলা রাখো।' পিটারের ঘরের দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'ওরা বেরোলে আমাকে ডাকবে।'

'আচ্ছা।'

টোপাজের নির্দেশ অমান্য করে স্টেজের দিকে এগোল কিশোর। চুপচাপ দেখল কাঠমিস্ত্রী, টেকনিশিয়ান আর মঞ্চশ্রমিকদের ছোটাছুটি। ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে ওয়াকি-টকিতে চেঁচিয়ে কথা বলা।

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল কিশোরের। এই শব্দ, আলোর উষ্ণতা, সারি সারি সীটের বিশাল শূন্যতা রক্তে দোলা দিতে লাগল তার। সাধারণ জীবন যাত্রা এখান থেকে অনেক দূরে। এখানে, এই থিয়েটারের মধ্যে একদল পেশাদার শিল্পী মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে একটা ফ্যান্টাসি তৈরির কাজে।

স্টেজের পেছনের মেঝে থেকে বিশাল এক দৃশ্যপট ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। দেখা যাচ্ছে গুহার দেয়াল—খোঁচা খোঁচা পাথরে বোঝাই, লুকানো আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে। বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী। প্লাস্টার আর নানা উপকরণে তৈরি একটা অসাধারণ সৃষ্টি এটা, বুঝতে পারছে কিশোর। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে শ্রমিকেরা। দড়ি ধরে টেনে তুলছে জিনিসটা। অন্ধকারে এমন ভাবে আড়াল করা আছে দড়িগুলো, কিশোর যেখানে আছে সেখান থেকে দেখা গেলেও সীটে বসা দর্শকদের চোখে পড়বে না কোনমতেই। গুহার দৃশ্যটা ওপরে উঠে যেতেই বেরিয়ে পড়ল আরেকটা দৃশ্য।

সামনের পর্দার দিকে ঘুরল কিশোর। মিটমিট করা ইলেকট্রিক আলো চোখে পড়ল তার। ভেতরের আরেকটা পর্দার ওপাশে রয়েছে বুক-সমান উঁচু কন্ট্রোল বোর্ড। তাতে অসংখ্য বোতাম, সুইচ আর একটা কম্পিউটার কীবোর্ড। তার ওপরে কাঠের তাকে দেয়ালের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে একটা মনিটর। ওটার কাছে দেয়ালে হুকে ঝোলানো একসেট হেডফোন।

ডানে-বাঁয়ে দু-দিকেই তাকাল কিশোর। সবাই কাজে ব্যস্ত। এই সুযোগে কম্পিউটারটায় কি আছে দেখার লোভ সামলাতে পারল না সে। সবার অলক্ষে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল বোর্ডের কাছে। স্ক্রীনে ইংরেজিতে লেখা:

<u>ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড!</u>
গারবার থিয়েটার, লস অ্যাঞ্জেলেস
সাউন্ড, লাইট, অ্যান্ড ফ্লাই কিউজ
জে. বারনারডি, এসএম

জে. ইভারসন, এএসএম

১। লাইট এ কে রেইজেস হ্যান্ড
২। সাউন্ড এ কে 'লাস্ট পারসন অন আর্থ!'
৩। সাউন্ড সিগন্যাল ফ্রম অর্ক. কনডাকটর
৪। লাইট বয়েজ অ্যাট সেন্টার স্টেজ

প্রেস রিটার্ন টু কনটিনিউ
ইউজ কারসর টু হাইলাইট কিউ
এফ১: কমান্ড মেনু
এফ২: এডিট মেনু
এফ৩: অ্যাড লাইন
এফ৪: রেকর্ডার

কীবোর্ড নাড়াচাড়া শুরু করল কিশোর। রোল করে নিচ থেকে ওপরে উঠতে শুরু করল স্ক্রীন। বেরিয়ে আসতে লাগল মেনুর পর মেনু।

'অ্যাই!' হঠাৎ জোরাল কণ্ঠ হাঁক দিল পেছন থেকে।

ঝট করে কীবোর্ড থেকে উঠে চলে এল কিশোরের হাত। ঘুরে তাকাল সে।

এগিয়ে আসছে একজন তরুণ মঞ্চশ্রমিক। লম্বা লম্বা সোনালি চুল তার। রঙচটা ফ্ল্যানেলের শার্টের হাতা গোটানো। বাহুতে উল্কি দিয়ে ছবি আঁকা।

সন্দেহে ভরা সবুজে চোখ ঘুরিয়ে ধমক দিল লোকটা, 'এখানে কি?'

তাকিয়ে আছে কিশোর। বিড়বিড় করল, 'এই লোকই পিটারকে সাবধান করেছিল।'

'কি বললে?'

'বোর্ডটা পড়ার আগে চিৎকার করে আপনিই পিটারকে সাবধান করেছেন। চেহারাটা মনে আছে।'

'ভাল। এখন তোমার চেহারাটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেই খুশি হব। কম্পিউটারে তোমার কোন কাজ নেই। স্টেজ ম্যানেজার নও তুমি।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'অস্বীকার করছি না। কম্পিউটার দেখলেই লোভ লাগে, খালি টিপতে ইচ্ছে করে···দাঁড়ান, আগের জায়গায় এনে দিই।'

কম্পিউটারের দিকে আবার সে ঘুরতেই ভারি থাবা পড়ল কাঁধে। হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল পেছনে। কানের কাছে কঠিন কণ্ঠে বলল লোকটা, 'কিচ্ছু করার দরকার নেই তোমার। ভাগো!'

আড়চোখে লোকটার হাতের দিকে তাকাল কিশোর। তেলকালি লেগে আছে আঙুলে। তার শার্টে লাগছে। কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল, 'দেখুন, আমার কথাটা আগে শুনুন···'

'কোন কথা শুনতে চাই না!' আবার হ্যাঁচকা টান মারল লোকটা।

ঝাঁ করে কানে রক্ত উঠে গেল কিশোরের। আর ভদ্রতার ধার ধারল না। কঠিন কণ্ঠে বলল, 'হাত সরান!'

দাঁত বের করে হাসল লোকটা, 'আরি, আবার রাগও করে!' জোরে এক ধাক্কা মারল সে। ছেড়ে দিল কাঁধ।

হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল কিশোর, কোনমতে সামলাল। ফিরে তাকিয়ে দেখল হাসছে লোকটা। এগিয়ে আসছে।

রুখে দাঁড়াল সে। বলল, 'আর এক পা এগোবেন না!'

হাসি আরও বাড়ল লোকটার। এগিয়ে আসছে। ধরে ফেলল কিশোরকে।

জুডোর প্যাঁচ কষল কিশোর।

লাভ হলো না। লোকটাও জুডো জানে। কিশোরের চেয়ে ওস্তাদ। মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল তাকে।

থ্যাপ করে কাঠের মেঝেতে আছড়ে পড়ল কিশোর।

চার

খালি মেঝেতে পড়লে ব্যথা পেত। শরীরের অর্ধেক পড়ল মেঝেতে, অর্ধেক দড়ির বান্ডিলের ওপর। আরও কণ্ঠস্বর কানে এল তার। পদশব্দ ছুটে আসছে।

সবার আগে পৌঁছে গেল লোকটা।

শেষ মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিল কিশোর। নইলে বুটের লাথি পড়ত মাথায়।

'এই নিরু, কি করছ?' বলে উঠল আরেকটা নতুন কণ্ঠ।

ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, লম্বা একজন লোক। মাথা ভরতি সাদা চুল। গায়ে ক্রু-নেক সোয়েটার, পরনে খাকি প্যান্ট। কোটরে বসা চোখ। অবাক হয়েছে যে বোঝা যায়। পেছনে মুসা আর জিনা।

হাত ধরে কিশোরকে টেনে তুলল মুসা। 'ব্যথা পেয়েছ?'

'না,' গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল কিশোর। 'তবে সময়মত তোমরা না এলে কি হতো বলা যায় না। এই যে মিস্টার নিরুটি, ইনি একজন মোষ…'

'নিরু,' ধমক দিয়ে বললেন লম্বা ভদ্রলোক, 'এ সব আর কক্ষনো করবে না। যদি চাকরি করতে চাও এখানে।'

'আসলে…আমি…ও কম্পিউটারটা ঘাঁটতে লাগল…'

'তাই বলে গায়ে হাত তুলবে? জিজ্ঞেস করতে পারতে, টোপাজকে বলতে পারতে, তোমাকে মাতব্বরি করতে কে বলেছে? জানো, ও পিটারের বন্ধু? যাও, কাজে যাও।'

চলে গেল নিরু।

হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক, 'ভিনসি জাপা, স্টেজ ম্যানেজার।'

কিশোরও হাত বাড়াল। শুরু থেকেই লক্ষ করছে, উচ্চারণ কিছুটা অন্যরকম ভদ্রলোকের; যেমন 'আর' উচ্চারণ করতে গিয়ে কখনও বলেন 'আউ', কখনও 'আহ্'। 'ম্যানেজার'কে উচ্চারণ করলেন 'ম্যানেজাহ্'। জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার বাড়ি কি নিউ ইয়র্ক সিটিতে?'

অবাক হলেন ম্যানেজার, 'ব্রুকলিন। লং আইল্যান্ড। কি করে বুঝলে?'

'উচ্চারণ। মোষের কবল থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না। নিরু আবার কোন শয়তানি করলে আমাকে বলবে।'

'আসলে দোষ আমারও আছে। না বলে কম্পিউটার ধরা উচিত হয়নি। আসলে কৌতূহলটা ঠেকাতে পারিনি...'

হাসলেন জাপা। 'আর কোন কৌতূহল আছে? ঘুরে দেখতে চাও জায়গাটা?'

'হ্যাঁ, মন্দ কি?'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। বুঝল মুসা, বলল, 'তোমরা যাও। আমার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। আমি বরং এটা দেখি।' একটা টেবিলে রাখা স্পোর্টস ম্যাগাজিন টেনে নিল সে। পিটারের দরজার দিকে নজর রাখতে হলে এখান থেকে সরা চলবে না।

ম্যানেজারের সঙ্গে চলল কিশোর আর জিনা। কিশোর ভাবছে, এই নিরু লোকটা কে? পিটারের প্রাণনাশের চেষ্টায় কি তারও হাত আছে? সে-জন্যেই সাইনবোর্ডটা পড়ার সময় ক্রেনের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল? তাকে দেখেই বা এত রেগে উঠল কেন?

দু-জনকে নিয়ে স্টেজে উঠে এলেন ম্যানেজার। বললেন, 'ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড আসলেই একটা বুনো শো। গল্পটা হলো, কয়েকজন আমেরিকান তরুণ, মার্শাল আর্টের ছাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে আটকা পড়েছিল। তাদের নেতার অভিনয় করবে তোমাদের বন্ধু পিটার। পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়বে এক গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে। পুরানো মন্দির, গুহা, এ রকম অনেক জায়গার মধ্যে লুকাতে হবে তাকে।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার!' জিনা বলল।

কয়েকজন শ্রমিক একটা সেট সাজাচ্ছে। দুটো সোফা, একটা কালো টেবিল, তার ওপর একটা টেলিফোন রাখা। মাথায় হেডসেট পরা একজন লোক ফোনে কথা বলছে। আরেকজন পায়চারি করছে, একবার এদিক যাচ্ছে, একবার ওদিক। একটা ব্যালকনিতে গিয়ে উঁকি দিল। তার পেছনে একটা দৃশ্যপট, লিভিং রুমের দেয়াল তৈরি করা হয়েছে, তাতে একটা বুককেস।

'সহজ সেট,' কিশোর বলল। 'এত লোক কি করছে?'

'যতটা সহজ দেখছ ততটা নয়,' ম্যানেজার বললেন। 'এত সাধারণ একটা সেট চালাতেও ষোলোজন লোক লাগে।'

'ষোলো!' অবাক হলো জিনা। 'মাত্র একটা লিভিং রুমের জন্যে?'

হেসে উঠলেন জাপা। 'হ্যাঁ। একজন লোক মাত্র একটা কাজই করে, যেমন যে আসবাব সেট করে সে কেবল সেটাই করে; ল্যাম্প, ফোন যে নাড়াচাড়া করে, তার সেটাই একমাত্র কাজ। আর কোন কাজ করতে দেয়া হবে না তাকে। তাতে জটিলতা বাড়ে। ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিটি কাজের জন্যে আবার এক্সট্রা লোক রাখতে হয়, কোন কারণে একজন যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা অন্য কিছু ঘটে তার, আসতে না পারে, তখন কাজ চালানোর জন্যে। বুঝলে কেন এত লোক লাগে?'

শিস দিয়ে উঠল কিশোর। 'শো-র সময় এত লোক একসঙ্গে কাজ করে কি

করে? যোগাযোগ রাখতে গিয়ে গোলমাল হয়ে যায় না?'

'প্রশ্নটা তাহলে করেই ফেললে। দাঁড়াও, কন্ট্রোল বোর্ডটা দেখাই, তাহলে আন্দাজ করতে পারবে। এখন আর নিরু তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

স্টেজের ওপাশ থেকে ভেসে এল ভারি একটা কণ্ঠ, 'টার্নটেবল নড়ছে!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' তাড়াতাড়ি হাত তুললেন জাপা। মেঝেতে খাঁজকাটা বিশাল এক গোল চক্রের মধ্যে জিনা আর কিশোরকে নিয়ে এলেন তিনি। টেকনিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার চালাও।'

ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল চক্রটা। লিভিং রুমকে ওপরে সরিয়ে দিল। বেরিয়ে পড়ল আরেকটা সেট।

কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে গিয়ে মনিটরের সামনে একটা টুল রাখলেন জাপা। 'শো-র সময় এখানে থাকি আমি, হেডফোন পরে। স্টেজের পেছন দিকে যারা থাকে, তাদের জন্যে নির্দেশ ঢোকানো থাকে কম্পিউটারে। মনিটরে লেখা ফুটতে থাকে আর দেখে দেখে তাদের যার যার কাজের কথা বলতে থাকি আমি। এ ধরনের সিগন্যালকে আমরা বলি কিউ। এই যেমন, শব্দ আর আলো ঠিক করার ভার যাদের ওপর, তাদের হয়তো বললাম লাইটস থার্টি ফাইভ, গো। দৃশ্যপট যারা ওঠায়-নামায় তাদের কিউ করি টর্চলাইট দিয়ে। কিউর কয়েক সেকেন্ড আগে সাবধান করার জন্যে আলো জ্বালি একবার। রেডি থাকে শ্রমিকেরা। সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দেয়।'

'আর কম্পিউটার নিশ্চয় নির্দেশ বদল করতে কিংবা নতুন করে সাজাতে সাহায্য করে আপনাকে,' কিশোর বলল।

'আমাকেই করে,' মাথা ঝাঁকালেন জাপা, 'তবে ডাটাগুলো আমি ঢোকাই না। আরেকজন লোক আছে, সে এসে করে রেখে যায়। স্টেজ ম্যানেজারের দায়িত্ব হলো স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী কাজ করা। কিন্তু এই শো-র মত এত জটিল একটা শো-র জন্যে শুধু স্ক্রিপ্ট যথেষ্ট নয়, কম্পিউটার সেট আপ দরকার। আমার জন্যে সব কিছু প্রোগ্রামিং করে দিয়ে যায় একজন ওস্তাদ কম্পিউটার প্রোগ্রামার।'

'এত জটিল?'

'হ্যাঁ, এত জটিল। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই গেল। দেখা যাবে বসার ঘরে ঢুকে পড়েছে মোটরগাড়ি, দিনের বেলার দৃশ্যে হয়ে যাবে রাতের অন্ধকার...'

'হুঁ। মনিটরের লেখা পড়ে নির্দেশ দেন আপনি। যদি সেখানে ভুল লেখা থাকে এবং ধরতে পারেন, তাহলে নিশ্চয় ঠিকটা দেবেন?'

'তা তো বটেই। তবে ধরাটা বড় কঠিন...'

জোরে জোরে কাশল মুসা।

কিশোর ফিরে তাকাতেই ইশারা করল।

ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিকে রওনা হলো কিশোর আর জিনা। কাছে যেতেই মুসা বলল, 'ভেতরে তো মনে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে।'

ফিরে তাকিয়ে দেখল কিশোর, ম্যানেজারকে দেখা যাচ্ছে না। গিয়ে কান পাতল ড্রেসিং রুমের দরজায়।

প্রথম কণ্ঠটা জোরাল, খানিকটা খসখসে, 'আবার বিশ্বাস করতে বলছ কি

করে? একবার শয়তানি করে বললে আর করবে না, বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আবারও করলে, উইকএন্ডে চলে গেলে ইয়োসিমাইটে। তারপরেও বলছ…'

'এ নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে, মিস্টার কলিন,' পিটারের কণ্ঠ। 'মাঝে মাঝে কোনখান থেকে ঘুরে আসা ভাল, আপনিই বলেছেন…'

'তাই বলে পাহাড়ে চড়তে বলেছি? যখন জানো, নেতার অভিনয় করার জন্যে এই শো-তে আর কেউ নেই? যদি তোমার পা ভাঙত, কিংবা গোড়ালি মচকাত, কি অবস্থাটা হত! এমন সময় করলে কাণ্ডটা যখন টিকিট বিক্রি হতে আরম্ভ করেছে।'

ভারি একটা কণ্ঠ বলল, 'দুই হপ্তা বন্ধ রাখায় অনেক লস হয়েছে আমাদের। দর্শক গেছে খেপে। টিকিটের দাম ফেরত দিতে হয়েছে, আরও নানা রকম গচ্চা। তারপরেও মুক্তি পাইনি খবরের কাগজওলাদের হাত থেকে। ওদের কুনজরে পড়েছি তো পড়েছিই, ভাল হওয়ার আর নাম নেই। আমি বাবা আর এর মধ্যে টাকা ঢালতে রাজি নই। যা যাওয়ার গেছে, লাভের আশা বাদ দিয়ে এখন লোকসান বাঁচানোর চেষ্টা করব।'

'আর ওসব বলে লাভ নেই, রোম,' কলিন বললেন। 'অনেক দূর এগিয়ে গেছি, এখন আর শো বন্ধ করা যাবে না কোনমতে। দুনিয়াতে একজনই তো নেই, আরও লোক আছে…'

'আর্ট টিলারিকে আমার জায়গায় নেয়ার কথা ভাবছেন তো?' বলে উঠল পিটার। 'সাংঘাতিক ট্যালেন্টেড অভিনেতা…এ কথাই বলতে এসেছেন আমাকে? তাহলে কানাঘুষাটা সত্যি, আমি ভাবছিলাম কিছু না।'

'ইয়ে…' দ্বিধা করলেন রোম, 'আমরা চাই টিকেট বিক্রি।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর পিটার বলল, 'মিস্টার রোম, টাকাটা আপনার। আপনি ইচ্ছে করলে ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ভেঙে দিতে পারেন, কিংবা টিকিয়েও রাখতে পারেন। সুতরাং কাকে দিয়ে কাজ করাবেন, সেটাও আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই নির্ভর করে। আনুন টিলারিকে। দামী আর্টিস্ট আনার ঠেলা কাকে বলে বুঝবেন তখন। নিজের প্রশংসা করি না, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাকে বাদ দেয়ার ফল ভাল হবে না আপনাদের জন্যে।'

'তোমাকে রেখেই বা আমাদের কি লাভ?' কলিন বললেন। 'পরের উইকএন্ডে তো আবার পালাবে।'

'আমার ব্যাপারে আপনার কি রকম ধারণা হয়েছে বুঝতে পারছি, মিস্টার কলিন। কিন্তু এই নাটকের জন্যে আমি নিবেদিত। এখনও লোকে তেমন করে চেনে না আমাকে, নাম ছড়ায়নি, কিন্তু নাটকটা দেখার পর ছড়াতে দেরি হবে না। লোকে তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কথাও বলবে; বলবে, আপনিই আমাকে খুঁজে বের করেছেন।'

পিটারের পক্ষে কথা বলে উঠতে ইচ্ছে করল কিশোরের। পরের কথাগুলো শোনার জন্যে আরও জোরে কান চেপে ধরল দরজায়।

'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা নিয়ে পরে আরেকবার আলোচনায় বসতে পারি আমরা,' খানিকটা নরম হলেন কলিন, 'মাথা ঠাণ্ডা হলে।'

চেয়ার ঠেলার শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে এল কিশোর,

মুসা আর জিনা। শুনতে পেল পিটার বলছে, 'আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, আমার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে লেখা আছে কোন কারণে যদি আমাকে বাদ দেয়া হয়, তাহলেও আমার বেতন ঠিকই দিতে হবে। টিলারিকে নিলে দু-জনের বেতন দিতে হবে আপনাকে। বিরাট অঙ্কের টাকা। যতদিন নাটকটা চলবে, টাকা দিতে হবে আমাকে।'

রোমের ঝাঁঝাল কণ্ঠ শোনা গেল, 'কলিন, কি বলে ও? এ কথা তো আমাকে বলোনি তুমি?'

চুপ করে রইলেন কলিন।

মৃদু হাসি শোনা গেল পিটারের। 'এতগুলো টাকা বাঁচাতে হলে হয় আমাকে দিয়েই অভিনয় করাতে হবে, নয়তো আমাকে মেরে ফেলতে হবে।'

পায়ের শব্দ, রাগত ঘোঁৎ-ঘোঁতের পর ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা।

জিনা আর মুসা ম্যাগাজিন পড়ার ভান করল। টেবিলে রাখা জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল কিশোর। দরজা খুলে লোক বেরোচ্ছে, তাতে যেন কিছু এসে যায় না তার।

তবে পেটের মধ্যে বিশ্রী একটা অনুভূতি হচ্ছে। 'মেরে ফেলার' কথাটা এ-ভাবে কলিন আর রোমের সামনে বলে ফেলাটা বোধহয় উচিত হয়নি পিটারের!

পাঁচ

'নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

কলিন আর রোমের সঙ্গে পিটারের কথা কাটাকাটির খানিক পর সেলুনের বাইরে কথা বলছে দুই গোয়েন্দা। ভেতরে দাঁড়িয়ে পিটারের চুল কাটা দেখছে জিনা। যে লোকটা কাটছে তার নাম বব রডম্যান।

কিশোর বলল, 'কেউ একজন পিটারের পেছনে লেগেছে। মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে নানা ভাবে। আজ আরেকটু হলে আমাদের চোখের সামনেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল সে।'

'তাতে নিজের বিপদটা ডেকে আনল কোথায়?' এখনও বুঝতে পারছে না মুসা।

'কেন, শুনলে না কলিন আর রোমকে নিজেই বলেছে তাকে মেরে ফেললে ল্যাঠা চুকে যায়?'

'সে তো রসিকতা।'

'কিন্তু রসিকতাটাকেই যদি সিরিয়াস ধরে নেয়া হয়? পিটার মরে গেলে তাঁদের লাভ আছে। সুতরাং সন্দেহের তালিকায় দু-জনের নাম যোগ হলো।'

'হুঁ!'

সেলুনে ঢুকল কিশোর।

চুল কাটতে কাটতে জিনাকে বলল বব, 'খুব সুন্দর তোমার চুল। এমন করে সাজিয়ে দিতে পারি মঙ্গল গ্রহের ছেলেরাও ঝাঁক বেঁধে লাগবে তোমার পেছনে।'

লাল হয়ে গেল জিনার গাল।

'তোমার বকর বকর বাদ দাও তো, বব,' পিটার বলল। 'ভিনগ্রহ ছাড়া আর কিছু বোঝো না?'

চোখ ওল্টাল বব, 'ভিনগ্রহ বাদ দিতে হলে মহাকাশকে বাদ দিতে হয়। আমাদের অস্তিত্ব তাহলে থাকল কোথায়? ওখান থেকেই তো এসেছি আমরা...'

'তুমি এসেছ, আমি নই!'

কাঁচি চালানো বন্ধ করে ফেলল বব। পিটারের ঘাড়ে লেগে থাকা কাটা চুল ব্রাশ দিয়ে চেঁচে নিচের কাপড়ে ফেলল। 'সুন্দর কাটা হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি আর কেউ পারবে না।'

নাপিতের চেয়ার থেকে নেমে এল পিটার। কিশোরদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। চলো কিছু খেয়ে আসি। সাড়ে সাতটা বাজতে এখনও প্রায় দেড় ঘণ্টা বাকি।'

'ভাল কথা মনে করেছেন,' হেসে বলল মুসা।

'তারমানে আমাদের চ্যানেলে আসছ না তুমি?' কিছুটা হতাশ কণ্ঠেই পিটারকে জিজ্ঞেস করল বব।

'তোমাদের কিসে?'

'ভুলে গেছ? শো-র আগে কয়েকজন অভিনেতা আমার ওখানে আসছে। আধঘণ্টার জন্যে একটা অনুষ্ঠান হবে। আমাদের চ্যানেলে পৌঁছার চেষ্টা করব আমরা, অতীত জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ করব...'

মুখ বাঁকাল পিটার, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, বব। অতীত জীবনের চেয়ে একটা চীজবার্গারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই এখন বেশি ভাল লাগবে আমার।'

সেলুন থেকে বন্ধুদের বের করে নিয়ে গেল পিটার। ফিরে তাকালে দেখতে পেত রহস্যময় হাসি ফুটেছে নাপিতের ঠোঁটে।

সিঁড়ি দিয়ে পিটারের ড্রেসিং রুমে নেমে এল গোয়েন্দারা। এই প্রথম ভাল করে ঘরটা দেখার সুযোগ পেল কিশোর। দেয়াল জুড়ে বিশাল বিজ্ঞাপন করা হয়েছে পিটার হাইয়েমের—খবরের কাগজের কাটিং, প্রেস রিলিজ, বাঁধাই করা সাদা-কালো ছবি, ভক্তদের চিঠি সাঁটিয়ে রাখা হয়েছে। সবখানে ছড়িয়ে আছে পিটারের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা হাসিমুখ।

'বাহ্, খুব বিখ্যাত লোক মনে হয় আপনি,' মুসা বলল।

টান দিয়ে গায়ের শার্টটা খুলে ফেলল পিটার। কাটা চুল লেগে আছে তাতে। কাপড়ের র‍্যাক থেকে আরেকটা শার্ট নিয়ে পরতে পরতে বলল, 'থিয়েটারের লোকের কাছেই শুধু পরিচিত। তা-ও নিক ফ্লিন্টকে কাজে লাগানোয়। এই লাইনে সবচেয়ে ভাল এজেন্ট সে।'

'পিটার, শোনো,' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কিশোর, 'একটু আগে প্রযোজকদের সঙ্গে তোমার কথা কাটাকাটিটা শুনে ফেলেছি আমরা।'

একটা সানগ্লাস পরল পিটার। 'চলো, বার্গার ব্রিসটোতে খেতে যাব। ওখানেই আলাপ করা যাবে। এই জায়গাটায় দম আটকে আসছে আমার।'

দরজার বাইরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কাঁধে ক্যানভাসের ব্যাগ

ঝুলিয়ে নেমে যাচ্ছে কয়েকজন অভিনেতা। পিটারকে দেখে হাত নাড়ল।

রলিকেও দেখা গেল ওদের মাঝে। কালো চোখ নাচিয়ে পিটারকে বলল, 'ববের ওখানে যাবে না?'

'তোমাকেও পটিয়ে ফেলেছে নাকি?'

হাসল রলি, 'ভালই লাগে। উদ্ভট সব কাণ্ড করে বব। আমরা কল্পনা করে নিই নানা রকম শব্দ শুনছি। বেশ মজা পাই। আসতে পারো, তোমারও খারাপ লাগবে না।'

'আমার খিদে পেয়েছে।'

'ও, এ জন্যে যাবে না? এটা একটা সমস্যা হলো?' কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে জিপার খুলল রলি। ভেতর থেকে বের করল প্লাস্টিকের বড় একটা পোঁটলা। বার্গার বের করে দিল।

দ্বিধা করল পিটার। বন্ধুদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কি বলো?'

তাজা বনরুটি আর গরুর মাংসের বড়ার সুগন্ধ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল নাকে। হাত বাড়াতে গিয়েও সামলে নিল কিশোর, অনেক কষ্টে নিরস্ত করল নিজেকে। শরীরটাকে পিপে বানিয়ে সারাক্ষণ কষ্ট পাওয়ার চেয়ে খাবারের কষ্ট ভাল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তা যাওয়া যায়। নতুন একটা জিনিস দেখতে পাব, অসুবিধে কি?'

বার্গার নিতে মুহূর্ত দ্বিধা করল না মুসা, কিন্তু ববের ওখানে যাওয়ার কথা ভাবতেই থমকে গেল, 'অতীত জীবন! ভূতুড়ে কোন ব্যাপার নয় তো?'

তার দিকে তাকাল রলি। বুঝতে পারল না।

জিনা বলে দিল, 'ভূতকে ভীষণ ভয় পায় মুসা।'

'ও,' হাসল রলি। 'না না, ভূতপ্রেত নেই ওখানে। গ্যারান্টি দিতে পারি।'

রলি ভূত নেই বললেও পুরো ব্যাপারটা ভূতুড়েই মনে হলো মুসার কাছে।

পিটারের গাড়িকে অনুসরণ করে ছোট একটা দোতলা বাড়ির পার্কিং স্পেসে গাড়ি ঢোকাল কিশোর। পিকআপটা না নিলেও চলত, এক গাড়িতেই জায়গা হয়ে যেত সকলের, কিন্তু বার্গারের লোভ যদি শেষ পর্যন্ত সংবরণ করতে না পারে এই ভয়ে খাবারওয়ালা গাড়িতে গেলই না সে।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বব রডম্যান। ঘন ভুরুর নিচে তার দৃষ্টি কেমন বদলে গেছে, নাপিতের দোকানে চুল কাটার সময় যেমন ছিল তেমন নয়, যেন বহুদূরে কোথাও তাকিয়ে আছে। স্বাগত জানাল, 'জুতো খুলে ঢোকো, অনেক যত্ন করে মেঝে পরিষ্কার করেছি,' এই বলে।

বাইরে জুতো খুলে রেখে শুধু মোজা পরে লম্বা, সরু একটা করিডর ধরে এগোল কিশোর, মুসা আর জিনা। শেষ মাথায় ছোট, জানালাবিহীন একটা ঘর। ঢোকার মুখে টেবিলে রাখা একটা আলোকিত টেবিল ল্যাম্পকে মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে ছায়াঘন পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। অদ্ভুত সব চার্ট ঝোলানো দেয়ালে। গ্রহ-নক্ষত্র আর এমন সব চিহ্ন ও নকশা আঁকা, কিছুই চিনতে পারল না কিশোর। শেকসপীয়ারের একটা শ্বেত পাথরের মূর্তির নিচে একটা পিয়ানো পড়ে আছে।

ঘরের মাঝখানে একটা পুরানো কার্পেট। সেটাতে হাত ধরাধরি করে গোল

হয়ে বসেছে অভিনেতারা। চক্রের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দরজার কাছে বসল বব। তার পাশে বসতে ইশারা করল কিশোর, মুসা ও জিনাকে।

ওরা বসলে অনুষ্ঠান শুরু করল বব। মাপা মাপা নরম গলায় বলল, 'চোখ বন্ধ করো সবাই…নিজেদেরকে পাত্র তৈরি করো চারপাশের শক্তিদের জন্যে।'

শিউরে উঠল মুসা। জিনার কাছে মনে হলো হাস্যকর। কিশোর বোঝার চেষ্টা করল কি বলতে চাইছে নাপিত।

'কণ্ঠরা আজ এসেছিল আমার কাছে,' বব বলছে। 'ওরা বলেছে তোমাদের কোন একজনের জন্যে আজ রাতে একটা দরজা খোলা থাকবে। এমন একটা দরজা যা শত শত বছর ধরে লুকানো রয়েছে। কার কথা বলছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেনি। দরজাটা কোন ধরনের জীবনে নিয়ে যাবে তা-ও জানতে চেয়েছি, নীরব থেকেছে ওরা।'

নাক টানল একজন অভিনেতা। এই আজব পরিবেশে শব্দটা অবাস্তব লাগল।

আবার কথা বলল বব, বেশ ভারি একধরনের ফিসফিস শব্দ, 'অনেক যন্ত্রণা, বার বার বলেছে ওরা, তবে সবশেষে কাটবে মহাভার, হালকা হবে শরীর।'

খাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকলে শরীরের ওজন কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হালকা হবেই, ভাবল কিশোর। অনুভব করল, তার দু-পাশের লোকের ধীরে ধীরে দুলতে আরম্ভ করেছে। গুঞ্জন করতে লাগল দুটো কণ্ঠ।

তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বব বলল, 'কজার কথা ভাবো…ধীরে… খুলছে…'

ভূতের ভয় দূর হয়ে গেছে মুসার। ভাবল, তার টয়োটা করোলার দরজা খুলছে ধীরে ধীরে। পিটম্যান আর্মটা লাগাতে কত সময় লাগবে?

'ওই যে…' বব বলল, 'নতুন একটা পরিবর্তন টের পাচ্ছ, বাতাস হঠাৎ করে বদলে গেলে যেমন অনুভূতি হয়?'

আর সহ্য করতে পারল না একজন অভিনেতা, হেসে ফেলল। 'শ্‌শ্‌' করে তাকে থামতে বলল আরেকজন। বব নয়, অন্য কেউ, বুঝতে পারল কিশোর। ওই লোক বোধহয় পুরো ব্যাপারটাই বিশ্বাস করছে। অনেকেই হয়তো করছে, কে জানে!

'এখন…' বব বলল, 'দুলতে দুলতে ঢুকে পড়ো নিজেদের গভীরতম সত্তার ভেতরে…আমরা যখন দুলছি, তখন অদৃশ্য শক্তির পরিমাণ বাড়ছে, আগন্তুককে বের করে দেয়া হবে…'

দুলতে শুরু করল কিশোর। শান্ত থাকো, নিজেকে বোঝাল সে, জোরাল অটো সাজেশন দেয়ার মত কোন ব্যাপার ঘটছে। ইচ্ছে করলে যোগ দিতে পারো, না করলে…

'হ্যাঁ…' উত্তেজনায় গলা আটকে আসতে চাইছে ববের, 'আমার বিশ্বাস ওটা এখানেই আছে…আমার বিশ্বাস তোমাদের মধ্যেও একজন সেটা অনুভব করতে পারছ…হ্যাঁ!'

পরক্ষণে ঘোর অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘরটা। চোখ বোজা অবস্থাতেও সেটা বোঝা যাচ্ছে। নিভে গেছে বাতিটা।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার চিরে দিল নীরবতা। থ্যাপ করে কার্পেটের ওপর পড়ল

ভারি কিছু।

আপনাআপনি খুলে গেল তার চোখ। চেঁচিয়ে বলল, আলো কই, আলো!'

অন্ধকারে নড়াচড়া, দেয়ালে নখ ঘষার শব্দ।

মুসার হাত আঁকড়ে ধরল জিনা।

'খাইছে!···কে-ক্কে···' তোতলাতে শুরু করল মুসা।

মাথার ওপরে আলো জ্বলে উঠল।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে পিটার। চোখ বোজা। কপালের পাশে লাল দাগ।

তার মাথার কাছে পড়ে আছে উইলিয়াম শেকসপীয়ারের মূর্তিটা।

ছয়

'না, লাগবে না, ঠিকই আছি আমি,' আস্তে করে ববের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল পিটার। তার কপালে ভেজা কাপড় রাখতে যাচ্ছিল নাপিত। মূর্তির বাড়িতে কপাল কাটেনি তার, তবে ব্যথাটা জোরেই লেগেছে। ফুলে গেছে। লালচে রঙটা বেগুনী হয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

'হাসপাতালে ফোন করি,' রিসিভার তুলে নিল মুসা।

'না!' প্রায় চিৎকার করে উঠল পিটার।

থমকে গেল মুসা।

কিশোরের দিকে তাকাল পিটার, 'আজ রাতের শো আমি কিছুতেই মিস করতে পারব না! বিপদে পড়ে যাব!'

কলিন আর রোমের সঙ্গে পিটারের কথা কাটাকাটির কথা মনে করল কিশোর। বুঝতে পারল, নাটক থেকে তাকে বের করে দেয়া হবে এই ভয় পাচ্ছে সে। সেটা অন্য কেউ বুঝে ফেলার আগেই তাড়াতাড়ি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল কিশোর, 'কি করে পড়ল? টেবিলের ওপর গিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

কপালের আহত জায়গা ডলল পিটার। 'না, চোখ বন্ধ করে বসে ছিলাম। হঠাৎ পড়ল মাথার ওপর!'

মূর্তিটা আবার আগের জায়গায় তুলে রাখতে রাখতে জিনা বলল, 'অনেক ভারি। ব্যথা সেই তুলনায় কমই পেয়েছেন।'

হাসার চেষ্টা করল পিটার, 'আমার মা বলত, আমার নাকি লোহার মত কপাল।'

আরেকজন অভিনেতা বলল, 'পড়ল কি ভাবে? টেবিলের কিনারে বসানো ছিল নাকি? হয়তো অদৃশ্য শক্তিরা আসার ফলে ঘরের বাতাসে যে কাঁপুনি উঠেছিল···'

হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে কিশোর। 'টেবিলের কিনারটা দেখছেন না কেমন উঁচু করে তৈরি? তুফান এলেও মূর্তিটা পড়ার কথা নয়।'

'দরজা দিয়ে মনে হয় প্রেতাত্মাকে আসতে দেয়া উচিত হয়নি,' রলি বলল। 'না দেখে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।'

হালকা হাসি শোনা গেল।

কিন্তু রসিকতায় কান দিল না বব। গম্ভীর মুখ করে তাকাল পিটারের দিকে।

রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'তোমার বেলায় কেন এটা ঘটল আশা করি বুঝতে পেরেছ।'

ক্ষণিকের জন্যে পিটারের চোখের তারায় ভয় ফুটতে দেখল কিশোর। জোর করে হাসার চেষ্টা করল অভিনেতা, চোখ সরিয়ে নিল আরেক দিকে।

আরেকজন অভিনেতা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের কথা বলছ, বব?'

হ্যাঁ, কিসের কথা বলছে?—কিশোরও ভেবে অবাক হলো। একা পেলে জিজ্ঞেস করতে হবে পিটারকে।

ঘড়ি দেখল বব। 'আজ আর সময় নেই। অনুষ্ঠানটা আরেক দিন করা যাবে।'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়াল পিটার। অন্তত আধডজন বন্ধু আর সহকর্মী তাকে সাহায্য করতে চাইল। কিন্তু কারও সাহায্য না নিয়ে একাই ধীরে ধীরে এগোল দরজার দিকে।

থিয়েটারের লোকেরা পিছু নিল তার। মুসা আর জিনাকে নিয়ে রয়ে গেল কিশোর। ববকে অনুরোধ করল, 'একটু পরীক্ষা করে দেখি ঘরটা?'

কাঁধে ভারি ব্যাগ তুলে নিল বব। বাতির সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'নাহ্, এখনি বেরিয়ে যেতে হবে। খুব শক্তিশালী অদৃশ্য উপস্থিতি টের পাচ্ছি আমি। এটাকে এভাবেই থাকতে দেয়া উচিত।'

'কিন্তু...'

কিশোর কথা শেষ করার আগেই কিট করে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল বব।

অন্ধকারে মাথা নাড়ল কিশোর। তদন্তটা করতে দেয়া হলো না বলে নিরাশ হয়েছে।

সাড়ে সাতটায় স্টেজের দরজা দিয়ে যখন ঢুকছে কিশোর, খিদেয় পেটের মধ্যে পাক খাচ্ছে নাড়িভুঁড়ি। কিন্তু খেতে যাওয়ার সময় নেই এখন আর।

দেয়ালের একটা সাইন-ইন শীটের সামনে দাঁড়াল পিটার।

গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'শো শুরু হওয়ার আধঘন্টা আগে এখানে সই করতে হয় আমাদের। সময়মত এই সই না দেখলে অন্য ব্যবস্থা করবে ভিনসি জাপা।'

মেসেজ বোর্ডে নতুন একটা নোটিশ দেখতে পেল জিনা। পিটারকে বলল, 'আরি, এটার কথা তো বলেননি আমাদের!'

সাইনে লেখা—

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্যে বলা হচ্ছে:
<u>ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! কোরাস অডিশন</u>
মেইন স্টেজ, গারবার থিয়েটার
বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.০০ টা
দুটো পার্টে অভিনয়ের জন্যে জরুরী ভিত্তিতে
একজন অভিনেতা ও একজন অভিনেত্রী লাগবে।

'কেন?' পিটার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আগ্রহ আছে?'

'ইয়ে...হলে মন্দ কি? নাচ তো শিখছিই আমি।'

'বেশ। এখনও দু-দিন সময় আছে হাতে। তৈরি হতে থাকো। কাজটা পেয়ে যাবে।'

গোয়েন্দাদের নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল পিটার, টোপাজকে অফিসে বসে থাকতে দেখে হাত নাড়ল।

এবার আর ড্রেসিং রুমে ঢুকতে কিশোরদের বাধা দিল না ডোরম্যান। একটা খাম তুলে নিয়ে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল পিটার, 'নাও, তিনটে ফ্রী টিকেট আছে এতে। সবচেয়ে ভালগুলোর তিনটে। পঞ্চম সারির মাঝখানে। এখন যাও, আমার কাজ আছে। তৈরি হতে হবে।'

বাইরে বেরিয়ে জিনা বলল, 'লোকটার এনার্জি আছে। বিকেলে আমরা আসার পর থেকে কতগুলো ঘটনা ঘটে গেল। মাথায় এমন একটা বাড়ি খেল। তারপরও কিছু হয়নি। এখনও একেবারে স্বাভাবিক।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'থিয়েটারের মধ্যে এ ভাবে আর কখনও ঢুকিনি। ভালই লাগে কিন্তু। স্টেজে ওঠাটা দারুণ রোমাঞ্চকর নিশ্চয়। এত লোকের চোখ সব তোমার ওপর থাকবে, হাসবে, প্রশংসা করবে, হাততালি দেবে···খুব ভাল, তাই না?'

কিশোরও একমত হলো। শো-বিজনেস থেকে সরে আসার জন্যে জীবনে এই প্রথমবার দুঃখ হলো কিশোরের।

শো শেষ হওয়ার পর স্টেজের আলো নিভে এল, স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করতে লাগল হলের মধ্যে। সবাইকে থ করে দিয়েছে পিটার। তার জোরাল কণ্ঠের শেষ কথাগুলো যেন এখনও ঘরের বাতাসে ভাসছে।

প্রথমে একটা-দুটো হাততালি পড়ল। তারপর যেন ফেটে পড়ল দর্শকরা। অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, শিস দিয়ে প্রশংসা করতে লাগল পিটারের।

'সাংঘাতিক!' মুসা বলল। দুই আঙুল মুখে পুরে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল।

আলো জ্বলে উঠল হলে। স্টেজের পর্দা পড়ল। আবার যখন সরল, স্টেজেও উজ্জ্বল আলো জ্বলছে তখন। কয়েক সারিতে দাঁড়িয়েছে অভিনেতারা। মূল অভিনেতারা রয়েছে সামনের সারিতে।

দর্শকদের অভিবাদন জানাতে সবার শেষে মঞ্চের একপাশ থেকে বেরিয়ে এল পিটার। হাততালি আর চিৎকারে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়।

হাসল পিটার। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল দর্শকদের। মেকআপে ঢাকা পড়েছে তার কপালের দাগটা। কিশোর, মুসা আর জিনার দিকে তাকিয়ে আলতো চোখ টিপল। স্টেজের কিনারে এসে দাঁড়াল অনেক আগ্রহী দর্শকের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্যে।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল মুসা, থেমে গেল বিস্ফোরণের শব্দে। সেই সঙ্গে তীব্র আলোর ঝিলিক। থতমত খেয়ে গেল দর্শকরা। চিৎকার করে উঠল কেউ কেউ।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর।

মুহূর্ত আগেও পিটার যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এখন ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী!

সাত

সীটের মাঝের গলিপথ ধরে ছুটল কিশোর, মুসা আর জিনা। হই-চই করছে দর্শকরা। যারা সীটে বসা ছিল, তাদের অনেকেই উঠে পড়েছে।

ধাক্কা দিয়ে সামনের লোক সরিয়ে পথ করে এগোচ্ছে মুসা। পেছনে অন্য দু-জন। অর্কেস্ট্রা রাখার জায়গাটা, অর্থাৎ অর্কেস্ট্রা পিট পেরিয়ে লাফিয়ে উঠল মঞ্চে।

ধোঁয়া সরে গেছে। নিথর হয়ে পড়ে আছে পিটার। কনুই দিয়ে লোক সরিয়ে তার কাছে পৌঁছল মুসা আর কিশোর।

পিটারের মাথাটা তুলে ধরেছে একজন অভিনেত্রী।

'ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল কিশোর। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পিটারের পাশে।

কপালে হালকা একটা লাল দাগ দেখা যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়েছে কড়া মেকআপ ভেদ করে।

'চুমু খাও আমার কপালে,' ফিসফিস করল পিটার

কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু, 'মানে?'

'আমাকে···আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে···অর্কেস্ট্রাটা কোথায়?'

'পিটার! আমি কিশোর, কিশোর পাশা। তোমার কি হয়েছে?'

বার কয়েক মিটমিট করে খুলে গেল পিটারের চোখের পাতা। 'কি-কিশোর!···মনে হচ্ছে ওয়েস্ট সাইড স্টোরির মৃত্যুর দৃশ্যটা অভিনয় করছিলাম!'

হাসি এবং স্বস্তি একসঙ্গে ফুটল অনেকের মুখে। কিন্তু কিশোর আরও গম্ভীর হয়ে গেল। তাকিয়ে আছে পিটারের মুখের দিকে।

স্টেজ ম্যানেজার জাপা আর একজন লম্বা ড্যান্সার দাঁড়াতে সাহায্য করল পিটারকে।

'ধরা লাগবে না, আমি ঠিকই আছি,' টলতে টলতে মঞ্চ থেকে নামার জন্যে এগোল সে।

আবার প্রশংসার হাততালি দিল দর্শকরা। ভাবল, আরেকটা অভিনয় করছে পিটার। বেরোনোর দরজার দিকে সারি দিয়ে এগোতে শুরু করল ওরা

মঞ্চের কিনারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল কিশোর।

অর্কেস্ট্রা পিটে দু-জন ইলেকট্রিশিয়ান তার পরীক্ষা করছে। মঞ্চের কিনারে অনেকটা টর্চের ব্যাটারির মত দেখতে একটা ধাতব যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে তারগুলো। জাহির বিলিয়ার্ড আর আরেকজন মিউজিশিয়ান দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখছে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

হাত নাড়ল জাহির, 'কি জানি? আমার মাথাটাই উড়িয়ে নিত আরেকটু হলে।'

ধাতব যন্ত্রটা দেখিয়ে গোমড়ামুখো এক ইলেকট্রিশিয়ান বলল, 'ফ্ল্যাশ-পটে লুজ কানেকশন। এর মধ্যে খুব কম শক্তির একধরনের বিস্ফোরক রাখা থাকে। ইলেকট্রিক সিগন্যাল পেলেই ফেটে যায়।' কালো হয়ে যাওয়া যন্ত্রটার দিকে আবার

হাত তুলল সে, 'পাওয়ারের গণ্ডগোলে মনে হয় কোন ধবনের সিগন্যাল পাঠিয়েছে। ব্যস, গেছে ফেটে।'

'মাঝে মাঝেই ঘটে নাকি এ রকম?' জানতে চাইল কিশোর।

'ঘটে না, তবে ঘটতে পারে। এখানে এই প্রথমবার ঘটল।'

হুঁ—ভাবল কিশোর, ব্যাপারটা স্বাভাবিক ধরে নিতে ইচ্ছে করল না তার।

আরও কয়েক সেকেন্ড ইলেকট্রিশিয়ানদের কাজ দেখল সে আর মুসা, তারপর চলে এল পিটারের ড্রেসিং রূমে। জিনা আগেই এসে বসে আছে। আরও কয়েকজন অভিনেতা কথা বলছে। ইলেকট্রিক হট পটে চা বানাচ্ছে একজন। মেকআপ টেবিলের সামনে বসেছে পিটার, ফোনে কথা বলছে, 'কি করে ফ্ল্যাশ-পটটা ফাটল বলতে পারব না।...কেমন আছি জিজ্ঞেস করলে না?...হ্যাঁ, ভালই আছি।...ঠিক আছে, রুথ, পরে দেখা হবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিল সে। কিশোরকে দেখে বলল, 'এসেছ।' অন্য অভিনেতাদের বলল, 'এই, তোমরা এখন যাও, মেহমান আছে। আমি ঠিক হয়ে গেছি। অনেক ধন্যবাদ।'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অভিনেতারা। গায়ে কাঁটা দিল একবার পিটারের। শূন্য দৃষ্টি ফুটল চোখে। 'এক সন্ধ্যায় তিন-তিনবার দুর্ঘটনা!' আনমনে কপালের জখমে হাত বোলাল। 'আরও কতবার হবে কে জানে...'

সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'এই শো-তে যারা কাজ করছে, তাদের কথা কিছু বলো তো আমাকে। জানা দরকার।'

ভুরু সামান্য উঠে যেতে দেখল পিটারের। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছনে তাকাল কিশোর। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বব রডম্যান।

'যাক, ভালই আছ,' স্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল বব।

'কেন, খুব খারাপ থাকব ভেবেছিলে নাকি? মনে করেছ পুরানো অভিশাপে আমাকেও ধরেছে। ম্যাকবেথ আর না বলার অনুরোধ করতে এসেছ?'

শক্ত হয়ে গেল বব। 'তোমার আর শিক্ষা হবে না, পিটার!'

কিশোরদের দিকে তাকাল অভিনেতা। বলল, 'বুঝতে পারছ না তো? দাঁড়াও, বুঝিয়ে দিই। ম্যাকবেথ নামটা বলা আমার জন্যে বারণ। বললেই ম্যাকবেথের অভিশাপে পড়তে হবে।'

থমথমে হয়ে গেছে ববের মুখ। 'দোহাই তোমার, এবার বন্ধ করো, পিটার!'

'ব্যাপারটা কি বলুন তো?' জানতে চাইল মুসা।

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল বব। 'থিয়েটারের জগতের সবচেয়ে প্রাচীনতম অভিশাপ এই শব্দটা। উইলিয়াম শেকসপীয়ারের এই বিখ্যাত নাটকের নামটা মঞ্চে বলা অভিনেতাদের জন্যে বারণ। যে বলবে, তারই দুর্ভাগ্য শুরু হবে, নানা ভাবে...'

'কচু হবে,' পিটার বলল।

নাকের ফুটো বড় হয়ে গেল ববের। 'দেখো, পিটার, পুরানো অনেক অভিশাপকে পাত্তা না দিয়ে বহুলোক অপঘাতে মরেছে। তোমাকে ভালবাসি বলেই সাবধান করছি, বিশ্বাস করো আর না করো, রসিকতা কোরো না ওসব নিয়ে। চুপ

করে থাকলেই হয়। এই যে একের পর এক অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আঘাত আসছে তোমার ওপর এর কি ব্যাখ্যা দেবে?' যাওয়ার জন্যে ঘুরল সে। আবার ফিরে তাকাল কাঁধের ওপর দিয়ে। 'আবারও বলছি, তোমাকে ভালবাসি বলেই এত কথা, নইলে আমার কি ঠেকা ছিল? এখনও সাবধান হও। উইলিয়াম শেকসপীয়ারের আত্মাকে নিয়ে অনেক বদনাম আছে, কাউকে কখনও ওটা ক্ষমা করেছে বলে শোনা যায়নি।'

বেরিয়ে গেল বব।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। চোখে অস্বস্তি।

'লোকটা ভাল,' পিটার বলল, 'তবে বোকা। নইলে এ সব বিশ্বাস করে?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। চিন্তায় ডুবে গেছে। পিটারের কথায় কান আছে বলে মনে হলো না।

মুসা বলল, 'এ সব ব্যাপার একেবারে উড়িয়ে দেয়া কিন্তু ঠিক না।'

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল পিটার, 'আরি, আরও একজন দেখি পাওয়া গেছে!' মুসাকে আরও গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে গাল চুলকাল, ভাবল, তারপর বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, না বললে যদি খুশি হও তোমরা, নাহয় না-ই বললাম।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' বাস্তবে ফিরে এল যেন কিশোর, 'এই শো-তে যারা কাজ করছে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলো।'

আরও একঘণ্টা পর থিয়েটার থেকে বেরোল ওরা। পিটার বসল তার গাড়িতে, জিনা, কিশোর আর মুসা উঠল পিকআপে।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগল কিশোর, অনেক কথা বলেছে তাকে পিটার, কিন্তু তার মধ্যে থেকে কোন সূত্র উদ্ধার করতে পারেনি।

আগে আগে গাড়ি চালাল পিটার। পথে কোন দুর্ঘটনা হতে পারে ভেবে পেছনে থেকে তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল গোয়েন্দারা। নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরল।

জিনাকে তাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে চলল মুসা আর কিশোর।

'আমার মনে হয় জাপার কাজ,' মুসা বলল। 'ফ্ল্যাশ-পট ফাটানো তার জন্যে কঠিন কিছু না।'

'হয়তো নয়,' সামনের পথের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'কিন্তু ববের বাড়িতে তিনি ছিলেন না। তাহলে আলো নিভিয়ে দিয়ে মূর্তি ফেলল কে? তাঁবুর কাছেও তাঁকে দেখা যায়নি। তাহলে সাইনবোর্ডই বা ফেলল কে?'

ইয়ার্ডে ঢুকে ওঅর্কশপের সামনে গাড়ি রাখল কিশোর। নামার আগে বলল, 'আরও একটা ব্যাপার, পিটারের সঙ্গে কেন শত্রুতা করবেন ম্যানেজার? মোটিভটা কি?'

'কি জানি?' হাত ওল্টাল মুসা। 'তাহলে কে করল এ কাজ? নিরু না তো?'

'সাইনবোর্ডটা পড়ার সময় অবশ্য ওখানে ছিল সে। স্টেজেও কাজ করেছে। কিন্তু পিটার বলেছে, তার কাজ সেট সাজানো, আর কিছুতে হাত দেয়া নিষেধ।'

গাড়ি থেকে নেমে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল ওরা। টেলিভিশনটা অন করে দিয়ে

চেয়ারে বসল। নিউজ হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'পিটারের ওপর কোন কারণে অবশ্য কড়া রাগ থাকতে পারে নিরুর। তবে কড়া রাগ তার সারা দুনিয়ার ওপরই থাকতে পারে, স্বভাবটাই ওরকম।'

একটা টুলে বসল মুসা। 'ফ্ল্যাশ-পটটা ছিল অর্কেস্ট্রা পিটে। ফাটানোর কায়দাটা জানা থাকলে কোন মিউজিশিয়ানও কাজটা সেরে দিতে পারে।'

'জাহির বিলিয়ার্ডের মত কেউ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ববকেও সন্দেহের তালিকায় ফেলা যায়। লোকটার মাথায় দোষ আছে। রলির ওপরও সন্দেহ হয়। ববের ঘরে ছিল মূর্তিটা পড়ার সময়। পিটারকে সরাতে পারলে নতুন স্টার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার।'

'আমার মনে হয় না রলি আছে এ সবে,' কিশোর বলল। 'তার স্টার হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। পিটার সরলে সঙ্গে সঙ্গে আর্ট টিলারিকে খবর পাঠাবেন কলিন। বরং তাঁকেই সন্দেহ করা উচিত।'

টিভির দিকে তাকাতেই পিঠ সোজা হয়ে গেল মুসার, 'খাইছে, দেখো!'

পর্দায় দেখা যাচ্ছে গারবার থিয়েটার। আস্তে আস্তে সরে গেল ক্যামেরা, নিতা নিউমারকে দেখা গেল, পিটারের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সবিস্তারে সেটার বর্ণনা শুরু করল।

আতঙ্কিত নিরুকে দেখা গেল, চিৎকার করে সাবধান করছে। তারপর দেখা গেল, সাইনবোর্ডটা পড়ছে। স্লো-মোশনে দেখানো হলো দৃশ্যটা। নিচে এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছে লোকে।

সাইনবোর্ডটা পড়ে ভাঙল। নিজের অজান্তেই টুলে বসেও কুঁকড়ে গেল মুসা। এরপর পর্দায় বড় হয়ে ফুটল পিটারের চেহারা। ঘাম-চকচকে, বিধ্বস্ত।

মঞ্চে শো শেষে ফ্ল্যাশ-পট বিস্ফোরিত হওয়ার কথাও বাদ গেল না সংবাদে।

'খবরটা জানল কি করে ওরা?'

কিশোরের প্রশ্নের জবাবেই যেন বলল সংবাদ-পাঠক, 'ওগুলো আসলে দুর্ঘটনা না অস্বাভাবিক কিছু এ ব্যাপারে আমাদের লেট-নাইট নিউজ অনেকের সঙ্গে কথা বলেছে। একজন জবাব দিয়েছে, এর মধ্যে অনেক বেশি শক্তিশালী আর বিপজ্জনক কিছুর অদৃশ্য হাত রয়েছে।'

বব রডম্যানকে হাজির করা হলো। থিয়েটারের বাইরে ক্যামেরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে ম্যাকবেথের অভিশাপের কথা বলল।

ববের কথা শেষ হলে ক্যামেরার দিকে ফিরল রিপোর্টার। নাটকীয় বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বলল, 'থিয়েটারের জগতে স্কটিশ ওই নাটকটা নিয়ে একটা সাংঘাতিক ভীতি আছে। নামটা কেউ উচ্চারণ করতে চায় না। এটা কি কুসংস্কার? কেউ বলে, হ্যাঁ, কিন্তু তারাও বলে ভয়ে ভয়ে। নাম উচ্চারণ করার সময় থমকে যায়। সাড়ে তিনশোরও বেশি বছর আগে বার্ড অভ অ্যাভনের মৃত্যুর পর হয়তো জানতে পারব আমরা কেন এই বিশ্বাস আজও এত জোরাল।'

কিশোরের দিকে ফিরল মুসা, 'এই বার্ড অভ অ্যাভনটি কে?'

'শেকসপীয়ারের ডাকনাম।'

অস্বস্তি দেখা দিল মুসার চোখে। 'কিশোর, তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে

না, কিন্তু জবাবটা তো এখানেই!'

'কিসের জবাব?'

'পিটারকে খুনের চেষ্টা জাহির কিংবা বব কিংবা অন্য কেউ করেনি। কাজটা শেকসপীয়ারের ভূতের!'

আট

পরদিন সকালে চোখ বড় বড় করে কিশোরের মুখে সব কথা শুনল রবিন। 'ইস্, কাল বিকেলে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুব ভাল হত! কিন্তু অফিসে এত কাজ...'

কম্পিউটার অন করল কিশোর। 'জানি, পুরো হপ্তাটাই ব্যস্ত থাকবে। তবু এরই মধ্যে সূত্রের খোঁজ কোরো।'

'জাহিরের সঙ্গে কথা বলব। যে কোন সময় চলে আসবে।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর, 'জাহির এখানে আসবে?'

'হ্যাঁ। সাউন্ড সিসটেমের ব্যাপারে ফ্যানাটিক বলতে পারো। যখন বললাম আমাদের কাছে কোয়াড্রোফোনিক স্পীকার আছে, কিছু টেপ নিয়ে এসে বাজিয়ে শুনতে চাইল।'

'আমরা কে বলেছ নাকি?'

'না। আমি কেবল বলেছি এখানে আড্ডা মারি আমরা। ক্ষতি করে দিলাম নাকি?'

'নাহ্। আমরা যে গোয়েন্দা এ কথাটা গোপন রাখলেই চলবে। কেস শেষ হওয়ার আগে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। জাহিরকেও না।'

কম্পিউটারে মন দিল কিশোর। আঙুলের কয়েকটা দ্রুত টোকায় ডাটাসার্ভ নেটওঅর্কের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলল। এটা একটা ইনফর্মেশন সার্ভিস, কম্পিউটার এনসাইক্লো-পিডিয়া, সদস্য হলেই ব্যবহার করা যায়।

'অ্যাই, রবিন!' বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, 'আছ নাকি?'

'ওই যে, জাহির এসে গেছে।'

তাকে ওঅর্কশপের ভেতর নিয়ে এল রবিন।

কাঁধে ক্যানভাসের ব্যাগ। ঘরের ভেতর চোখ বোলাল জাহির। চওড়া হাসি ফুটল। 'চমৎকার! এই ক্লাবের সদস্য হতে হলে কি করতে হবে আমাকে?'

হাসল রবিন। 'কি ধরনের ক্যাসেট এনেছেন দেখি আগে, তারপর বলব।'

ব্যাগটা টেবিলে রাখল জাহির। 'দেখো।'

ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল রবিন। বের করে আনল একমুঠো ক্যাসেট। 'বাহ্, কি সব জিনিস! দা মোস্ট হ্যাপি ফেলা, ওয়েস্ট সাইড স্টোরি, ক্যানডিড, সুইনি টোড—সব তো শো মিউজিক। কোত্থেকে জোগাড় করলেন? বাপের কালেকশন মেরে দিয়েছেন?'

'না,' মাথা নাড়ল জাহির, 'ইদানীং আমার এগুলোই ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে। হোক না পুরানো আমলের।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি রক মিউজিশিয়ান। কিন্তু যা দেখছি…আজকালকার ভাল জিনিসের তুলনায় এগুলো তো এক্কেবারে…'

'কি বলছ বুঝতে পারছি। পিটারের সঙ্গে খাতির না হলে আমিও ঢুকতাম না এর মধ্যে। যাই বলো, লোকটা জিনিয়াস। এ যাবৎ যত মিউজিক্যাল লেখা হয়েছে, সবগুলোর সব গান তার জানা। বেশির ভাগই আবর্জনা, কিন্তু কিছু আছে শুনলে চমকে যেতে হয়।'

একটা মুহূর্ত জাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকল রবিন। 'আমি ভেবেছিলাম টাকার জন্যে ওয়াইল্ড ওয়াইল্ডে কাজ নিয়েছেন আপনি। কিন্তু যা সব দেখছি…'

'টাকার জন্যেই। অনেক দিন ধরে চলে এ রকম একটা শো-তে কাজ নিতে পারলে টাকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তা এত হেলাফেলা না করে বাজিয়েই দেখো না, খারাপ লাগবে না।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল রবিন। 'বেশ, শুনব। একটা কথা, শুনেছি, রক সিনের চেয়ে শো-বিজ লাইফ খুব একটা ভাল না। শো বন্ধ হয়ে গেলে কাজও চলে যাবে আপনার। কিন্তু রক কখনও হুট করে বন্ধ হয় না, টাকাও অনেক বেশি…'

'জানি। কাদের জন্যে বেশি? হাতে গোণা কয়েকজনের জন্যে, যাদের গান হিট হয়ে গেছে। আমার মত মড়াদের জন্যে নয়।' এগিয়ে গিয়ে সুইনি টোডের ক্যাসেটটা ক্যাসেট প্লেয়ারে চাপিয়ে দিল জাহির। 'শোনো, কেমন লাগে?'

ওঅর্কশপে ছড়িয়ে পড়ল বিষণ্ণ মিউজিক। কিশোরের ভাল লাগল। ম্যাকবেথের অভিশাপ সম্পর্কে তথ্য খোঁজার পরিবেশ তৈরি করে দিল তাকে। কীবোর্ডে উড়ে চলল ওর আঙুল। পর্দায় শব্দ ফুটতে থাকল:

থিয়েটার

কুসংস্কার

অভিশাপ

প্রতিটি ফাইল খুঁজে দেখল সে। কিছুই পেল না।

বের করল,

ম্যাকবেথ

সংক্ষেপে কাহিনী বলা হয়েছে নাটকের। রাজা হওয়ার জন্যে একজনকে খুন করেছিল ম্যাকবেথ নামে একজন। ডাইনীরা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, দুর্গের চারপাশ ঘিরে যখন এগিয়ে আসবে বন তখন তার মৃত্যু হবে। ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছিল। কিন্তু বনটা আসল বন নয়, পাতাসহ ডাল কেটে ক্যামোফ্লেজ তৈরি করে তার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে এসেছে সৈন্যরা। রক্তাক্ত এক বিদ্রোহে মারা পড়ল ম্যাকবেথ।

ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজতে লাগল কিশোর। চারটে সিনেমার নাম পাওয়া গেল…

হঠাৎ থেমে গেল সে। চারপাশ ঘিরে যখন এগিয়ে আসবে বন—পরিচিত না বাক্যটা?

এই সময় বাজল ফোন। রবিন ধরল।

সেদিকে একবার তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল কিশোর। ড্রয়ার খুলে

একটা ফাইল বের করল। তাতে কিছু নোট আছে। লিখে রেখেছে:

**কথায় ব্রিটিশ টান। বুড়ো মানুষের কণ্ঠ; বলেছে, 'সাবধান! থেসপিয়ান!'*

**চিঠিতে লেখা—রক্তেভরা সিংহাসনে মারা যাবে সে।*

**চিঠিতে লেখা—বন এগিয়ে এসে গিলে ফেলবে তাকে।*

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। পিটারের মত ঠিক একই ধরনের হুমকি ম্যাকবেথকেও দেয়া হয়েছে। যোগাযোগটা কোথায়?

ভাবতে লাগল সে। কে ফোন করেছে পিটারকে? বব রডম্যান? চিঠিগুলোও কি তারই লেখা? কেন করছে এ সব? অভিশাপটা যে সত্যি এটা বোঝানোর জন্যে? দুর্ঘটনাগুলোও তারই সৃষ্টি? কিন্তু এতসব করে লাভটা কি তার?

অন্য কেউও হতে পারে। এমন ভাবে করছে, যাতে সন্দেহটা ববের ওপর পড়ে। কারণ অভিশাপ নিয়ে বড় বেশি মাথা ঘামাচ্ছে বব।

হঠাৎ করেই পেটের মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্য অনুভূতি হলো কিশোরের। অভিশাপটাতে কি আসলেই কিছু আছে?

মনে মনে হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। এ সব সে বিশ্বাস করে না।

কিন্তু তবু···

ভাবনায় বাধা পড়ল রবিনের কথায়, 'মুসা করেছে, কিশোর। তোমাকে বলতে বলেছে, স্কুলে যাচ্ছে। বাস্কেটবল প্র্যাকটিসের ব্যাপারে নাকি কি কাজ আছে ওখানে। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'আচ্ছা,' অন্যমনস্ক হয়ে বলল কিশোর। আবার ভাবনায় ডুবে গেল সে।

জাহিরের টেপ বাজানো শেষ হলো। রবিন বলল, 'খিদে পেয়েছে। কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে এলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়।'

'কিশোর, তুমি কি বলো?'

'তোমরা যাও। আমার কাজ আছে। শেষ করতে হবে। মুসার জন্যেও অপেক্ষা করতে হবে। ও এলে ওকে নিয়ে বেরোব। পিটারের ওখানে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।'

জাহিরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল রবিন।

মনিটরের পর্দার দিকে তাকিয়ে ভাবার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু মাথায় ঘুরছে খাবারের ভাবনা। ডায়েট কন্ট্রোল করতে গিয়ে ভাল খাবার আর পেটে পড়ছে না অনেক দিন। মনে পড়ল রলির বের করে দেয়া বার্গারের কথা—কামড় বসাচ্ছে রলি আর পিটার, ববের বাড়িতে যাওয়ার আগে···

ববের বাড়ি!

হুঁম! আনমনেই মাথা দোলাল কিশোর। একটা জরুরী কাজ বাকি রয়ে গেছে। কাজটা আগের দিনই করার কথা ছিল, করতে পারেনি।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে। বব রডম্যান এখন বাড়ি থাকলেই হয়।

নয়

প্রথম যেতে হবে রকি বীচ হাই স্কুলে, মুসাকে তুলে নেয়ার জন্যে।

ওকে খুঁজে বের করতে দেরি হলো না। জিনাকেও পাওয়া গেল ওখানে। মেয়েদেরও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা আছে।

কিশোরকে দেখে দু-জনেই অবাক হলো। 'বাস্কেটবলের প্র্যাকটিস দেখতে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'না, মুসাকে নিয়ে যেতে। তোমাকে পেয়ে গিয়ে ভালই হলো। কাল ববের বাড়িতে শেকসপীয়ারের মূর্তিটা তুলে রেখেছিলে তুমি। কেমন লেগেছিল?'

দ্বিধা করল জিনা। 'মার্বেলের মত…ঠাণ্ডা, মসৃণ…'

'আর কিছু?'

ভাবল জিনা, 'আঠা আঠা!'

'কি ধরনের আঠা? তেলতেলে…খাবারের ওপর যেমন থাকে, বার্গারের ওপর?'

আবার দ্বিধা করল জিনা। 'কি জানি, হবে হয়তো!'

'এতেই চলবে।' মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'যাবে না?'

'কাজ শেষ হয়নি তো এখনও।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। ১টা বেজে ৫ মিনিট। 'থিয়েটারে যাওয়ার কথা দুটোর সময়। এক ঘণ্টাও সময় নেই হাতে। ববের ওখানে গেলে এক্ষুণি যেতে হবে। ঠিক আছে, তুমি থাকো। আমি একাই সেরে আসি। দুপুর দুটোয় থিয়েটারে হাজির থেকো।'

প্রায় ছুটে পার্কিং লটে ফিরে এল কিশোর। পিকআপে চড়ে স্টার্ট দিল। ফ্রিওয়েতে বেরিয়ে এসে রওনা হলো পশ্চিম হলিউডে।

কাজটা সহজ হবে না—চালাতে চালাতে ভাবছে সে—ববের কাছ থেকে তথ্য আদায় করাটা সহজ না।

ববের বাড়ির সামনে যখন গাড়ি রাখল সে, ঘড়িতে ঠিক দেড়টা বাজে। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠল ওপরে। দরজার ঘণ্টা বাজাল।

'কে?' ভেতর থেকে সাড়া এল।

'কিশোর পাশা।'

নীরব হয়ে রইল ওপাশ।

'পিটার হাইয়েমের বন্ধু,' আবার বলল কিশোর।

দরজা খুলল। চোখের পাতা সরু হয়ে এল ববের, 'তোমার নাম যে কিশোর, জানতাম না। তোমার নামের মধ্যে একটা অনুসন্ধানের গন্ধ পাচ্ছি। জানার ইচ্ছে বড় প্রবল।'

'সত্যি বলতে কি,' অস্বস্তিতে পড়ে গেল কিশোর, 'আসলে কয়েকটা প্রশ্নই করতে এসেছি আপনাকে। ভেতরে আসব?'

ঘড়ি দেখল বব। 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরোব, থিয়েটারে যেতে হবে। কি

প্রশ্ন তোমার?'

'আমার বন্ধু পিটারের ব্যাপারে। ভয়ই লাগছে। অভিশাপ নিয়ে তার এমন হাসিঠাট্টা ভাল লাগছে না আমার। তার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আপনি কি পরামর্শ দিতে পারেন, কি করা যায়?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়াল বব, 'এসো।'

লোকটার চোখে আলোর ঝিলিক চোখ এড়াল না কিশোরের। করিডরের শেষ মাথায় ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বব বলল, 'আমার অনুষ্ঠান তাহলে ভাল লেগেছে তোমার?'

'লেগেছে। তবে খিদে না থাকলে আরও লাগত।'

হাসল বব। 'আসলে খালি পেটেই এ সব কাজ করা ভাল। আমি তো কাল সারাদিনই কিছু খাইনি।'

যা ভাবার ভেবে ফেলল কিশোর—বব কিছু না খেয়ে থাকলে তার হাতে বনরুটির তেল লাগার কথা নয়। কাল বিকেলে রলি আর পিটার বার্গার খেয়েছে। তার আঙুলে লেগে থাকাটা স্বাভাবিক।

সুইচ টিপে আলো জ্বালল বব। দরজার ডান পাশে সুইচটা। আরেকটু ডানে সরে দেয়ালের গায়ে সকেট, তাতে প্লাগ ঢুকিয়ে টেবিল ল্যাম্পের লম্বা তার বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেঝেতে পড়ে থাকা তারটার মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকটা প্যাঁচ খেয়ে আছে। টেবিলেই রয়েছে ল্যাম্পটা। উল্টোদিকের টেবিলে রাখা শেকসপীয়ারের মূর্তিটা, গম্ভীর, সার্বক্ষণিক ভ্রূকুটি করে আছে।

মনে মনে হিসেব করল কিশোর, সকেট থেকে ল্যাম্পের দূরত্ব পনেরো ফুট। মনে করার চেষ্টা করল অনুষ্ঠানের সময় কে কোথায় বসেছিল। দরজার কাছে বব, তার ডান পাশে চশমা পরা একটা মেয়ে, তার পাশে কোঁকড়া-চুল এক লোক, তারপর রলি, এবং তারপর তিনজন অভিনেতা। তাদের শেষজনের পাশে পিটার, মূর্তিটার কাছাকাছি, তারপর আরও দু-তিনজন অভিনেত্রী। চক্রের বাকি অংশটা পুরণ করেছে সে নিজে, মুসা আর জিনা।

লোকটার কাছ থেকে কি ভাবে কথা আদায় করবে ভাবছে সে। 'আসলে, যত যা-ই বলুন, আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ব্যাপারটা আধিভৌতিক কিছু। বরং…'

'মানুষের শয়তানি বলতে চাইছ?' মুচকি হাসল বব। 'প্রথম প্রথম এলে আর এ রকম কিছু ঘটলে সবাই তাই ভাবে। পরে ঠিক হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। বেশ, তুমি আমাকে বলো, বাতিটা আপনাআপনি নিভল কি করে?'

'টাইমার লাগানো থাকতে পারে,' জবাব দিল কিশোর।

আবার হাসল বব। 'হ্যাঁ, ওভাবে বাতি নিভিয়ে, অন্ধকারে এতগুলো মানুষকে ডিঙিয়ে, কারও গায়ে সামান্যতম ছোঁয়া না লাগিয়ে গিয়ে মূর্তিটা ফেলে, আবার সবাইকে ডিঙিয়ে এসে আগের জায়গায় বসে পড়লাম; তারপর জ্বেলে দিলাম মাথার ওপরের বাতিটা! এতই সহজ!'

'ল্যাম্পের বাল্বটা কেটে গিয়ে থাকতে পারে।'

'কাটেনি। দেখেছি। সকেট থেকে প্লাগটা খুলে গিয়েছিল।'

তাই নাকি? আমি গাধা তাহলে লক্ষ করলাম না কেন কাল? ভাবল কিশোর। পিটারের জন্যে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলাম আর তার দিকে খেয়াল ছিল বলেই বোধহয় দেখিনি। বলল, 'তাহলে কেউ টেনে খুলে ফেলেছে।'

'কেউ নয়, কিছু,' শুধরে দিল বব।

ঠোঁট গোল করে নীরবে শিস দেয়ার ভঙ্গি করল কিশোর। 'তাজ্জব ব্যাপার…'

তার কাঁধে হাত রাখল বব। 'ইয়াং ম্যান, তোমার বন্ধুর জন্যে নিশ্চয় একটা দায়িত্ব আছে তোমার। আমার চেয়ে তোমার কথা বেশি গুরুত্ব দেবে সে, জানি। তাকে বোঝাওগে।' ঘড়ি দেখল বব, 'আর সময় নেই, থিয়েটারে যেতে হবে। তোমাকে আর সময় দিতে পারছি না, সরি।'

'অনেক দিয়েছেন, ধন্যবাদ।' ঘুরে করিডরে বেরিয়ে এল কিশোর। ববের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'ভাল কথা, আমার বন্ধু জিনা আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিতে বলেছে। এখানে আসার আগে বার্গার খেয়েছিল। হাতে তেল লেগে ছিল। মূর্তিটায় লেগে নোংরা হতে পারে, এ জন্যে চিন্তা হচ্ছে তার। অত উত্তেজনার মধ্যে পরে আর মুছতে মনে ছিল না।'

মাথা ঝাঁকাল বব। 'দেখেছি। কাল ওটা তোলার সময় লেগে গিয়েছিল আরকি। ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে হয়েছে আমাকে। গন্ধটা দারুচিনির মত। লাইটের সুইচেও এই জিনিস লক্ষ করেছি।'

অবাক হয়েছে যে, সেটা চেহারায় প্রকাশ পেতে দিল না কিশোর। 'যাই হোক, জিনা আপনাকে সরি বলতে বলেছে।'

হাসল বব। 'ও কিছু না। ওকে অত চিন্তা করতে মানা কোরো। আমি মুছে ফেলেছি।'

'থ্যাংকস।'

সামনের দরজা দিয়ে বেরোল দু-জনে। তালা লাগাতে লাগাতে বব বলল, 'আবার একদিন এসে যোগ দিতে পারো। তবে মনে হচ্ছে এবার অনুষ্ঠান করতে দেরি হবে। উইলের শান্ত হতে সময় লাগবে।'

'উইল?'

'উইলিয়াম শেকসপীয়ার।'

'ও। ঠিক আছে, যাই। থিয়েটারে দেখা হবে।'

আবার পিকআপ নিয়ে ফ্রিওয়েতে বেরিয়ে এল কিশোর। অল্পক্ষণেই স্পীডোমিটারের কাঁটা উঠে গেল পঞ্চাশ-পঞ্চান্নতে, আর তার মগজের কাঁটা কয়েক শো-তে। জিনা আর মুসাকে বাদ দিলে, পিটার ছাড়া একমাত্র রলিই বার্গার খেয়েছিল। তার টেনে প্লাগ খুলে, দৌড়ে ঘর পার হয়ে গিয়ে মূর্তি ফেলে এসে সুইচ টিপে মাথার ওপরের আলো জ্বেলে দেয়া—এতগুলো কাজ কি সে করতে পেরেছে অন্ধকারের মধ্যে?

ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেল কিশোরের। বব নিজের ব্যাপারেও এই প্রশ্নই তুলেছিল তখন। তবে ববের চেয়ে রলির বয়েস কম। ক্ষিপ্র হওয়া স্বাভাবিক। কাজটা তার জন্যে কঠিন হলেও হয়তো অসম্ভব নয়।

আর যা-ই হোক, শেকসপীয়ারের ভূত এসে মূর্তি ফেলে দিয়েছে, এ কথা

কিছুতেই বিশ্বাস করে না কিশোর।

দশ

গারবার থিয়েটারের পার্কিং লটে ঢোকার আগে গাড়ির গতি কমাল কিশোর। অনেক লম্বা লাইন পড়েছে টিকেট কাউন্টারের সামনে। নিশ্চয় গতরাতের নিউজ দেখেছে। কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ বোধহয় একেই বলে—বার বার মরতে বসছে পিটার, ব্যবসা করছে অন্য লোক।

এগিয়ে গেল সে। মারাত্মক কতগুলো চোখা কাঁটা ডিঙিয়ে। স্প্রিং লাগানো। গাড়ি ঢোকার সময় মাটিতে দেবে থাকে। বেরোনোর সময় লাফ দিয়ে উঠে আসে। টায়ারে লাগলে চিরে ফালাফালা হয়ে যাবে। বেরোনোর একমাত্র পথ তখন, গেট। সুতরাং পার্কের ভাড়া মেরে দেয়ার আর উপায় থাকে না। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পার্কিং লটগুলোতে প্রচুর এই জিনিস দেখেছে কিশোর, তারপরেও দেখলেই কেন যেন মধ্যযুগীয় 'অত্যাচার-কক্ষের' কথা মনে পড়ে যায় তার।

গাড়ি পার্ক করে রেখে থিয়েটার স্টেজের দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

করিডরে ঢোকার মুখে টোপাজের সঙ্গে দেখা। বাধা দিল না। মাথা নুইয়ে যাওয়ার ইশারা করল। কর্কবোর্ড পার হয়ে এল সে। স্টেজে ঢোকার দরজার ঠিক ওপাশেই মুসা আর পিটারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পিটারের কপালের দাগটার কোন চিহ্ন নেই এখন।

হেসে বলল কিশোর, 'বেঁচেই আছ দেখতে পাচ্ছি।'

'আছি। আর কিছু ঘটেনি।'

মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'জিনা আসেনি?'

মৃদু আলোকিত একটা কোণ দেখিয়ে মুসা বলল, 'ওখানে।'

নাচছে জিনা।

'কি করছে ও?' কিশোরের প্রশ্ন।

হাসল মুসা, 'ভুলে গেছ? করিডরের সাইনটার কথা মনে নেই?'

'অডিশন নোটিশ? তারমানে সত্যিই সে…'

'জিনা তো তোমার অচেনা নয়। একবার কিছু করবে বলে গোঁ ধরলে করেই ছাড়ে।'

'হুঁ! এইজন্যেই মেয়েদের এড়িয়ে চলতে চাই আমি।'

'কিন্তু সব সময় সবকিছু চাইলেই কি আর পারা যায়?'

লাউডস্পীকারে গমগম করে উঠল পিটারের গলা, 'শুরু হতে যাচ্ছে কিয়োটো কন মোটো! আজ রাতের সবচেয়ে বড় ড্যান্স নাম্বার।'

ঘোষণা শুনে দৌড়ে এল জিনা। মুসা আর কিশোরের সঙ্গে পাশের একটা দরজা দিয়ে ঢুকল অডিয়েন্সে।

ওরা বসতে না বসতে অন্ধকার হয়ে গেল স্টেজ। গুঞ্জন করে উঠল একটা মোটর, মোলায়েম সুরে বাজতে শুরু করল পিয়ানো। অর্কেস্ট্রা পিটের ভেতর থেকে উঠে আসছে মিউজিক।

'অন্য বাদকেরা কোথায়?' জানতে চাইল মুসা।

'আনলেই পয়সা দিতে হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'তাই প্রতিটি রিহার্সালে আনা সম্ভব হয় না।'

বেশ কিছু আলো জ্বলে উঠল। স্টেজের পেছনে ফুটে উঠল জাপানের একটা দৃশ্য।

হঠাৎ জোরাল হয়ে গেল মিউজিক। পর্দার আড়াল থেকে নাচতে নাচতে ঢুকল নাচিয়েরা। আলোটা এমন ভঙ্গিতে ফেলা হয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না ওদের, ছায়াগুলো মনে হচ্ছে একটা আরেকটাকে ভেদ করে যাচ্ছে আড়াআড়ি ভাবে। ওদের শরীরের তীক্ষ্ণ মোচড়গুলোতে মার্শাল আর্টের প্রকাশ প্রবল।

মুগ্ধ হয়ে দেখছে কিশোর। হালকা, সরু সরু আলোকরশ্মি যেন বাতাস চিরে ছুটে চলেছে এদিক ওদিক।

আচমকা যেন জমে গেল নর্তকেরা। একেবারে স্থির। একটা পর্দার আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আরেকজন নর্তক। মনে হলো যেন উড়ে এল বাতাসে ভর করে। আস্তে করে এসে মঞ্চে নামল তার ছায়া। একাই নাচতে শুরু করল।

'ওহ্, পিটার!' বিস্ময় চাপতে পারল না জিনা।

সচল ছায়াটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। পিটার যে ভাল নাচতে পারে জানা ছিল তার, কিন্তু এতটা ভাল কল্পনা করেনি। মুহূর্তে যেন দখল করে নিয়েছে পুরো মঞ্চটা।

'মনে হচ্ছে মার্শাল আর্টের ওস্তাদ!' প্রশংসা করল মুসা।

নাচতে নাচতে শরীর বাঁকিয়ে, মুচড়ে, নানা রকম কায়দা-কসরৎ দেখাচ্ছে পিটার।

নাচ চলেছে, এই সময় একটা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের, 'টার্নটেবল ঘুরছে!'

পর্দা কাঁপতে শুরু করল। মেঝেতে পড়ে গেল নাচিয়েরা। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কেউ কেউ।

লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছিল পিটার। পড়ল হাঁটু ভাঁজ করা অবস্থায়। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। মুখ থুবড়ে পড়ল মেঝেতে।

একলাফে সীট থেকে উঠে মঞ্চের দিকে দৌড় দিল কিশোর, মুসা আর জিনা। বাজনা থেমে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে। উত্তেজিত হয়ে পড়েছে দর্শক।

গোয়েন্দাদের মঞ্চে উঠতে বাধা দিল উল্কি আঁকা একটা হাত, কঠিন গলায় বলল, 'নামো! এখানে ওঠা বারণ!'

নিরু। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তিনজনের দিকে। চোখের আগুনটা বর্ষিত হচ্ছে মূলত কিশোরের ওপর।

'আপনি তো আমাদের চেনেন!' কিশোর বলল।

'কি হবে চিনলে? থিয়েটারের লোক ছাড়া আর কাউকে উঠতে দেয়ার নিয়ম নেই। এখন তো আরও দেয়া যাবে না। কোন কিছু ঘটে গেলে দায়ী হবে কে?'

অসহায় দৃষ্টিতে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। নিরু অন্যায় কিছু বলেনি।

তবু মুসা বলল, 'আমরা কোন সাহায্য করতে পারি নাকি দেখতাম।'

'কি ব্যাপার? সেট খসে পড়েছে নাকি?'

পরিচিত কণ্ঠ শুনে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে তাকাল কিশোর। মুসা আর জিনাও ঘুরল।

তিনজনেই অবাক। পিটার দাঁড়িয়ে আছে। বলল, 'এমন করে তাকাচ্ছ যেন আমাকে চিনতে পারছ না! হয়েছেটা কি?'

'আ-আ-আপনি নন!' তোতলাতে শুরু করল জিনা।

মঞ্চ থেকে একজন লোককে ধরাধরি করে তুললেন ভিনসি জাপা এবং আরেকজন শ্রমিক। যাকে তোলা হলো সে পিটারের সমান লম্বা, সোনালি চুল।

'ছায়া দেখে কিন্তু অবিকল একই রকম লাগছিল!' নিজেকে যেন বোঝাল কিশোর।

'আমরা ভেবেছিলাম···আমরা···মানে···' কথা সাজাতে পারছে না মুসা।

বিস্ময়টা দূর হয়ে গেল পিটারের চেহারা থেকে। 'এইবার বুঝেছি! টেরি হান্না অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তোমরা মনে করেছ আমি।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জিনা।

'অনেকটা আমার মতই দেখতে। লম্বা, চওড়া···ভাড়া করে আনা হয়েছে আমার জায়গায় চালানোর জন্যে। নাচটাচ তো জানি না ওরকম···'

চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'ট্রুট, টার্নটেবলটার কি হয়েছিল?'

টার্নটেবলের উচ্চারণটা শোনাল 'টয়নটেবল'। ভিনসি জাপার নিউ ইয়র্কি টান।

স্টেজ থেকে জবাব এল, 'আপনি কিউ দিয়েছেন সেভেনটি সেভেন। ওটা টার্নটেবলের কিউ।'

'কী!' ঝট করে কম্পিউটারের দিকে ফিরে তাকালেন ম্যানেজার। কিন্তু একটা লোককে তুলে ধরে রাখায় দৌড়ে যেতে পারলেন না।

'কম্পিউটারে কোন গোলমাল হয়নি তো?' টার্নটেবল অপারেটর জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে!' বিড়বিড় করলেন ম্যানেজার, কিন্তু কথাটা কিশোরের কান এড়াল না। টেরি হান্নাকে স্টেজের ধারে একটা কটে নামিয়ে রেখে ফোনের দিকে দৌড় দিলেন।

টেরির কাছে গিয়ে জানতে চাইল পিটার, 'কি অবস্থা তোমার?'

ব্যথায় ককাতে ককাতে জবাব দিল টেরি, 'মনে হয় গোড়ালিটা গেছে!'

কিশোর আর জিনার দিকে ফিরল মুসা, 'গোড়ালি ভেঙে থাকলে কয়েক মাসের জন্যে বাতিল। নাচানাচি বাদ।'

'ব্যাপারটা পিটারের বেলায়ও ঘটতে পারত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু তদন্ত করারও কোন উপায় দেখছি না। আমাদের উঠতে দেবে না। জোর করে কিছু করতে গেলে পুলিশের কাছে দিয়ে দেবে।'

'তাহলে কি করব? আমরা শ্রমিক নই, অভিনেতা নই, থিয়েটারের কেউ নই। এখানকার লোকেরাও পিটারের বন্ধু হিসেবে আমাদের চিনে ফেলেছে। ফাঁকি দিতে

পারব না। তাহলে?' নিরাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।
'একটা উপায় অবশ্য আছে...' চোখ চকচক করছে জিনার।
তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আউটার করিডরের দিকে তাকাল মুসা ও কিশোর।
আধখোলা দরজা দিয়ে অডিশন নোটিশটা চোখে পড়ছে। বাইরে থেকে আ:
বাতাস লাগলেই নড়ে উঠছে কাগজটা।
'ওখানে ঢোকার কথা বলছ নাকি?' মুসার প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল জিনা।
কিশোর আগেই বুঝেছে। মুসার কথার জবাব দিল, 'না। তবে নোটিশটা
বলেছে একজন পুরুষ আর একজন মহিলা প্রয়োজন।'
তাকে শুধরে দিল জিনা, 'এখন একজন পুরুষে আর হবে না, দু-জন লাগবে
টেরির সমান লম্বা, মার্শাল আর্ট জানা...'
এতক্ষণে বুঝেছে মুসা, 'আমি...আমার কথা বলছ! কিন্তু নাচের ন-ও তে
জানি না আমি! জীবনে কখনও স্টেজে উঠিনি...'
'তাতে কি?' কিশোর বলল, 'মার্শাল আর্ট তো জানো। ঠিকমত অঙ্গভ
করতে পারলে, জড়তা এড়াতে পারলে ওটাই নাচ হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমি তে
থাকবই আশেপাশে। ভয় কি?'
'কিন্তু আমাদের নেবে কেন?'
'এখন ওদের লোক প্রয়োজন। আমাকে নেবেই ওরা, কারণ অভিনেতা হিসে
ছোটবেলায়ই সুনাম করে ফেলেছি। জিনাকে নেবে পিটারের সুপারিশে। আ
আমাদের তিনজনের সুপারিশ তোমাকে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

এগারো

দরদর করে ঘামছে মুসা। কিশোরের কথাই ঠিক হয়েছে। ঢুকতে কোন অসুবি
হয়নি ওদের। নিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নাচ শিখতে শিখতে এখন প্রাণ বেরোনো
জোগাড় মুসার। বাস্কেটবল প্র্যাকটিসের চেয়ে অনেক কঠিন লাগছে তার কাছে।
কিশোরকেও নাচতে হচ্ছে। মুসার চেয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে তার। কারণ অ
ফিট নয় তার শরীরটা।
পরদিন সকালে বিছানা থেকে নামার সময় মুসার মনে হলো একটা ট্রাক যে
চলে গিয়েছিল তার শরীরের ওপর দিয়ে। পেশীতে ব্যথা। এই শরীর নিয়েই আবা
যেতে হবে প্র্যাকটিস করতে।
কিশোরের অবস্থা আরও খারাপ। তার সঙ্গে দেখা হতেই মুসা বলল, 'এ
নাচিয়েগুলো মানুষ না, কিশোর! আল্লা ওদের শরীরে কি দিয়েছে আল্লাই জানেন!'
হেসে বলল কিশোর, 'ওদেরকে বাস্কেটবল খেলতে দিলে বলবে, বাস্কেটব
খেলোয়াড়েরা মানুষ নয়...সব কাজেই প্র্যাকটিস দরকার। একেক কাজে একে
রকম প্র্যাকটিস। একজনের কাজ আরেকজনকে করতে দিলে এবং সেটা তা
জানা না থাকলে সাংঘাতিক কঠিন মনে হবে।'
'কিন্তু কিশোর, স্টেজে গিয়ে দর্শকদের সামনে যদি না পারি? পচা ডিম মে

শেষ করে দেবে! কয়েক মন সাবান দিয়ে ধুয়েও গন্ধ দূর করতে পারব না!'

'আরে অত ঘাবড়িও না, পারবে ঠিকই। আমরা তো আর হিরো হতে যাচ্ছি না, কোনমতে কাজ চালিয়ে দিতে পারলেই হলো। আমাদের আসল কাজ হলো গোয়েন্দাগিরি করা, পিটারকে বাঁচানো।'

'কিন্তু মঞ্চে উঠলেই তো আমার হাত-পা সিঁটিয়ে যাবে। অভিনয়ের আমি কি বুঝি? আমি পারব না, কিশোর, ভাই, আমাকে মাপ করো...'

'আরে দূর, অত ঘাবড়াও কেন? পারবে, খুব পারবে। না পারলে আমি শিখিয়ে দেব। আসল কাজটা হলো চেষ্টা করা। চেষ্টায় সব হয়।'

নাচ শেখান যে ভদ্রলোক, তাঁর নাম হেফটি ভাগনার। মুসার ভয় দেখে হাসলেন। সান্ত্বনা দিলেন, 'তোমার চেয়ে অনেক আনাড়িকে নাচের ওস্তাদ বানিয়ে দিয়েছি আমি। তোমার তো রীতিমত ট্যালেন্ট আছে। ভাল লাফ দিতে পারো...বাস্কেটবল এই একটা সুবিধা করে দিয়েছে তোমার। ভয় নেই, কোন ভয় নেই, দর্শকরা তোমার প্রশংসাই করবে, আমি হেফটি ভাগনার বলছি।'

ওস্তাদের কথায় ভয় অনেক কাটল মুসার, আত্মবিশ্বাস বাড়ল।

অবশেষে মুসাকে ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন ভাগনার। কোন পার্ট করতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন, 'পিটার আর তার হিরোইন নেলি গুহার ভেতর থেকে পালানোর চেষ্টা করবে। সৈকতে বেরিয়ে গিয়ে পড়বে জাপানীদের খপ্পরে। ওই দৃশ্যটাতে ওদের সঙ্গে থাকবে তুমি।'

'আমি এটা ভাল পারতাম।'

'তুমি সবই ভাল পারবে, জাত অভিনেতা, বুঝে গেছি আমি। তোমাকে আরও কঠিন একটা পার্ট দেয়া হবে। ঘোরের মধ্যে স্বপ্ন দেখবে পিটার—ক্যালিফোর্নিয়ায় বাড়ি পৌঁছে গেছে, সৈকতে বেড়াতে বেরিয়েছে। গান গাইবে ওখানে, নাচবে, নানা রকম খেলা খেলবে, সেখানে তুমিও থাকবে তার সঙ্গে...'

'হুঁ, মন্দ না। তারপর?'

'বীচবল খেলতে হবে তার সঙ্গে তোমাকে...'

'বীচবল!'

মুচকি হাসল জিনা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম সমবেদনায় জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল।

'আঁতকে উঠলে যে? পারবে না নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন ভাগনার।

পারব না, কারণ যে কোন আউটডোর গেম আমার অপছন্দ—বললে কাজ হারানোর ভয় আছে, চুপ করে রইল কিশোর।

হেসে বলল মুসা। 'আরে দূর, অত ঘাবড়াও কেন? পারবে, খুব পারবে। না পারলে আমি শিখিয়ে দেব। আসল কাজটা হলো চেষ্টা করা। চেষ্টায় সব হয়।' কিশোরের দিকে চেয়ে ভাগনারের অলক্ষে চোখ টিপল। বোঝাতে চাইল—কেমন মজা! আমার সময় তো খুব বলেছিলে, চেষ্টায় সব হয়! অন্যকে পরামর্শ দেয়া খুব সহজ!

'তাহলে আর কি?' ভাগনার বললেন, 'ঠিক আছে, যাও এখন। তিনটায়

আবার দেখা কোরো।'

পিটারের ড্রেসিং রূমের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর, 'পিটার, ভাল খবর আছে।' ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর জিনা।

হাসিমুখে ওদের স্বাগত জানাল পিটার আর ভিনসি জাপা।

পিটার বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, বোলো না! দেখি আন্দাজ করতে পারি কিনা?' চোখ বন্ধ করে কপালে হাত রাখল সে। 'শেকসপীয়ারের ভূতকে তাড়া করে ধরে ফেলে এখন শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছ।' চোখ মেলে হাসল। 'এমনি, দুষ্টুমি করছিলাম। খবরটা আমি জানি। আরও জানি, ভালই করবে তোমরা।'

'থিয়েটারে স্বাগতম,' মুসা আর কিশোরের সঙ্গে হাত মেলালেন জাপা। 'এখানে ঢুকতে আর কোন বাধা থাকল না এখন তোমাদের। সেই সুবাদে খানিকটা পপকর্ন হয়ে যাক?' মাঝারি আকারের একটা কাগজের ঠোঙা বের করে আনলেন যে চেয়ারে বসেছেন সেটার পেছন থেকে। 'একেবারে তাজা দিয়েছে।'

ডায়েট কন্ট্রোল করার ফলে পেট প্রায় খালিই থাকে কিশোরের। জিভে জল এসে গেল তার। কিন্তু সে কথা বলার আগেই জিনা বলে উঠল, 'বাহ্, পোশাকটা তো সুন্দর! নতুন?'

পিটারের কস্টিউম র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেল সে। সিল্কের একটা আলখেল্লার মত ঢোলা পোশাক, তাতে নানা রঙের ফিতার বন্ধনী লাগানো। ধরার জন্যে হাত বাড়াল।

ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। চিৎকার করে উঠল পিটার, 'আহ্হা, গেল তো পড়ে!'

ফিরে তাকাল জিনা।

ভাঙা কাঁচ কুড়ানোর জন্যে নিচু হলো মুসা, 'ভাঙা আয়না মানে ব্যাড লাক!'

'তুমিও দেখি ববের মত কথা বলো,' পিটার বলল।

কাঁচ কুঁড়াতে মুসাকে সাহায্য করল কিশোর আর জিনা।

দরজার দিকে এগোতে এগোতে জাপা বললেন, 'কম্পিউটারে নাম্বার সাজাতে বলিগে। কান খাড়া রাখবে কিন্তু। কিউ ভুল কোরো না। রিহার্সালের সময় যা বলেছি, অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখবে।' শেষ কথাগুলো নতুন অভিনেতাদের উদ্দেশে বললেন তিনি।

'আসছি,' পিটার বলল। 'কাঁচগুলো তুলেই চলে আসব।'

ড্রেসিং রূম থেকে বেরোনোর আগে পপকর্নের ঠোঙাটার দিকে লোভীর মত তাকাল কিশোর। স্টেজের ডানে চলে গেল পিটার, ওদিক দিয়েই তার ঢোকার কথা। জিনা বসল দর্শকদের মাঝে। কিশোর আর মুসা স্টেজে রয়ে গেল ঢোকার অপেক্ষায়।

কিশোর দেখল, সুতো আর কাঁচি হাতে পিটারের ড্রেসিং রূমের দিকে যাচ্ছে একজন লোক। গলায় ঝোলানো দর্জির ফিতে।

'পিটারের দর্জি,' মুসাকে বলল কিশোর।

'দর্জি?'

'থিয়েটারে নানা রকম পোশাক লাগে, কস্টিউম। সব সময় রেডি রাখতে হয়। কোথাও ছিঁড়ল-ফাটল কিনা দেখে রাখে দর্জি। মেরামত দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা সেরে রাখে।'

'বাপরে, থিয়েটারে অনেক ঝামেলা!'

কাছে একটা টুলে পড়ে থাকা খবরের কাগজের হেডিঙে চোখ পড়ল কিশোরের:

দুর্ভাগ্যের শিকার তরুণ অভিনেতা
শেকসপীয়ারের প্রতিশোধ!

কাগজটা হাতে নিল সে। হেডলাইনের নিচে পিটারের একটা ছবি। কপালের ফোলাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার নিচে ক্যাপশন:

ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড! ওয়াইল্ড-এর স্টার পিটার হাইয়েম
এই হপ্তায় অনেকগুলো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন

ছবিটা দেখতে দেখতে মুসা বলল, 'আসলে যতটা ফুলেছিল তার চেয়ে বেশি ফোলা লাগছে ছবিতে।'

'হ্যাঁ,' চোখের পাতা সরু হয়ে এল কিশোরের। 'ইচ্ছে করেই হয়তো ছবিটায় এ রকম করেছে।' দ্রুত পাতা উল্টে শো-বিজের গসিপ পাতায় চলে এল সে।

'এটা দেখো,' কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে দেখতে বলল মুসা, 'আর্ট টিলারি একটা বিদেশী ফিল্মে কাজ করার কন্ট্রাক্ট সই করেছে। পিটারকে ছাড়া কলিনের আর কোন পথ নেই, তাকে পছন্দ করুন আর না-ই করুন।'

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল পিটারের ড্রেসিং রুম থেকে।

চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেদিকে দৌড় দিল মুসা। কাগজটা হাত থেকে ফেলে তার পেছনে ছুটল কিশোর। ওদের পেছনে আরও কয়েকজন।

ঘরে ঢুকে দেখা গেল পাগলের মত ডান হাত চুলকাচ্ছে পিটারের দর্জি। চামড়া লাল হয়ে উঠেছে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

কোণের সিঙ্কের কাছে দৌড়ে গেল দর্জি। কল ছেড়ে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে হাত ভেজাতে ভেজাতে বলল, 'উফ্, জ্বলে গেল! পুড়ে যাচ্ছে যেন!'

'এই, ডাক্তার ডাকুন!' দরজার কাছে উঁকি মারছে অনেক লোক, তাদের উদ্দেশে বলল কিশোর। দর্জির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে কি?'

আঙুলের কাছ থেকে বাহুর মাঝামাঝি পর্যন্ত এখন লাল অনেকগুলো দাগ দেখা যাচ্ছে দর্জির। 'কি জানি, বলতে পারব না! ওটা কেবল ছুঁয়েছি, অমনি এই অবস্থা!'

কাঁপা হাতে পিটারের নতুন পোশাকটা দেখাল সে।

বারো

'আর আধ ঘণ্টা বাকি। প্লীজ, যার যার জায়গায় যান,' স্টেজের স্পীকারে বেজে উঠল জাপার কণ্ঠ।

'আমি যাই,' মুসা আর কিশোরকে বলল পিটার। 'রেডি হতে হবে।…ও, ডাক্তার বুঝেছেন কি জিনিস লাগানো ছিল পোশাকে। অ্যানটিডোট দিয়ে দিয়েছেন ফক্সিকে, ঠিক হয়ে যাবে।'

'গুড,' কিশোর বলল। দর্জির জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল সে। 'তোমার পোশাকের কি হবে? ওটা তো আর পরতে পারবে না।'

মুখে ছায়া নামল পিটারের। বলতে কষ্টই হলো যেন, 'আজ রাতের জন্যে অন্য আরেকটা দেয়া হবে আমাকে। দেখেটেখে দেবে, যাতে ক্ষতিকর কিছু লাগানো না থাকে।'

'আজ রাতে পারবেন কাজ করতে?' মুসার প্রশ্ন।

'পারব। তবে মনের জোর আর রাখতে পারছি না। ভয়ই লাগছে। ভাগ্যিস পরিনি পোশাকটা! ফক্সি বেচারার জন্যেই বেঁচে গেলাম! আমার যন্ত্রণাটা গেল তার ওপর দিয়ে!'

'বাঁচলে তো বটেই,' কিশোর বলল। 'স্টেজে যাওয়ার আগে গায়ে দিলে আর অভিনয় করতে হতো না। যে লাগিয়েছে সে এটাই চাইছিল, যাতে মঞ্চে যেতে না পারো। এখন মনে করার চেষ্টা করো তো পোশাকটা কে কে ধরেছিল আজকে?'

মাথা হেলিয়ে ভাবল পিটার। 'ফক্সি ধরেনি এটা ঠিক…'

'সে তো জানা কথাই,' মুসা বলল। 'নিজে আজেবাজে জিনিস লাগিয়ে আবার নিজেই ধরতে যেত নাকি?'

'কে লাগিয়েছে কার কথা বলি?' নিজের থুতনিতে টোকা দিল পিটার। 'নিচের ওয়ারড্রোব ডিপার্টমেন্টের কেউ হতে পারে, ডিজাইনারদের কেউ হতে পারে। ক'জনকে সন্দেহ করব?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমার ধারণা, তোমার ঘরে এসে ঝোলানোর পর পোশাকটাতে ওই জিনিস লাগানো হয়েছে। নইলে যে নিয়ে আসত তারও হাতে লাগত, চুলকাত। পুরো কাপড়ে না লাগিয়ে সামান্য একটু জায়গায় লাগালে অবশ্য আলাদা কথা।'

'ওটা আনার পর ড্রেসিং রুমে অনেক লোক ঢুকেছে। ভিনসি জাপা, হেফটি ভাগনার, রলি ওয়ারনার, কয়েকজন অভিনেতা। ওদের যে কেউ লাগিয়ে থাকতে পারে।'

রলি ওয়ারনারের নামটা লাফ দিয়ে উঠে এল কিশোরের মনে। রলি—পিটারের সহকারী। বব রডম্যানের বাড়িতে দুর্ঘটনার সবচেয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তি। পিটারকে বসিয়ে দিয়ে নিজেকে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে করছে এ সব?

দরজায় উঁকি দিলেন জাপা। কিশোর আর মুসাকে বললেন, 'দেরি করছ কেন তোমরা? টিকিট বিক্রি শেষ। একটা সীটও পড়ে নেই। তোমাদেরকে বসার জায়গা দেখিয়ে দেব, এসো।'

ড্রেসিং রুম থেকে প্রায় ছুটে বেরোল দুই গোয়েন্দা। দরজা দিয়ে দর্শকরা ঢুকলে সীট নম্বর দেখে তাদের বসানোর ব্যবস্থা করছে একজন লোক। সেই লোকই কিশোর আর মুসাকে বারের কাছাকাছি একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। জিনা দাঁড়িয়ে

আছে ওখানে। হাত নেড়ে ওদের ডাকল। বক্স অফিসের কি অবস্থা দেখার জন্যে উঁকি দিল কিশোর। টিকেট কাউন্টারের সামনে এখনও লম্বা লাইন। আশায় আছে লোকগুলো, যদি কোনমতে একটা টিকিট পেয়ে যায়!

'সাংঘাতিক ব্যবসা হবে মনে হচ্ছে,' যে লোকটা ওদের সীট দেখিয়ে দিয়েছে তাকে বলল কিশোর। ঘরভর্তি লোকের সামনে মঞ্চে উঠে অভিনয় করতে কেমন লাগবে, ভাবতেই রোমাঞ্চিত হলো সে।

'তিন মাসের জন্যে বুকড হয়ে গেছে শো,' জবাব দিল লোকটা। 'অথচ এখনও প্রিভিউ চলছে, আসল শো শুরুই হয়নি। অর্ডারের পর অর্ডার আসছে। কে ভেবেছিল এই কাণ্ড হবে এ হপ্তায়? আগে তো মরেই ছিল।'

চলে গেল লোকটা।

জিনা বলল, 'দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকের কথা শুনছিলাম। পিটারের অ্যাক্সিডেন্টের কথাই বলাবলি করছে সবাই। যেন শো দেখতে নয়, দুর্ঘটনা দেখতে এসেছে। ঘটলে খুশি হবে। কখন ঘটবে তার অপেক্ষা করবে। হায়রে মানুষ!'

মুসা বলল, 'যে কোন ধরনের বিজ্ঞাপন শো-র জন্যে ভাল।'

'একটা লোকের ওপর বার বার আঘাত আসছে, মরেও যেতে পারে, এটাকে বিজ্ঞাপন বলো! তুমিও তো মনে হচ্ছে মনে মনে চাইছ অ্যাক্সিডেন্ট হোক!'

কমতে শুরু করল আলো। চুপ হয়ে গেল দর্শকরা। অর্কেস্ট্রা বাজতে শুরু করল।

অভিনয় দেখতে দেখতে যেন অন্য এক জগতে চলে গেল কিশোর। ভুলে গেল সে গোয়েন্দা, অভিনয় নয়, তদন্ত করতে এসেছে এই থিয়েটারে।

মধ্যবিরতির পর স্টেজের পেছনে এসে উঠল সে, জিনা আর মুসা।

পিটারকে দেখে জিনা বলল, 'আপনি সত্যি ভাল অভিনয় করেন, পিটার।'

মুখ তুলে হাসল পিটার, 'থ্যাংকস। বাধাটা যে পুরোপুরি ভেঙে দিলাম সেটা কেমন লাগল?'

'বাধা…'

মুসা কথাটা শেষ করার আগেই মাথার ওপর কি যেন নড়ে উঠল। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। পরক্ষণেই এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল পিটারকে।

ফ্লাই এরিয়া থেকে ভারি একটা কাঠের দরজা খসে পড়ল। আরেকটু হলেই লাগত পিটারের গায়ে। মেঝেতে পড়ার আগেই আটকে গেল, ওপরের অংশটা দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা।

স্টেজে ছুটে এল জাপা। চিৎকার করে ডাকল নিরুকে।

পর্দার আড়াল থেকে মাথা বের করল নিরু।

'এটা কি!' দরজাটা দেখিয়ে বললেন জাপা।

'আমি কি করে বলব?'

'কি করে বলবে মানে?'

'কিউটা তো আপনিই দিলেন। আপনার কথামতই কাজ হয়েছে।'

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল যেন সবাই। জাপাকে দেখে মনে হচ্ছে ফেটে

পড়বেন। এমন ভঙ্গিতে এগোলেন নিরুর দিকে, যেন কথা বললেই মেরে বসবেন। 'চোখের মাথা খেয়ে বসেছিলে? আমি তো ছিলাম পর্দার আড়ালে, দেখেছি নাকি কি ঘটছে? তুমি তো দেখেছ। আমি বললেই তুমি শুনবে কেন? উফ্, আর কত! বিরক্ত হয়ে গেছি এ সব অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে!'

'আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? কিউ দেয়ার মালিক আপনি, আমরা আপনার কথামত কাজ করি। ইচ্ছে করে কি আর ফেলেছি? না পারলে আপনি বরং চলে যান, অন্য কেউ আসুক। অ্যাক্সিডেন্টগুলো আপনার জন্যেই হচ্ছে!'

চড় মারার জন্যে হাত তুললেন ম্যানেজার।

তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেলল চারজন শ্রমিক। শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

নিরুর দিকে তাকিয়ে ফুঁসতে লাগলেন জাপা, 'তুমি কি করে চাকরি করো এখানে দেখে নেব! সব শয়তানি তোমার! সমস্ত শয়তানির মূলে তুমি!'

'যান যান, যা করতে পারেন করুনগে!' নিরুও জাপার হুমকির তোয়াক্কা করল না।

ঠেলতে ঠেলতে স্টেজের দরজা দিয়ে ম্যানেজারকে বের করে নিয়ে গেল লোকেরা।

তাঁর পেছনে চলল কিশোর, মুসা আর জিনা। যে পরিমাণ খেপেছেন জাপা, তাঁকে দিয়ে আপাতত আর কাজ হবে না, বাকি নাটকটা চালানোর দায়িত্ব অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো।

কিশোর দেখল, দরজায় লাগানো পেগবোর্ড পরীক্ষা করছে টোপাজ। 'খুব ভাল। অফিসের চাবি ফেরত দিয়ে যেতে ভুলে গেছে ম্যানেজার।' বিড়বিড় করল সে।

মুসা আর জিনাকে টেনে সরিয়ে আনল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'ভুলে যায়নি।'

'মানে?' দুজনেই হাঁ।

পকেট থেকে খাটো একটা চেনসহ চাবি বের করে দেখাল কিশোর, 'রেখেছিলেন ঠিকই। গোলমালের সুযোগে আমি সরিয়ে ফেলেছি। জাপার অফিস খুঁজে দেখব। জানার চেষ্টা করব অ্যাক্সিডেন্টগুলোর মূলে তিনিই কিনা।'

মুসার টর্চের আলো ঘুরে বেড়াতে লাগল অফিসঘরে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। চুরি করে থিয়েটারে ঢোকার আগে কাউকে চোখে পড়েনি তার।

হঠাৎ বলল ফিসফিস করে, 'শুনছ?'

'শুনছি,' জবাব দিল কিশোর। 'তোমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ। দেখি, আলোটা আরেকটু ফেরাও তো এদিকে।'

কিশোরের হাতের ফোল্ডারটার ওপর আলো ফেলল মুসা। কভারে লেখা: পারসোনাল।

নিরু ওয়ারনারের ফাইল।

'কি লেখা?' জানতে চাইল মুসা।

'বারের মধ্যে গোলমাল করার অপরাধে একবার অ্যারেস্ট হয়েছিল।' আরও খানিকক্ষণ দেখে ফাইলটা বন্ধ করে ফেলল কিশোর। 'আর কিছু নেই।' ভিনসি জাপার ফাইলে সন্দেহ করার মত কোন তথ্য নেই। তবে টোপাজের ফাইলে আছে। একটা অপরাধে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। জামিনে মুক্তি দিয়েছে। নিয়মিত হাজিরা দিতে হয় থানায়।'

'আর কিছু?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'চলো, বেরোই।' ফাইলটা ফোল্ডার কেবিনেটে রেখে দিল সে।

বেরোনোর সময় বাঁ হাতে দরজার হাতল ধরে টানল।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের নিচের তলায় অর্থাৎ মাটির নিচে রয়েছে ওরা। পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। সিঁড়ির রেলিঙ ধরতেই উহ্ করে উঠল। বাঁ হাত চুলকাতে শুরু করল।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা।

'চুলকানি।' দুটো ধাপ উঠল কিশোর। আরও বাড়ল চুলকানি। 'আরি, বাড়ছেই তো! অসহ্য!'

'আশ্চর্য!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'এখানে চুলকানির বিষ এল কোত্থেকে? বিছুটির ব-ও তো নেই কোথাও!'

এই জিনিসই যে পিটারের কাপড়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল, সন্দেহ রইল না কিশোরের। 'মনে হচ্ছে জাপার পপকর্নের ঠোঙায়…'

'…ছিল এই বিষ!' বাক্যটা শেষ করল মুসা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে তাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমার চুলকাচ্ছে?'

'না।'

'তাহলে দরজার হাতলে লেগে ছিল, রেলিঙে নয়। কোন ভাবে লাগিয়ে ফেলেছেন জাপা…'

ভোঁতা একটা শব্দ হলো।

'এটা কিন্তু আমার হার্টের নয়!' কান পাতল মুসা।

'বাঁ দিক থেকে আসছে। চলো, দেখি?'

জাপার কম্পিউটারের দিক থেকে আসছে শব্দটা। দৌড়ে এল দু-জনে। মনিটরের জ্বলন্ত পর্দা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। টর্চ জ্বালল মুসা।

'জলদি নেভাও!' ধমক এল পেছন থেকে।

ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

মনিটরের পর্দার হালকা আভায় পিস্তলের চকচকে নলটা চিনতে ভুল হলো না ওদের।

তেরো

'হাত তোলো! সাবধান, কোন চালাকি নয়।' আদেশ এল কঠোর কণ্ঠে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল কিশোর আর মুসা। ওদের সামনে পিটারের ড্রেসিং

রুম। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

'ওই দরজা দিয়ে ঢোকো!' আবার আদেশ।

পা দিয়ে ঠেলে পাল্লা খুলল কিশোর। নিয়ন আলোয় আলোকিত একটা ছোট ঘড়ি রাখা পিটারের ড্রেসিং টেবিলে, গোলাপী আভা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে।

সুইচ টেপার শব্দ হলো। উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল।

গলা শুনেই লোকটাকে চিনেছে কিশোর। হাতে .৩৮ ক্যালিবারের রিভলভার। নুরিখ টোপাজ।

হাতের চুলকানি বন্ধ হয়নি কিশোরের।

'তাহলে তোমরাই!' টোপাজ বলল।

চট করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে নিল মুসা। 'আমরা মানে?' বুঝতে পারল না।

রিভলভারে শক্ত হলো টোপাজের আঙুল। 'বলেছি না আমার সঙ্গে চালাকি করবে না! কম্পিউটারটাতে তোমরাই গোলমাল করে রেখেছ। হাত দিতে দেখেছি।'

'আমরা নই!'

'পুলিশকে বোলো এ কথা।' রিভলভারটা তাক করে ধরে রেখে ফোনের দিকে হাত বাড়াল টোপাজ।

'পুলিশকে বোঝানো মোটেও কঠিন হবে না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'সমস্যা আপনারই বেশি হবে। থানায় যে অফিসারের কাছে হাজিরা দিতে যান, তিনি যদি শোনেন আপনার কাছে একটা বেআইনী অস্ত্র আছে, খুশি হবেন না নিশ্চয়।'

অন্ধকারে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিল কিশোর, লেগে গেল। চমকে যেতে দেখল টোপাজকে। রিভলভারের ভয় আর করল না, সিংকের কাছে এগিয়ে গিয়ে কলের মুখ ছেড়ে ঠাণ্ডা পানি দিতে লাগল হাতে।

ফোনের ওপর স্থির হয়ে গেছে টোপাজের হাত। 'তুমি জানলে কি করে?'

'রিভলভারটার কথা অনুমান করেছি,' হাসল কিশোর। 'তবে অপরাধ যে একটা করেছেন, এটা জানি।'

রিভলভার নামাল টোপাজ। 'যাও, ভাগো! এবারের মত ছেড়ে দিলাম।'

'কিন্তু আমরা ছাড়লে তো?' সুযোগ পেয়ে গেল মুসা। 'কম্পিউটারের কাছে আপনি কি করছিলেন?'

'আমি এখানে গার্ডের চাকরি করি। যেখানে খুশি যাওয়ার অধিকার আমার আছে। স্টেজের ডানে চেয়ারে বসে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ জেগে গেলাম। দেখি কম্পিউটারের সামনে একটা ছায়া নড়াচড়া করছে। তোমাদের টর্চের আলো দেখে দিল দৌড়...'

'কি ধরনের ছায়া?' জানতে চাইল কিশোর।

দুজনের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিল টোপাজ। 'খাটো, তোমাদের মত নয়। রোগা, সেটাও তোমাদের মত নয়।'

'তার মানে আমরা নই,' মুসা বলল, 'বুঝলেনই তো। আর কিছু বলার

আছে?'

'দেখো, আমাকে যা-ই ভাব তোমরা, একটা কথা বিশ্বাস করো, এই থিয়েটারটাকে সত্যি ভালবাসি আমি। এর কোন ক্ষতি চাই না। দয়া করে যদি এখন বলো, এত রাতে এখানে কি করছিলে, খুশি হব। পিটারের বন্ধু সেজে আসলে কি করছ বলো তো?'

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। জবাব দিতে দ্বিধা করছে।

একটা মুহূর্ত ভাবল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। 'মিস্টার টোপাজ, আপনাকে বলতে রাজি আছি। তবে কথা দিতে হবে গোপন রাখবেন...'

চোখ উজ্জ্বল হলো টোপাজের, 'তারমানে তোমরাই সেই গোয়েন্দা!'

অবাক হবার পালা কিশোরের। হাত চুলকানি বন্ধ করল।

মুসা জানতে চাইল, 'আপনি জানলেন কি করে?'

'কেউ বলেনি। পত্রিকায় পড়েছি।'

'অসম্ভব!' বলে উঠল কিশোর।

'তাহলে নিজের চোখেই দেখো।' ভাঁজ করা একটা পত্রিকার পাতা প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে টেনে বের করল টোপাজ। 'দেখো, লিখেছে: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে দুজন গোয়েন্দা গোপনে দুর্ঘটনার কারণ খুঁজছে, তদন্ত চালাচ্ছে থিয়েটারে।' মুখ তুলল ডোরম্যান, 'খবরটা পড়ে অবাক হয়েছি। ভাবছিলাম, কে হতে পারে?'

'এখন তো জেনে গেলেন। কাউকে বলবেন না আশা করি।'

'না, বলব না। তোমরা যে তদন্ত করছ, তাতে খুশিই হয়েছি। বললাম না, থিয়েটারটাকে ভালবাসি।'

'থ্যাংক ইউ। কিছু মনে না করলে একটা সাহায্য করুন আমাদের।'

'কি সাহায্য?'

প্যান্টের পেছনে ডলে ভেজা হাত মুছল কিশোর। 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে কম্পিউটারের দিকে এগোল সে। টোপাজকে বলল, 'ওটা একবার দেখব।'

'দেখো।'

মুসা এগোল কিশোরের পেছনে। অফিসের দিকে চলে গেল টোপাজ।

'কিউ'র একটা তালিকা দেখা গেল মনিটরের পর্দায়। ওপরে লেখা:

এডিট মোর

'এ তো গ্রীক ভাষা মনে হচ্ছে আমার কাছে,' মুসা বলল।

'কিংবা বলো গ্রীক বিয়োগান্তক নাটক।'

'নাকি শেকসপীয়ারের ট্র্যাজেডি?'

'এই কুসংস্কারের আলোচনা বাদ দাও তো, মুসা। বাস্তব কথা বলো। প্রমাণ দরকার এখন আমাদের।'

'নম্বর আর কোডগুলো তো পাগলের পাগলামি মনে হচ্ছে আমার কাছে। কি করে বুঝবে এ সবের মানে?'

'বোঝার দরকার নেই এগুলো। আমি দেখতে চাইছি অন্য জিনিস।'

কয়েক মিনিট পর উঠে দাঁড়িয়ে কিশোর বলল, 'গণ্ডগোল করে রাখা হয়েছে এখানে।'

টোপাজকে বলে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। গার্ডের সন্দেহ জাগতে পারে এই ভয়ে পার্কিং লট থেকে দূরে রাস্তার ধারে পিকআপ রেখেছে কিশোর। সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ টের পেল, হাতের চুলকানি চলে গেছে। পানিতে সেরেছে বোধহয়।

'খবরের কাগজওলারা আমাদের কথা জানল কি করে?' প্রশ্ন করল মুসা।

'মুখ ফসকে বলে দিয়েছে হয়তো পিটার।'

'বলেছে যে এ কথা আমাদের জানানো উচিত ছিল।'

'হয়তো জানাতে চায়নি। এ সবে সে-ও জড়িত থাকতে পারে। দুর্ঘটনায় যদি আহত হয়ে বসেও থাকে, তাহলেও ক্ষতি নেই তার। অভিনয় বন্ধ থাকলেও বেতন দিতে হবে তাকে, সে-রকমই চুক্তি হয়েছে।'

ভেবে বলল মুসা, 'কিন্তু বসে থাকার মত লোক মনে হয় না পিটারকে। কাজ করতেই ভালবাসে সে।'

'আমি ভাবছি কম্পিউটারটাকে স্যাবটাজ করল কে?'

'ভিনসি জাপা নন তো?'

'কিন্তু তিনি হলে রাতের বেলা চুরি করে ঢুকে করতে যাওয়ার দরকারটা কি? দিনের বেলা সবার সামনেই পারেন, কম্পিউটারে তিনি হাত দিলে কেউ সন্দেহ করবে না। তা ছাড়া আমাদের কাছে বলেছেন, প্রোগ্রামিং করতে জানেন না।'

'আরও একটা ব্যাপার, মোটেও খাটো কিংবা রোগা নন তিনি।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ও রকম লোক কে আছে থিয়েটারে? কাকে কাকে চিনি আমরা?'

এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবল মুসা। তারপর বলল, 'শুধু শরীর স্বাস্থ্যে মিললেই হবে না, তাকে প্রোগ্রামিংও জানতে হবে, তাই না? কোন ধরনের পেশাজীবী কম্পিউটার বেশি ব্যবহার করে? গবেষক, লেখক...'

'ছাত্র, বাদক...'

থমকে দাঁড়াল কিশোর, 'বাদক!'

'রবিনকে প্রায়ই বলতে শুনি, কম্পিউটারে ড্রাম ট্র্যাকস প্রোগ্রাম করে ড্রামাররা, নানা রকম বাদ্যযন্ত্র...'

'জানি। থিয়েটারে ও রকম একটা লোককেই চিনি। ফ্ল্যাশ-পটের খুব কাছাকাছি ছিল, অথচ বিস্ফোরণে গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।'

'খাইছে! তাই তো! জাহির বিলিয়ার্ড!'

'তাহলে বুঝলে তো, শেকসপীয়ারের ভূত ঘটাচ্ছে না এ সব অঘটন!'

চোদ্দ

গারবার থিয়েটারের পার্কিং লটে যখন গাড়ি রাখল কিশোর, সকালের রোদ ঢুকছে

তখন জানালা দিয়ে।

'আমার মনে হয় না কাজটা করতে পারব,' মুসা বলল। 'যতই প্র্যাকটিস করাক।'

'পারবে,' হাই তুলতে তুলতে বলল কিশোর। অনেক রাতে ঘুমিয়েছে। তারপর ভোরে উঠেছে আবার। থিয়েটারে এসেছে প্র্যাকটিস করতে। ওরা নতুন লোক। সে-জন্যে বেশি প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে। জোর রিহার্সাল চলছে।

গাড়ি থেকে নেমে থিয়েটারের দিকে এগোল দুজনে।

'কিন্তু এ ভাবে না ঘুমিয়ে আর কতদিন চালাব?' মুসার প্রশ্ন।

'কে যায় চালাতে? তুমি কি ভাবছ স্টেজে গিয়ে বীচবল খেলতে ভাল লাগবে আমার? একটুও না। কেসটার একটা কিনারা করতে পারলেই পালাব। তোমার আগে ঘুম থেকে উঠেছি আমি আজ। রবিনকে ফোন করেছি। ওকে টেনে তুলেছি বিছানা থেকে।'

'গালাগাল করেনি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'করেছে। গাড়িতে করে রাত তিনটেয় ফিরেছে স্যান ফ্র্যানসিসকো থেকে। প্রথমে তো ঘুম জড়ানো স্বরে বকাবকি শুরু করল। কিন্তু জাহিরের কথা যেই বললাম, পুরো সজাগ হয়ে গেল। বলল, আজকে রিহার্সালের পর ওর সঙ্গে লেগে থেকে কিছু বের করার চেষ্টা করবে।'

স্টেজ ডোর দিয়ে স্টেজে ঢুকল ওরা। কালো পর্দার আড়ালে জাপার কন্ট্রোল চেম্বারের ভেতর থেকে আসছে কম্পিউটারের কী-র একটানা খটাখট।

'মিস্টার জাপা,' ডেকে বলল মুসা, 'আমরা এসে গেছি। তাড়াতাড়িই এলাম, কি বলেন?'

খটাখট বন্ধ হয়ে গেল। জবাব নেই।

'মিস্টার জাপা?' পর্দা সরাল কিশোর।

মনিটরের সামনে বসা পিটার ঘুরে তাকাল। ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল ওদের। ফিসফিস করে বলল, 'চুরি করে এখানে বসেছি, দেখলে আমাকে মেরে ফেলবে!'

কণ্ঠস্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি করছ?'

কম্পিউটার স্ট্যান্ডে রাখা একটা মোটা ফাইল দেখিয়ে বলল পিটার, 'কিউর হার্ড কপি এটা। কম্পিউটারের নিচের তাকে রেখে দেয় জাপা। কয়েক হপ্তা আগে বানিয়েছে। কোন পরিবর্তন করতে হলে নিজের হাতে করে।' ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিল সে, অন্য কেউ শুনছে কিনা। তারপর স্বর আরও নামিয়ে বলল, 'কম্পিউটারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, কোন গোলমাল করা হয়েছে নাকি। সত্যি বলতে কি, জাপাকে এখন সন্দেহ হচ্ছে আমার।'

রাগ ফুটল মুসার কণ্ঠে, 'নিজেই যদি করবেন, তাহলে আমাদের ডেকে আনলেন কেন...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাত তুলল কিশোর, 'সন্দেহ যখন হয়েছে, দেখুক। আমাদের না জানালেই কি? পিটার, তুমি কিন্তু ভুল করেছ। আমাদের ওপর যখন তদন্তের দায়িত্বই দিলে, কথা গোপন করা ঠিক হয়নি তোমার। এই বইটার কথা

বলা উচিত ছিল।'

মাথা কাত করে পিটার বলল, 'বলেছি তো। কাল রাতে মাথায় এল কথাটা। তোমাদের অ্যানসারিং মেশিনকে মেসেজ দিয়ে রেখেছি। পাওনি?'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর, 'না।' ভাবল, মেশিনটা কি খারাপ হয়ে গেল?

'যাই হোক, কথাটা মনের মধ্যে খোঁচাতে থাকল,' পিটার বলল। 'সকালে উঠেই চলে এলাম দেখার জন্যে।' হাসল সে। 'কিছু মনে কোরো না, তোমাদের সাহায্যই করতে চেয়েছি।'

'কিছু পেলে?'

দ্বিধা করল পিটার, 'না…এখনও পাইনি। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর। পিটারের আচরণ সন্দেহজনক মনে হলো ওর। নার্ভাস হয়ে আছে। কিছু যেন লুকানোর চেষ্টা করছে। কেন? অসুবিধেটা কি?

করিডরে গলার স্বর শুনে তাড়াতাড়ি কম্পিউটার বন্ধ করে দিল পিটার। বইটা রেখে দিল নিচের তাকে।

জাপা ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই, তোমরা এসেছে নাকি?'

ভেতরে ঢুকলেন তিনি। সঙ্গে এসেছেন হেফটি ভাগনার, আর চারজন অভিনেতা।

'এসেছি,' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'জিনা একটু পরে আসবে।'

'আচ্ছা। আসুক। আজ সারাদিন রিহার্সাল চলবে তোমাদের। রাতে স্টেজে উঠতে হবে।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

মাথা ঝাঁকিয়ে, হেসে অভয় দিল তাকে কিশোর।

তবে যত ভয়ই পাক, স্টেজে উঠে অন্য মানুষ হয়ে গেল মুসা। তার মধ্যে যে এতটা ট্যালেন্ট আছে, জানত না। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল দর্শকরা।

পিঠ চাপড়ে দিয়ে জাপা বললেন, 'চমৎকার। চেষ্টা করলে ভাল অভিনেতা হতে পারবে তুমি।'

রাতে বাড়ি ফেরার পথে হেসে বলল জিনা, 'স্টার তাহলে বনেই গেলে?'

'কে যায় স্টার বনতে! আমি খেলোয়াড় হতে চাই। স্টেজে নাচানাচি করতে ভাল লাগে না।'

চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে কিশোর।

রেডিওটা নাড়াচাড়া শুরু করল জিনা। নব ঘুরিয়ে স্টেশন টিউন করতে লাগল। একটা স্টেশনে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক হচ্ছে…আরেকটাতে বেসবল খেলা…তারপরেরটাতে খবর…

'দূর, কোনটাই ভাল না,' বিরক্ত হয়ে বলল জিনা। 'রবিনের কাছ থেকে ভাল কয়েকটা টেপ চেয়ে নিয়ে রেখে দেয়া উচিত গাড়িতে।'

'রেখে লাভ নেই।' মনে করিয়ে দিল কিশোর, 'গাড়িটা আমার নয়, চাচার। খবরটা দাও তো। গলাটা চেনা মনে হলো!'

ঠিকই বলেছে কিশোর। 'এ তো পিটারের গলা! টেপ করা ইন্টারভিউ হচ্ছে!'

গারবার থিয়েটারে বার বার তার ওপর আঘাত আসার কথাই বলছে পিটার ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে।

সাক্ষাৎকার যে নিচ্ছে সে-ও কম যায় না। বলল, 'কয়েক দিনেই আপনার যা জনপ্রিয়তা লক্ষ করছি, আর্ট টিলারিকেও তো ছাড়িয়ে যাবেন আপনি। ব্রডওয়েতে তো যাবেনই, সেটা ছাড়িয়েও আরও বহুদূর।'

'বুঝতে পারছি না কি হবে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিটার। 'উইলিয়াম শেকসপীয়ারের ভূত এখন আমার পিছু ছাড়লেই হয়!'

হঠাৎ ব্রেক কষল কিশোর।

গতি কমে যাওয়ায় ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকে গেল জিনা আর মুসা।

'কি হলো?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'বুঝে গেছি!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'কি বুঝেছ?'

জবাব দেয়ার আগেই পেছনে টায়ারের শব্দ হলো। আরেকটা গাড়ি ব্রেক করেছে।

ফিরে তাকাল ওরা। একটা স্পোর্টস কার।

মুসা বলল, 'কিছুক্ষণ থেকেই আয়নায় দেখছি গাড়িটাকে! শিওর আমাদের পিছু নিয়েছে!'

পনেরো

অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল আবার কিশোর। পরের মোড়টায় যেন উড়ে চলে এল পিকআপ।

পেছন পেছন ঠিকই আসতে লাগল গাড়িটা।

স্টিয়ারিং বাঁয়ে কাটল কিশোর। মাটি থেকে লাফ দিয়ে উঠে গেল পিকাপের ডান পাশটা। চিৎকার করে উঠল জিনা।

'কোথায় যাচ্ছ?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল মুসা।

'জানি না।'

একটা ছোট গর্তে পড়ল চাকা। ঝট করে মাথার ওপরে হাত তুলল মুসা, দেরি করে ফেলেছে। ছাতে ঠোকর খেল চাঁদি। উফ্ করে উঠল ব্যথায়। বলল, 'ভাঙা গাড়িতে চড়ার এই হলো শাস্তি!'

গুলির শব্দ হলো পেছনে।

'মাথা নামাও!' বলে জিনার মাথাটা ড্যাশবোর্ডের নিচে চেপে দিয়ে নিজেও মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা।

কিশোরের সে-সুযোগ নেই। কারণ গাড়ি চালাতে হচ্ছে ওকে।

আবার পাশে কাটল সে। নাহ্, আর পারবে বলে মনে হয় না। কারণ ও চালাচ্ছে ঝরঝরে পিকআপ, পেছনের গাড়িটা স্পোর্টস কার। গতি বাড়িয়ে এগিয়ে

আসছে ক্রমে। বাঁয়ের ব্লকটা মনে হচ্ছে মাইলের পর মাইল লম্বা। পথের পাশে গাছের সারি। ডানেও একই অবস্থা, কেবল মাঝে মাঝে বিশাল বিল্ডিংগুলোতে ঢোকার জন্যে যেটুকু খোলা। একটা বাড়িকে শপিং মল করা হয়েছে। গেটের কাছে নিওন আলোয় লেখা PARK শব্দটার আলো নেভানো।

পালানোর আর কোন পথ না দেখে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে সেই গেটের দিকে এগোল কিশোর। হলুদ রঙের একটা CLOSED সাইন যেন ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে।

'কিশোর, কি করছ?' চিৎকার করে উঠল জিনা। বলেই দু-হাতে মুখ ঢাকল।

তীব্র ঝাঁকুনি, গেটের কাঠ ভাঙার মড়মড় শব্দ। পার্কিং গ্যারেজে ঢুকে পড়ল কিশোর। র‍্যাম্পে উঠতে শুরু করেছে পিকআপ। মাথাটাকে সীটের পেছনে চেপে ধরেছে সে।

'চারতলায় একটা বইয়ের দোকান আছে,' এরই মধ্যে কোনমতে বলল কিশোর।

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' মুসা বলল।

ড্যাশবোর্ড আঁকড়ে ধরে আস্তে মাথা উঁচু করে জানালা দিয়ে তাকাল জিনা। 'ওপরে উঠতে চাও তো? ফাঁদে পড়ব।'

'দেখা যাক,' কিশোর বলল। ঘুরে ঘুরে উঠতে শুরু করল পিকআপ।

বাড়িটা ছয়তলা। ছয়টা তলাই পার হয়ে র‍্যাম্প থেকে প্রায় লাফ দিয়ে অ্যাসফল্টের ছাদে বেরিয়ে এল গাড়ি। সাদা দাগ দিয়ে ঘর এঁকে চিহ্ন দেয়া রয়েছে। একেকটা ঘরে একটা করে গাড়ি থাকবে। কিন্তু এখন কোন গাড়ি নেই। ওদের বাঁয়ে দেয়াল, তাতে এলিভেটর, কাঁচের ছোট দরজা। ওটার পাশে সিঁড়ি।

পিকআপের ইঞ্জিনের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসছে না কিশোরের। ওরা কি একা? রিয়ারভিউ মিররে তাকাল। র‍্যাম্পের মুখ, যেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা, সেটাকে লাগছে কালো একটা গর্তের মত। পঞ্চাশ ফুট পেছনে।

'মনে হয় হারিয়ে দিয়েছি,' বলল সে।

'তাহলে আর কি? ঝাঁপ দাও ওপর থেকে। রাস্তায় নেমে পড়ি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'যাওয়ার আর তো কোন উপায় দেখছি না!'

ছাদের চারটে কোণের দিকে তাকাল কিশোর।

স্পোর্টস কারটার কোন সাড়া না পেয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার নামার জন্যে র‍্যাম্পের দিকে রওনা দিল।

এই সময় নিচ থেকে আলোকিত হতে শুরু করল কালো গর্তটা।

'ওরাই আসছে!' জিনা বলল।

ব্রেক কষল কিশোর। অ্যাসফল্টের গায়ে ঘষা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল রবারের চাকা।

'থামলে কেন?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'জোরে চালাও না! সরিয়ে দিতে পারবে ধাক্কা দিয়ে!'

কিন্তু কাশি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল পিকআপের ইঞ্জিন।

ইগনিশনে মোচড় দিল কিশোর।

স্টার্ট হলো না ইঞ্জিন।

দুটো হেডলাইটের আলো বেরিয়ে আসতে লাগল র‍্যাম্পের-গর্ত থেকে।

আবার চেষ্টা করল কিশোর। লাভ হলো না।

'নেমে পড়ো গাড়ি থেকে!' এক হাতে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে আরেক হাতে জিনার হাত চেপে ধরে টান মারল মুসা।

তিনজনেই নেমে দৌড় মারল সিঁড়ির দিকে।

উঠে পড়েছে স্পোর্টস কার। ওটার হেডলাইটের আলো ওদের ওপর পড়ে লম্বা লম্বা কিম্ভূত ছায়া তৈরি করল—পা অস্বাভাবিক লম্বা, মাথা ছোট।

প্রাণপণে ছুটছে ওরা। আর বিশ ফুট যেতে পারলেই···

আচমকা ডানে সরে গেল হেডলাইটের রশ্মি। চোখের পলকে সামনে চলে এল কালো রঙের চকচকে গাড়িটা, সামনে দেয়াল তৈরি করে দাঁড়িয়ে গেল। আটকে দিল সিঁড়িতে ঢোকার পথ।

'দেখো, আমার কাছে পিস্তল আছে!' গর্জে উঠল একটা ভোঁতা কণ্ঠ।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গাড়ির দুদিকের দরজা।

পিস্তলটা দেখতে পেল কিশোর। কোন রকম প্রতিবাদ না করে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল।

দেখাদেখি মুসা আর জিনাও তাই করল।

গাড়ি থেকে নামল দুজন লোক। স্কি মাস্ক দিয়ে মুখ ঢাকা। যে লোকটা ড্রাইভ করছিল, তার হাতে পিস্তল।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনারা?'

ইঁটের গাঁথনি তুলে দেয়াল তৈরি করে ঘিরে দেয়া হয়েছে ছাতের চারপাশ। একদিকের দেয়াল দেখিয়ে পিস্তল নেড়ে ধমক দিল ড্রাইভার। 'ওদিকে যাও!'

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের, 'ছাদ থেকে আমাদের লাফ দিতে বলবেন নাকি···'

'যাও বলছি! কথা কম!' আবার ধমক দিল ড্রাইভার। সঙ্গীকে বলল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? পিকআপটার ব্যবস্থা করো!'

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে কিশোর। তারপরেও বুদ্ধি ঠিকই কাজ করছে। বুঝতে পারছে, কণ্ঠস্বর আরেক রকম করে কথা বলছে লোকটা। যেন ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় করছে।

দ্বিধা করল অন্য লোকটা। তারপর স্পোর্টস কারের দরজা দিয়ে মাথা ঢোকাল। বের করে আনল দুই বোতল মদ। পিকআপের দিকে এগোল।

'কি-কি করতে চান!' তোতলাতে শুরু করল কিশোর, 'ও-ওটা আমার চাচার গাড়ি!'

শব্দ করে হাসল পিস্তলধারী। 'তাতে কি? মরে গেলে চাচাটাচা কিচ্ছু থাকবে না। এগারোটার নিউজে কি বলবে এখনই শুনতে পাচ্ছি আমি: তিনটে ছেলেমেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গাড়ি চালিয়ে মলের ছাদে উঠে পড়েছিল। ছাদের কিনারের দেয়ালে গুঁতো লাগিয়ে দেয়াল ভেঙে নিচে পড়েছে। তিনজনই মৃত। হাহ্ হা!'

'আমরা মাতাল...অসম্ভব...'

কথা শেষ করতে পারল না কিশোর। তরল পদার্থ পড়ার শব্দ হলো। ফিরে তাকিয়ে দেখল পিকআপের সীটে মদ ঢালছে লোকটা। 'ও-কি করছেন? মদ ঢেলে দিচ্ছেন কেন?'

'এই থামো,' সহকারীকে বাধা দিল পিস্তলধারী, 'সব ঢেলো না। খানিকটা রেখে দাও। ওদের গেলাতে হবে। রক্তে অ্যালকহল লেভেল বেশি দেখতে না পেলে সন্দেহ করে বসবে পুলিশ।'

একটা বোতল পুরো ঢেলে শেষ করল অন্য লোকটা। বাকি বোতলটা নিয়ে এগোল ওদের দিকে।

'শয়তান কোথাকার...' মুঠো পাকাল মুসা। কি করতে চায় লোকগুলো বুঝে ফেলেছে।

'থামো, মুসা,' বাধা দিল কিশোর, 'কিছু কোরো না!'

পিস্তলটা মুসার মুখের দিকে তাক করে ধরেছে ড্রাইভার। 'ঠিক। তোমার বন্ধু যা বলছে, করো!'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

'যা বলছি করো,' আবার বলল পিস্তলধারী, 'তাতে ব্যথা কম পাবে। হয়তো টেরই পাবে না কিছু।' বোতলের মুখ খুলে দেয়ার জন্যে ইশারা করল সঙ্গীকে। মুসাকে খেতে বলল প্রথমে।

বিড়বিড় করছে জিনা। প্রার্থনাই করছে বোধহয়।

মুসার ঠোঁটের কাছে বোতলের মুখ ঠেকাল লোকটা। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে মুসা। তাকিয়ে আছে পিস্তলটার দিকে। কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আস্তে করে ঠোঁট ফাঁক করল।

হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ হলো। পাঁই করে সেদিকে ঘুরল পিস্তলধারী। 'কে এল আবার...'

সুযোগটা ছাড়ল না জিনা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল লোকটার দিকে। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল পেটে, বেল্টের সামান্য ওপরে। একই সঙ্গে থাবা চালাল পিস্তল ধরা হাতে।

বিস্ময় এবং ব্যথায় ছোট্ট একটা আর্তচিৎকার বেরোল লোকটার গলা থেকে। হাত থেকে উড়ে গেল পিস্তল।

অ্যাসফল্টের ওপর খটাং করে পড়ল ওটা। পড়ার আগেই ধরার জন্যে ডাইভ দিয়েছে মুসা। ধরে রাখতে পারল না। হাতের ঠেলা লেগে দূরে গিয়ে পড়ল পিস্তলটা। আনার জন্যে এগোতে যাবে, এই সময় চিৎকার করে বলল কিশোর, 'মুসা, লাগবে না!'

ফিরে তাকিয়ে মুসা দেখল, তাড়াহুড়ো করে গিয়ে গাড়িতে উঠছে লোকগুলো। দরজা টেনে ধরে রেখেছে কিশোর আর জিনা, যাতে বন্ধ করতে না পারে। মুসাকেও ডাকল কিশোর।

স্টার্ট দিয়ে সরে যেতে লাগল স্পোর্টস কার।

র‍্যাম্পের মুখ দিয়ে বেরোল আরেকটা গাড়ি। একটা লাল পুরানো

ফোক্সওয়াগেন।

'রবিন!' অবাক হয়ে গেল কিশোর।

প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি রবিন। যেই বুঝল, নাক ঘুরিয়ে তেড়ে গেল স্পোর্টস কারটাকে।

পিকআপে উঠে পড়ল কিশোর, মুসা আর জিনা। এইবার ইগনিশনে মোচড় দিতেই স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। সোজা র‍্যাম্পের মুখের দিকে গাড়ি ছোটাল কিশোর।

নাকে আসছে অ্যালকহলের কড়া গন্ধ। এই ভয়াবহ উত্তেজনার মধ্যেও দেখতে পাচ্ছে মেরিচাচীর বিস্মিত মুখ। বাড়িতে কেউ মদ খায় না। একটু আধটু অভ্যাস যা ছিল রাশেদ চাচার, সেটাও ছাড়িয়েছেন চাচী। কিশোর খেয়েছে, এটা যদি মাথায় ঢোকে তাঁর···বাকিটা আর ভাবতে চাইল না কিশোর।

র‍্যাম্পের মুখে বাধা সৃষ্টি করা গেল না, তার আগেই ঢুকে পড়ল স্পোর্টস কার। তীব্র বেগে নেমে যেতে লাগল। পেছনে লেগে রইল পিকআপ আর ফোক্সওয়াগেন।

নিচে তিরিশ গজ দূরে লাল একটা সাইন দেখা যাচ্ছে: ENTRANCE ONLY তার ওপাশে রাস্তা।

'ধ্যাত্তোর! গেল চলে!' হতাশায় ড্যাশবোর্ডে দুম করে কিল মারল মুসা।

কিন্তু গতি না কমিয়ে বেরোতে গিয়েই ভুলটা করল ড্রাইভার। যে পথ ধরে নামছিল, তার গোড়াটা ঢালু হয়ে গিয়ে হঠাৎ করেই সোজা হয়ে গেছে। সেটাতে সামনের চাকা পড়তেই সাংঘাতিক ঝাঁকুনি লাগল। বলের মত ড্রপ খেয়ে ওপরে উঠে গেল গাড়ি। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দুপাশের দরজা। বাইরে ছিটকে পড়ল দুই আরোহী। গাড়িটা সরে চলে গেল।

ব্রেক কষল কিশোর। পড়ে থাকা দুটো দেহের দশ ফুট দূরে এসে থামল পিকআপ।

একধাক্কায় দরজা খুলে ফেলে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিল কিশোর। অন্যপাশ দিয়ে নামল মুসা আর জিনা।

পিকআপের পেছনে ফোক্সওয়াগেন থামিয়ে রবিনও নেমে পড়ল।

নিথর হয়ে পড়ে আছে দুটো দেহ।

নিচু হয়ে টেনে একজনের মুখোশ খুলে ফেলল কিশোর।

টান লেগে ডান থেকে বাঁয়ে কাত হয়ে গেল রলি ওয়ারনারের মুখটা।

অন্য লোকটার মুখোশ খুলল রবিন।

ভিনসি জাপা!

ষোলো

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেহ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে জিনা। 'মরে যায়নি তো?'

ওদের নাড়ি দেখল কিশোর। 'না। তবে অবস্থা ভাল না। আঘাত ভালই

লেগেছে।'

'তাহলে তো অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দেয়া দরকার,' মুসা বলল। বাড়িতে ঢোকার মুখেই একটা টেলিফোন আছে। সেটার দিকে দৌড় দিল সে।

'আশ্চর্য!' মাটিতে বসে পড়েছে জিনা। 'রনিকে আমি বরাবরই সন্দেহ করেছি, কিন্তু ম্যানেজারকে খুব ভাল মানুষ মনে হয়েছে!'

'আরও আশ্চর্য হওয়ার মত খবর আছে আমার কাছে,' রবিন আর জিনা দুজনের দিকে তাকাল কিশোর। 'ওরা দুজনই শুধু নয়, এর মধ্যে আরও লোক জড়িত। মিউজিশিয়ানদের লকার খুঁজতে গিয়ে জাহিরের সম্পর্কে কি পেয়েছি দেখো,' জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিল সে।

ভেতর থেকে একটা হলদে ভাঁজ করা কাগজ বের করল কিশোর। তাতে নম্বর আর তথ্য ভরা। 'এগুলো কিউ এবং কিউ নম্বর। সে-রাতে আমি যেগুলো দেখলাম কম্পিউটারে, গোলমাল করা, সে-গুলোও আছে এতে।'

'তারমানে জাহিরও আছে এর মধ্যে,' জিনা বলল। 'কিন্তু কেন?'

আবার ভাঁজ করে কাগজটা খামে ভরে নিজের পকেটে রেখে দিল কিশোর। 'প্রশ্নের জবাব জানতে চাইলে আরও গভীরে যেতে হবে আমাদের। পালের গোদাটাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

টেলিফোন সেরে ফিরে এসে মুসা জানাল, 'অ্যাম্বুলেন্স আসছে।'

রবিন জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'মনে হয় গোদাটা কে জানা আছে তোমার?'

'পিটারের ওপর বার বার আক্রমণ এলে একটা লোক সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে,' থামল কিশোর। এক এক করে তাকাল সবার মুখের দিকে। এ ভাবে শ্রোতাদের ঝুলিয়ে রেখে মজা পায় সে। চিরকালের অভ্যাস।

'কে?' জানতে চাইল মুসা।

'খুলেই বলি, দাঁড়াও। গাড়ির রেডিওতে খবরটা শোনার পর ব্যাপারগুলো খাপে খাপে বসে গেল আমার মাথায়। পিটারের কথা শুনে মনে হলো, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায় খুশিই হয়েছে সে নইলে এমন করে টিকিটও বিক্রি হত না, তারও কাজ থাকত কিনা সন্দেহ।'

'ওসব তো জানি আমরা,' অধৈর্য হয়ে জিনা বলল। 'পিটার ব্রডওয়েতে যাবে, আরও ওপরে উঠবে। খ্যাতির চূড়ান্তে চলে যাবে। তাতে আমাদের কি? আসল লোকটা কে বলো?'

'খ্যাতির লোভ বড় লোভ, সেই সঙ্গে যদি টাকা আসে তাহলে তো কথাই নেই। পিটার হাইয়েমের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়ার আছে? যা যা করেছে সে, তাতে অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। নিজের গুণগান প্রচার করার লোক নিজে ঠিক করেছে সে। ডেভন কলিনের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেই নিজের বিজ্ঞাপন করেছে, নির্লজ্জের মত নিজের প্রশংসা করেছে। জোর করে টিকে থাকতে চেয়েছে নাটকটাতে…'

'লোকটার মাথায় যে ছিট আছে, সে তো জানিই আমরা,' মুসা বলল। 'নিজের সম্পর্কে বড় বেশি উঁচু ধারণা। কিন্তু এ সব বলে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটার আগে টিকিট বিক্রি হত না, মরেই যেত হয়তো শো-

টা। দর্শক না থাকলে কাকে দেখাবে? কিন্তু পরে, দুই হপ্তার মধ্যে সাংঘাতিক হিট হয়ে গেল, অথচ এখনও ওপেনিঙের ঘোষণাই দেয়া হয়নি। এই পরিবর্তনটা কেন ঘটল?'

'খবরের কাগজ আর টিভি-রেডিয়ো ঘটিয়েছে ঘটনাটা,' জবাব দিল মুসা, 'এ তো জানা কথা। এমন প্রচার শুরু করল...'

'একদম ঠিক,' এক আঙুল তুলল কিশোর। 'কাগজগুলো পেয়ে গেল মজা। যেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে, অমনি ফলাও করে ছেপে দেয়। থিয়েটারে তাদের কোন রিপোর্টার ওই সময় না থাকলেও খবরটা ঠিকই পেয়ে যায়।'

'তারমানে,' রবিন বলল, 'কেউ খবরটা পাঠিয়ে দেয় ওদের।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এমন কেউ পাঠায়, যার কাছে বিজ্ঞাপন আর প্রচার একটা বিরাট ব্যাপার। সে জানে, এই একটা মাত্র জিনিসই তার চাকরি বাঁচাবে।'

'বুঝেছি! পিটার!' বলে উঠল মুসা।

'ভেবে দেখো,' মুসার কথা যেন কানেই ঢোকেনি কিশোরের, 'তুমি একজন তরুণ অভিনেতা, একটা নাটক করছ যেটার সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সারা জীবন একটাই স্বপ্ন তোমার, একটা নাটক হিট হোক। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে দেখলে কোন কারণে টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। বন্ধ হয়ে যেতে পারে নাটক। তাহলে কাজ চলে যাবে তোমার। আবার সেই ভাতেমরা অভিনেতায় পরিণত হবে, না খেয়ে থাকতে হবে! কি করবে তখন?'

হাত ওল্টাল মুসা, 'কি আর করব? মোটর মেকানিকের কাজ নেব।'

'আরে দূর, তোমার কথা কে বলছে, একটা উদাহরণ দিচ্ছি,' কিশোর বলল। 'তুমি তখন চাইবে নাটকটার উন্নতি, যে ভাবেই হোক। ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড দেখতে এখন কেন যাচ্ছে লোকে? নাটক দেখতে যতখানি, তার চেয়ে বেশি পিটারের দুরবস্থা দেখতে। আশা করছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবেই।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'বুঝতে পারছি।'

'আমার কিন্তু সে-রকম মনে হয় না,' জিনা একমত হতে পারল না। 'নিজের ওপর নিজে দুর্ঘটনাগুলো কি করে ঘটাল সে?'

'সে তো ঘটায়নি,' কিশোর বলল। 'হুমকি দিয়ে ফোন আসা, চিঠি আসা, এগুলো কেবল তার মুখের কথা, আমাদের কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি সে। চিঠিগুলো কোথায় যখন জানতে চেয়েছি, বলেছে ফেলে দিয়েছে। আমার তো ধারণা, সব মিথ্যে কথা, ওরকম কোন চিঠি পায়ইনি সে। দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্যে লোক ঠিক করেছে সে-ই। এমন করে সাজিয়েছে, যাতে মনে হবে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে, কিন্তু সত্যি সত্যি কোন ক্ষতি হবে না। থিয়েটারের বাইরে সেদিন যে সাইনবোর্ডটা পড়ল, দেখেছ কোনখানে পড়েছে? পিটার যেখানে দাঁড়ানো ছিল তার চেয়ে কতটা দূরে?'

'দেখেছি, ক্যামেরার একেবারে চোখের সামনে, যাতে সহজেই ধরা পড়ে!' বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে জিনা।

'আর ফ্ল্যাশ-পট অ্যাক্সিডেন্টটাও সাংঘাতিক বিপজ্জনক মনে হয়েছে,' মুসা বলল। 'কিন্তু এমন সময় ফেটেছে, যখন সরে যাওয়ার জন্যে ঘুরেছে পিটার।'

রবিন বলল, 'জাহিব করে থাকতে পারে এ কাজ, অর্কেস্ট্রা পিট থেকে।'

'জাপার নির্দেশে,' যোগ করল কিশোর। 'যাই হোক, এই ঘটনার পর পিটারের ড্রেসিং রুমে ঢুকেছি আমরা। নিক নামে একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল তখন সে। ব্যাপারটা নিয়ে প্রথমে মাথা ঘামাইনি আমি, যতক্ষণ না তার বিজ্ঞাপন প্রচারকের নামটা মনে পড়ল।'

'নিক ফ্লিন্ট!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ফ্ল্যাশ-পট অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা প্রচার করে দেয়ার জন্যে তাকে ফোন করেছিল পিটার। এখন বুঝতে পারছি গোপনে আমাদের তদন্ত করার কথাটা খবরের কাগজকে কে জানিয়েছে। পিটার নিজে। এটাতে আরেকটা বিজ্ঞাপন হয়েছে তার।'

'ঠিক,' কিশোর বলল। 'আর মনে হচ্ছে কম্পিউটারের দায়িত্বটা ছিল জাহিরের ওপর। চুরি করে থিয়েটারে ঢুকে কিছু কিছু কিউ গোলমাল করে দিত, অবশ্যই জাপার সহায়তায়।'

'তারপর সে-রাতে টোপাজের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল জাহির,' মুসা বলল। 'আর যেতে সাহস করেনি। তাই বাধ্য হয়ে গোলমাল করার কাজটা নিজেই করতে গেল পিটার।'

'কিংবা হয়তো দেখতে গিয়েছিল আজ সকালে, জাহির ঠিকমত সব করতে পেরেছে কিনা। কোন কিউটাতে দুর্ঘটনা ঘটবে, এটা জানা না থাকলে সত্যি সত্যিই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই আগে থেকে সাবধান থাকতে চাইছিল।'

'সুতরাং কাল রাত থেকে শুরু করে আজ সকাল পর্যন্ত অনেক ভাবে ওদের বাধা দিয়েছ তোমরা,' রবিন বলল। 'পুরো ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে শেষে তোমাদের পেছনেই লেগেছিল এরা। মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল জিনা। 'পোশাকে চুলকানির ওষুধ লাগানো আর মূর্তি ফেলার ব্যাপারটা তাহলে কি?'

জবাবটা মুসাই দিতে পারল, 'নতুন পোশাকটা যেদিন পেয়েছে পিটার সেদিনের কথা মনে করো। একটা প্যাকেট হাতে বেরিয়ে গেল জাপা, বলল পপকর্নের প্যাকেট। আসলে তার মধ্যেই চুলকানির ওষুধ বলো আর বিষ বলো, জিনিসটা ছিল। পোশাকে লাগিয়েছিল সে-ই। তুমি যখন পোশাকটা ধরতে গেলে ইচ্ছে করে আয়নাটা ফেলে দিয়ে ভাঙল পিটার, তোমাকে সরানোর জন্যে। নাহলে তুমি ধরে ফেললে তোমারও হাত চুলকানি শুরু হতো। কে লাগিয়েছে হয়তো আন্দাজ করে ফেলতাম আমরা, এই ভয়ে তখন চুলকানির খবরটা জানাতে চায়নি পিটার।'

কিশোর বলল, 'শেকসপীয়ারের মূর্তি ফেলার ঘটনাটা পিটার আর রলি দুজনে মিলে ঘটিয়েছে। ববের বাড়িতে যাওয়ার পথেই নিশ্চয় আলোচনা করে ঠিক করেছে, ওখানেও একটা দুর্ঘটনা ঘটাবে। দুজনেই বার্গার খেয়েছে, আঙুলে বনরুটির তেল লেগেছিল। সে-জন্যে মূর্তি আর বাতির সুইচ দুটোতেই লেগে গিয়েছিল ওই তেল। রলি তার ধরে টেনে টেবিল ল্যাম্পের প্লাগ খুলেছে, আর পিটার নিজে[illegible] গায়ে নিজেই মূর্তি ফেলেছে। আমরা তখন চোখ বন্ধ করে আছি, ফলে কেউই [illegible]তে পাইনি কিছু।'

'কিন্তু পিটারের কপালে বাড়ি লেগেছিল,' প্রশ্ন তুলল জিনা। 'আরেকটু হলেই

কেটে যেত।'

'আমার কাছে অবাক লেগেছে, এত জোরে বাড়িটা লাগল, পরদিনই আবার মিলিয়ে গেল,' বলল মুসা।

'মেকআপ করে করেছিল ওরকম,' জবাব দিল কিশোর। 'পকেটে বোধহয় লাল মোম রেখে দিয়েছিল, কপালে লাগিয়ে দিয়েছে। নিজের কপাল নিজেই চেপে ধরে রেখেছিল, অন্য কেউ তো আর দেখতে যায়নি আঘাত কতখানি।'

'টার্নটেবলের ব্যাপারটা কি?' আবার প্রশ্ন করল জিনা। 'একটা নিরপরাধ লোকের পা ভাঙল ওভাবে পিটার?'

'না, এই কাজটা সম্ভবত জাপা করেছে। টার্নটেবলের দায়িত্বে ছিল সে।'

'বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা এখনও বুঝতে পারছি না, পিটারের নাহয় স্বার্থ আছে, সে এ সব করেছে, কিন্তু বাকি লোকগুলো? তারা কেন করেছে?'

'পিটারের মতই রলিরও কাজ হারানোর ভয়। জাহিরেরও টাকার দরকার ছিল। বড় কিছু অভিনেতা আর গায়ক-বাদক ছাড়া সবাই টাকার কষ্টে ভোগে, কাজটাকে পেশা হিসেবে নিলে।'

'স্টেজ ম্যানেজারেরও নিশ্চয় চাকরি হারানোর ভয়?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'এই একটা ব্যাপারই বুঝতে পারছি না। স্টেজ ম্যানেজারের চাকরির অভাব হয় না। কাজ জানা লোকের খুব কদর। ওয়াইল্ড ওয়াইল্ডের মত জটিল একটা নাটকের কাজ যাকে-তাকে দিয়ে হবে না। তারমানে জাপা কাজ জানে।'

হঠাৎ কপালে ভাঁজ পড়ল মুসার। 'বুঝলে, টার্নটেবল অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটাও কেমন যেন গোলমেলে। জাপা যদি জানেই পিটার নাচছে, তাহলে ওভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটাত না। তাকে অচল করে দেয়ার তো ইচ্ছে ছিল না কারোরই।'

'স্টেজ ম্যানেজার জানত যে লোকটা পিটার নয়,' যুক্তি দেখাল জিনা।

মাথা নাড়ল রবিন, 'তাহলে একজন ভাল ড্যান্সারকেই বা অচল করে দেয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে?'

জবাবের আশায় কিশোরের দিকে তাকাল তিনজনেই।

'শিওর হয়ে আমিও কিছু বলতে পারছি না,' কিশোর বলল। 'তবে জবাবটা কি করে জানা যাবে হয়তো বলতে পারি। উচ্চারণ।'

'বুঝলাম না,' জিনা বলল।

'এসো আমার সঙ্গে।'

ফোনের কাছে ওদের নিয়ে এল কিশোর। পিটারের নম্বরে ফোন করল। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল মুসা, রবিন আর জিনা, যাতে ওপাশের কথা রিসিভারে শুনতে পারে।

'হালো?' পিটারের গলা ভেসে এল।

জাপার নিউ ইয়র্কি উচ্চারণ নকল করে জবাব দিল কিশোর, 'হ্যাঁ, ভিনস্ বলছি।'

'ওদেরকে ধরেছ?'

‘ধরেছি।’

‘যাক, বাঁচা গেল। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ। আমাকে কম্পিউটার ধরতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল কিশোরের। পুরো ব্যাপারটা ফাঁস করে দিত সে।’

‘হ্যাঁ।’

‘রলির কি খবর? তার ব্যবস্থা করেছ?’

থমকে গেল কিশোর। তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তিন সহকারী।

‘জবাব দাও। চুপ করে আছো কেন? চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল!’

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিল কিশোর।

‘ঠিক আছে,’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পিটার। ‘কাল তোমার চেক পেয়ে যাবে।’

জাপাও তাহলে টাকার জন্যেই এ কাজ করেছে! বুঝতে পারল কিশোর।

পিটারকেও ধরা দরকার—ভাবল সে। তবে ফোনে কিছু বলা ঠিক হবে না। সাবধান হয়ে গিয়ে পালাতে পারে।

‘রাখলাম,’ ওপাশ থেকে বলল পিটার।

‘আচ্ছা।’

রিসিভার রেখে দিল কিশোর। পিটার কি কি বলেছে, বন্ধুদের জানাল।

রবিন বলল, ‘শেষ প্রশ্নটার জবাবও তাহলে পেয়ে গেলাম।’

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হ্যাঁ-না কিছু বোঝা গেল না।

মুসা বলল, ‘আরেকটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। রলির পেছনে লাগল কেন পিটার?’

‘নিশ্চয় রলি লেগেছিল পিটারের পেছনে। সে মনেপ্রাণেই চাইছিল পিটার একটা দুর্ঘটনায় পড়ে অকেজো হয়ে যাক, তাহলে তার পালা আসবে। পিটারের জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হবে তাকে। সে-জন্যে টার্নটেবলের সুইচ টিপেছিল সে। জানত না, পিটারের জায়গায় অন্য লোক নাচছিল তখন। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই রলিকে শেষ করে দিতে চেয়েছে পিটার।’

দূরে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

‘অ্যাম্বুলেন্স আসছে,’ রবিন বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার রিসিভার তুলে নিল কিশোর, ‘এবার পুলিশকে ফোন করা দরকার। পিটারকে ধরতে হবে। জাহিরকেও।’

বিড়বিড় করল জিনা, ‘কি আশ্চর্য! লোভে পড়ে মানুষ কি না করে! অথচ কে ভাবতে পেরেছিল জাপার মত ভদ্রলোক…’

খাঁটি দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা, ‘শুধু চেহারা দেখে কখনোই বিচার করা উচিত নয় কে ভাল লোক, কে মন্দ।’
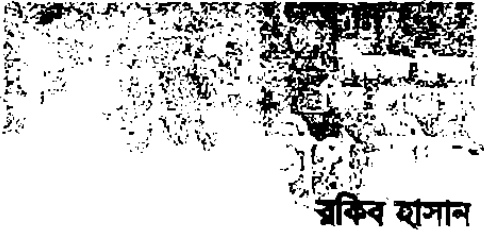
‘তা বটে!’ মাথা ঝাঁকাল জিনা।

****

ডীপ ফ্রিজ

প্রথম প্রকাশঃ ২০০২

'ভয়ানক ঠাণ্ডা!' কিশোর বলল।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল প্যাসেঞ্জার সীটে বসা রবিন, 'আর বেশি নেই। এসে গেছি।'

'এত ঠাণ্ডা নিশ্চয় সাইবেরিয়াতেও নেই!' গাড়ি চালাতে চালাতে মুসা বলল। 'শার্লিরা থাকে কি করে!'

'শুধু শার্লিরা না,' হেসে বলল রবিন। 'আরও বহু লোক বাস করে এ অঞ্চলে। তারা থাকে কি করে?'

'থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে আরকি,' মন্তব্য করল পেছনের সীটে বসা কিশোর। 'আমরা গরম অঞ্চল থেকে এসেছি বলে ঠাণ্ডাটা অনেক বেশি লাগছে।'

নিউ ইয়র্কে বেড়াতে এসেছে ওরা। নিউ ইয়র্কের নিউ পোর্টে। রবিনের খালার বাড়িতে। এসে দেখে তিনি নেই। জরুরী কাজে চলে গেছেন। ঘরে একটা নোট রেখে গেছেন। তাতে লেখা: জরুরী কাজে বেরোতেই হলো। দিন সাতেকের মধ্যেই ফিরছি। ঘরে খাবারটাবার সব আছে। আশা করি তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।—আন্ট মারগারেট।

সেটা গত কালকের কথা। আজ চলেছে ওরা পাইনভিউ লেকে। আরেক আন্টির বাড়িতে। বেলী আন্টি। তাঁর মেয়ে শার্লি। আজকে ওর জন্মদিন। নিউ পোর্ট থেকে ফোন করেছিল রবিন। ওদের আসার খবর পেয়ে একটা সেকেন্ডও আর দেরি করেনি শার্লি। নিউ পোর্টে চলে গিয়েছিল রবিনদের সঙ্গে দেখা করতে। দাওয়াতটা তখনই দিয়ে এসেছে।

লেকের দিকে মুখ করা একটা বড়, চমৎকার বাড়িতে থাকে শার্লিরা। আগেও এখানে এসেছে রবিন। তবে কিশোর আর মুসা এই প্রথম।

পাইন বনের ভেতর দিয়ে গেছে রাস্তা। লেক ঘিরে আংটির মত একটা পাক খেয়ে এগিয়ে গেছে। বছরের এ সময়টায় বাইরের কেউই রাস্তাটা ব্যবহার করে না তেমন, কেবল স্থানীয় অধিবাসী আর আইস ফিশারম্যানরা ছাড়া।

জানুয়ারির শেষ দিকেই জমাট বরফ হয়ে যায় লেকের ওপরের পানি। আর এখন মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে সেটা এতই পুরু, ট্রাক নিয়ে উঠে পড়ে আইস ফিশারম্যানরা। গাড়ি চালিয়ে চলে যায় নিজেদের ফিশিং শ্যান্টির কাছে। এই জমাট বরফে স্কেইটিংও খুব ভাল জমে।

তুষারে ঢাকা পিচ্ছিল রাস্তায় শেষ মোড়টা নিতেই সামনের বরফে ঢাকা লেকটা চোখে পড়ল ওদের।

'উফ, কি দারুণ সুন্দর!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। মুগ্ধ দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। 'একেবারে ছবির মত!'

লেকের একধারে অনেকগুলো ফিশিং শ্যান্টি। এক জায়গায় এ রকম শ্যান্টির জটলাকে স্থানীয় মাছ শিকারীরা বলে শ্যান্টি টাউন। আরেক ধারে আইস-হকি খেলতে নেমেছে ছেলের দল।

'দেব নাকি বরফের ওপর দিয়েই চালিয়ে?' জ্বলজ্বলে চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

'দাও,' লেকের ওপর দিয়ে যাওয়ার আনন্দটা কিশোরও মিস করতে রাজি নয়।

পার হয়ে এল নিরাপদেই।

শার্লিদের ড্রাইভওয়েতে ঢুকল গাড়ি।

'ওই দেখো! কি বানিয়েছে!' বলে উঠল কিশোর।

একটা স্নোম্যানের গায়ে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে শার্লি আর তার বাবা-মা। কাউচে বসা লাইফ-সাইজ ভাস্কর্য। টেলিভিশন দেখছে স্নোম্যান। সব কিছুই বরফ দিয়ে বানানো হয়েছে।

'খাইছে! দারুণ তো!' মুসা বলল।

'মরগান আঙ্কেল খুব ভাল ভাস্কর,' রবিন জানাল।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ভাল যে সেটা তো সৃষ্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর।'

ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় গাড়ি রাখল মুসা। দরজা খুলে নামল।

দৌড়ে এল শার্লি। 'এলে। আমি তো তোমাদের দেরি দেখে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। কাল রাতে যা তুষার পড়েছে! ভাবছিলাম, রাস্তার এত তুষার মাড়িয়ে হয়তো আর আসতেই পারলে না।'

শার্লির গায়ে লাল পার্কা। কান ঢাকা সাদা মাফলারে। শীতের এই সাদা ওয়ান্ডারল্যান্ডে অপূর্ব সুন্দর লাগছে ওকে।

একে একে নামল কিশোর আর রবিন। শার্লিকে 'হ্যাপি বার্থডে' উইশ করল ওরা। হাত-পা ছড়িয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগল। গা গরম করার জন্যে কয়েক রাউন্ড স্নো-বল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলল। তারপর দল বেঁধে এগিয়ে গেল শার্লির বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

'এসো,' মিসেস মরগান বললেন। 'শার্লি তো তোমাদের জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিল।'

'কি করব। যা বরফ,' জবাব দিল কিশোর।

'হ্যাঁ, আসতে যে পারলে সেটাই বেশি।'

'পুরো সকালটাই নিশ্চয় এর পেছনে কাটিয়েছেন,' স্নোম্যানের ভাস্কর্যটা দেখিয়ে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন বেলী আন্টি।

'কাল রাত থেকে বানানো শুরু করেছি,' যোগ করলেন মরগান আঙ্কেল।

'কিশোর, আমার মা আর বাবা,' শার্লি বলল।

হাসল কিশোর। 'সে তো বুঝেইছি।'

মিস্টার জিম মরগান বেশ ভারিক্কি চেহারার মানুষ। ধূসর হয়ে এসেছে খাটো

করে ছাঁটা চুলের রঙ। মিসেস বেলীন্দা মরগান হাসিখুশি, আন্তরিক। হাসি লেগেই আছে মুখে।

কিশোরের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন মরগান আঙ্কেল। 'আমিও তোমাদের অপেক্ষাই করছি। জরুরী কথা আছে।'

'বাবা, প্লীজ,' শার্লি বলল। 'মাত্র তো এল ওরা। আগে কিছু মুখে দিক। লাঞ্চটা শেষ হোক।'

'লাঞ্চ তো আর চলে যাচ্ছে না।'

'আসামাত্র বেচারা ছেলেগুলোকে নিয়ে পড়লে কেন?' বাধা দিতে এগিয়ে এলেন বেলী আন্টি। 'ওরা এখানে আনন্দ করতে এসেছে। তোমার জরুরী কথা শুনতে নয়।'

'আমি শুধু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এখানকার চুরি-ডাকাতিগুলোর খবর ওদের কানে গেছে কিনা,' মরগান আঙ্কেল বললেন।

সজাগ হয়ে উঠল কিশোর। তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আন্টি, আমরা বিরক্ত হচ্ছি না। শোনার বরং আগ্রহই হচ্ছে।'

'কেউ জমায় স্ট্যাম্প, কেউ অন্য কিছু...' রবিন বলল, 'আমাদের হবি অপরাধের কিনারা করা।'

সাবধানী চোখে ওদের দিকে তাকালেন বেলী আন্টি। 'সবগুলো পাগল!'

মরগান আঙ্কেলকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কতদিন ধরে হচ্ছে এ সব?'

'হচ্ছে তো কয়েক বছর ধরেই। শীতকালে। শীতের ভয়ে লোকে পালায়। লেকের চারপাশের ওসব নির্জন বাড়িতে তখন চোর ঢোকে। জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়,' মরগান আঙ্কেল জানালেন। 'পুলিশ কিছু করতে পারছে না। বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। বাড়ি খালি রেখে আমরাও তো শহরে-টহরে যাই। তোমরা আসাতে ভালই হলো। শার্লি এসে কাল যখন বলল তোমরা এসেছ, ভাবলাম, যাক, এবার বোধহয় এ সমস্যাটার একটা সমাধান হবে। শুনেছি তো, এমন এমন অনেক কেসের কিনারা করেছ তোমরা, পুলিশও যার থই খুঁজে পায়নি। আর সে-বছর রবিনও এসে একটা জটিল কেসের কিনারা করে রেখে গেছে। তারপর থেকেই ভক্তি এসে গেছে তোমাদের ওপর। একটা বাচ্চাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। দিব্যি খোঁজ-খবর করে কিডন্যাপারদের পাকড়াও করে ফেলল রবিন। বাচ্চাটাকে উদ্ধার করল। তাই বলছিলাম, যদি চুরির কেসটারও কিছু করতে পারতে...'

'জিম,' বাধা দিলেন বেলী আন্টি, 'এখানকার কাজটা তুমি শেষ করো। আমি বারগার বানাতে গেলাম।'

ছেলেদের দিকে তাকালেন মরগান। 'তোমরা আনন্দ ফুর্তি করো। আমি যাই।'

'আচ্ছা,' কিশোর বলল।

স্নোম্যানটার গায়ে ফিনিশিং টাচ দিতে লাগলেন মরগান আঙ্কেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক দেখল তিন গোয়েন্দা। তাঁর কাজের প্রশংসা না করে পারল না।

শার্লি বলল, 'লেকে যাবে নাকি? বাবা বলল, বরফের অবস্থা খুব ভাল। স্কেইটিং জমবে।'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিক ঘুরে লেকের পাড়ে এসে দাঁড়াল।

সে।

'সত্যি, এত সুন্দর জায়গা!' লেকটার দিকে তাকিয়ে থেঁকে মুসা বলল। 'পিকনিকের জন্যে এর তুলনা হয় না।'

'নির্বিঘ্নে চুরি-ডাকাতির জন্যেও তুলনাহীন,' কিশোর বলল।

'চোর-ডাকাতের কথা এখানে ভাল লাগছে না। দৃশ্যটার সঙ্গে বেমানান।'

'স্বর্গেও সাপ থাকে,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল কিশোর। 'বাড়িঘরগুলোর অবস্থান দেখো। দেখলেই বুঝবে জায়গাটা কেন চোর-ডাকাতের স্বর্গ হয়েছে।'

বেশির ভাগ বাড়িই বড় বড়। দু'তিনতলা উঁচু। প্রতিটি বাড়ির চারপাশে প্রচুর খালি জায়গা। একজন মানুষকেও দেখা গেল না কোনখানে।

'ডোবারকে ফোন করব কিনা ভাবছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিন বলল। 'চুরিগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে। ডোবার কগনান নিউ পোর্ট থানার অফিসার। কিডন্যাপ করা বাচ্চাটাকে উদ্ধারের সময় আমাকে অনেক হেল্প করেছিল। খুব ভাল অফিসার।...থাকগে, পরেই করব। চলো, শরীরটাকে গরম করে আসি। স্পীড স্কেইট নিয়ে এলে ভাল হত,' লেকের ওপর জমে থাকা শক্ত, সমতল, মসৃণ বরফের দিকে তাকিয়ে আফসোস করল সে।

'আনলেও কোন লাভ হত না,' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল মুসা। 'আমার সঙ্গে পারতে না। সাধারণ স্কেইট দিয়েই তোমাকে হারানোর ক্ষমতা রাখি আমি।'

'তাই নাকি? এসো, সাধারণ স্কেইট দিয়েই হয়ে যাক প্রতিযোগিতাটা।'

'চলো।'

কিশোর এ সব চ্যালেঞ্জের মধ্যে গেল না। তবে গাড়ি থেকে অন্য দু'জনের সঙ্গে সে-ও তার স্কেইট বের করে নিয়ে চলে এল লেকের কিনারে। পরে নিল দ্রুত।

শার্লি বলল, 'তোমরা যাও। আমি বরং মাকে সাহায্য করিগে।'

ঘুরে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

কোনখান থেকে ছোটা শুরু করবে ভাবছে কিশোর, এমন সময় হই-চই কানে এল।

ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

লেকের একধারে জটলা করছে হকি খেলোয়াড় ছেলেগুলো। ওদের মুখোমুখি হয়েছে কয়েকজন বয়স্ক লোক। ঝগড়া করছে মনে হলো। তুমুল উত্তেজনা। কিশোর বলল, 'হকি খেলছে, না চোর ধরা পড়েছে?'

'চোর না, চোর না!' পেছন থেকে বলে উঠল শার্লি। হট্টগোল শুনে কি হয়েছে দেখার জন্যে ফিরে এসেছে। 'তোমার মাথায় এখন চোর ছাড়া আর কিছু নেই মনে হচ্ছে। বাবার মত!'

'আঙ্কেলকেও নিশ্চয় দোষ দেয়া যায় না,' রবিন বলল। 'বছর বছর চুরি হচ্ছে। পুলিশ কিছু করতে পারছে না। এখানে বাস করছেন। চিন্তায় তো তিনি পড়বেনই।'

'তা ঠিক,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

হট্টগোলের দিকে নজর দিল রবিন। ওর চেয়ে দু'এক বছরের বড় একটা ছেলেকে দেখিয়ে আনমনেই বলে উঠল, 'পিটার হিগিনস না?'

আচমকা হকি স্টিক তুলে একজন লোককে বাড়ি মারতে গেল ছেলেটা।

'ওকে একদম সইতে পারে না বাবা,' শার্লি বলল। 'এক্কেবারে বুনো। মারামারির জন্যে গত বছর আমাদের স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে ওকে।'

'তবে ফুটবলটা ভালই খেলে, দেখে গিয়েছিলাম,' রবিন বলল।

'তা খেলে,' শার্লি বলল। 'তবে ফাউল করে করে অনেকের পায়েই ব্যান্ডেজও বাঁধায়। বাবার ধারণা, পিটার আর ওর বন্ধুরাই চুরিগুলো করে।'

হঠাৎ লেকের কিনার থেকে ভেসে এল গলা ফাটানো চিৎকার। 'অ্যাই, ভাগো এখান থেকে! কোন কথা নেই। খেলা বন্ধ, ব্যস!'

পিটার আর তার সঙ্গী খেলোয়াড়দের দিকে এগিয়ে আসছে আরও কিছু লোক। শার্লি জানাল, ওরা শিকারী। কারও কারও হাতে আইস বার। ইস্পাতের ভারী ওই শিকগুলোর সাহায্যে বরফ খোঁচায় ওরা। বরফে মাছ ধরার গর্তগুলোকে বুজে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। তবে এ মুহূর্তে পিটানোর জন্যেই নিয়ে এসেছে ওই শিক।

'চলো!' বলে শার্লি বাধা দেবার আগেই বরফের ওপর দিকে স্কেইটিং করে ছুটল কিশোর।

পিছু নিল তার দুই সহকারী।

ওরা যখন কাছে গেল, তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে ততক্ষণে দুটো দলের মধ্যে। বুড়ো একজন লোকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পিটার, 'আমরা খেলবই। আপনি বাধা দেয়ার কে?'

বুড়োর সব চুল সাদা। গায়ে লম্বা ঝুলওয়ালা উলের কোট।

নিচু স্বরে কিশোর আর মুসাকে জানাল রবিন, 'বুড়োর নাম জিথার জ্যাকসন। শীতকালে সব সময় ওই একটা কোটই পরে থাকে। টাকা-পয়সার যে অভাব তা নয়। অতিরিক্ত কিপটে। 'জ্যাকসন'স বেইট শপ' দোকানটার মালিক। এই লেকের পাড়ের একমাত্র দোকান। লোকে বলে ওর জন্মের পর থেকেই চালাচ্ছে।'

'দেখো না খেলে আবার!' সমান তেজে চেঁচিয়ে পিটারের কথার জবাব দিল বুড়ো।

'খেলবই তো। কি করবেন?'

'বললাম না, খেলেই দেখো!'

কঠোর আরেকটা জবাব দিতে যাচ্ছিল পিটার, চোখ পড়ল রবিনের দিকে। 'আরি রবিন! কখন এলে?'

'এই তো। একটু আগে,' রবিন বলল। 'কি হয়েছে?'

'আরে দেখো না, হকি খেলতে বাধা দিচ্ছে। সব মাছ নাকি তাড়িয়ে দিচ্ছি আমরা। নিজেরা পারে না ধরতে, দোষটা এখন আমাদের।'

'হাই, রবিন!' হাত নেড়ে ডাকতে দেখা গেল আরেকজন লোককে। মাথায় লাল ক্যাপ। লম্বা, ছিপছিপে দেহ। এত উঁচু, সবার মাথার ওপর দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে।

'হাই!' হাত নাড়ল রবিন।

'আজই এলে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

হাতের ইশারা করল লোকটা, 'এসো এদিকে।'

'মেরিন ডগলাস,' লোকটার দিকে এগোনোর সময় দুই বন্ধুকে জানাল রবিন। 'খুব ভাল মোটর মেকানিক।'

রবিন কাছে যেতে দস্তানা পরা একটা হাত বাড়িয়ে দিল ডগলাস। 'কেমন আছ?' কিশোর আর মুসার দিকে চোখ পড়তে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু নাকি?'

'হ্যাঁ,' হাতটা ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে জবাব দিল রবিন। 'ও কিশোর।...আর ও মুসা।...ডগলাস, এত গোলমাল কিসের?'

'শুনলেই তো পিটারের কাছে।' কিশোরের সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে জবাব দিল ডগলাস। তারপর হাত বাড়াল মুসার দিকে। 'ওরা তো বলে হকি খেলে। কিন্তু যে কাণ্ডটা করে তাকে হকি খেলা বলে না। বরফের ওপর দিয়ে পাগলের মত ছুটতে থাকে। কোনদিন যে বিপদ ঘটাবে! হয় কারও শ্যান্টি ভাঙবে, নয়তো নিজেরাই বরফ ভেঙে পানিতে পড়ে মরবে।'

'শয়তানি করলে তো বিপদ হবেই। আপনারা বাধা দিচ্ছেন কেন? মাছ তাড়ায় বলে?'

'উঁহু। ভয়টা অন্যখানে। কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটলে পুলিশ কাউকেই নামতে দেবে না আর লেকে। মাছ ধরাটা তখন যাবে আমাদের।'

'সবচেয়ে বেশি রাগ তো দেখা যাচ্ছে জ্যাকসনের,' কিশোর বলল। 'ফেটে পড়ছে। এ রকম করছে কেন?'

'করবে না? এখানে মাছ ধরা নিষিদ্ধ হলে ওর ব্যবসা খতম। দোকানে লাল-বাতি জ্বলবে যে। খেপাটা স্বাভাবিক।'

পিটার কি করছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল রবিন। জ্যাকসনের সঙ্গে ঝগড়া তুঙ্গে উঠেছে পিটারের। হকি স্টিক তুলে বাড়ি মারতে গেল বুড়োকে। তাকে সাহায্য করতে এগোল তার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডট আর কারনি। বয়েসে পিটারের দু'তিন বছরের বড় হবে ওরা। গণ্ডগোল করার কারণে ওদেরকেও স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে।

জ্যাকসনও কম যায় না। কোমরের টুল বেল্টে ঝোলানো ছোট একটা কুড়াল একটানে খুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে বাড়ি মারবি? আয় তো দেখি কত্তবড় সাহস!'

বাধা দিতে এগিয়ে গেল রবিন।

তার কথা কানেও তুলল না কেউ।

চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকাল কারনি। খেঁকিয়ে উঠল, 'নিজের চরকায় তেল দাওগে!'

তবে খুনখারাবির মধ্যে কাউকেই যেতে দিল না জনতা।

পিটারদেরকে হকি স্টিক নামাতে বাধ্য করল। জ্যাকসনও আবার কুড়ালটা কোমরে ঝোলাল। কিন্তু কথার লড়াই বন্ধ করল না দু'পক্ষের কেউই।

তীব্র স্বরে জ্যাকসন বলল পিটারকে, 'ভেবেছিস, চুরি-ডাকাতি করে এত সহজেই পার পেয়ে যাবি? আমি সব জানি!'

'কি জানো তুমি, বুড়ো ভাম কোথাকার!' ঝাঁজিয়ে উঠল পিটার। 'মিথ্যে কথা বললে দেব এক বাড়িতে মাথাটাকে দু'ফাঁক করে!'

আবার হকি স্টিক তুলল সে।

আবার কুড়ালে হাত দিতে গেল জ্যাকসন।

তবে দ্বিতীয়বারের মত আবার সামলে নিল নিজেদের।

পুলিশের সাইরেন কানে এল।

দুই

তিনটে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল লেকের কিনারে।

হুড়মুড় করে কয়েকজন পুলিশ অফিসার নেমে দৌড় দিল বরফের ওপর দিয়ে।

বরফে আটকানোর কাঁটা বসানো নেই ওদের বুটের নিচে। কাজেই প্রথম লোকটাই লেকে নেমে আছাড় খেল।

হেসে ফেলল মুসা।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে লোকটা আবার উঠে দাঁড়াতেই রবিন বলল, 'ডোবার কগনান।'

কাছে এসে জনতার দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'একটা ফোন পেলাম, এখানে নাকি গণ্ডগোল হচ্ছে?'

নিজের দলের কাছে ফিরে গেছে পিটার। চিৎকার করে বলল, 'জ্যাকসন নিজেকে এই লেকের মালিক দাবি করছে।'

'অ্যাই, পাজি ছোঁড়া, মিথ্যে কথা বলবি না!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাকসনও। 'চোরের মা'র বড় গলা!'

শুরু হলো জনতার গুঞ্জন। সবাই একসঙ্গে কথা শুরু করল। কিছু বোঝার উপায় নেই।

চিৎকার করে উঠল ডোবার, 'আহ, একজন একজন করে বলুন না!'

স্কেইট করে তার পাশে এসে দাঁড়াল রবিন।

অবাক হয়ে গেল ডোবার। 'আরি, তুমি এলে কখন? এরা কারা?'

'এই তো, খানিক আগে।' কিশোর আর মুসার পরিচয় দিল রবিন।

কিশোরের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল অফিসার। 'আমি ডোবার কগনান। তোমাদের কথা অনেক শুনেছি রবিনের মুখে।'

'আপনার কথাও শুনেছি আমরা,' হাত মেলাতে মেলাতে বলল কিশোর।

'এদিকে এসো। কথা বলি।' তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ভিড়ের কাছ থেকে সরে গেল ডোবার। তার সঙ্গের অফিসাররা গিয়ে জনতাকে পাহারা দিতে লাগল, যাতে ঝগড়া করতে না পারে।

'গত তিন সপ্তাহে এই নিয়ে বারো বার আসতে হয়েছে আমাকে এখানে,' ডোবার জানাল। 'এখন আমি চীফের অপেক্ষা করছি। এগারো বারের বার তিনি আমাকে বলেছিলেন আবার এ রকম কিছু ঘটলে তিনি নিজে আসবেন তদন্ত

রতে।'

জ্যাকসনের দোকানের দিক থেকে লেকে নেমে আসতে দেখা গেল দু'জন যুবককে। জনতার ভিড়ের দিকে এগোল ওরা। বয়েস তেইশ-চব্বিশ। একজনের মাথায় সোনালি চুল, ছয় ফুট উঁচু। আরেকজনের কালো চুল, উচ্চতায় প্রথমজনের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি খাটো।

'ওই যে, জ্যাকসনের দুই নাতি,' ডোবার বলল। বড়টার নাম জ্যাকি। আর ছোটটা রকি। বাবা-মা থাকে ম্যারিল্যান্ডে। ওরাও ওখানেই থাকে। বছরে কয়েকবার করে আসে দাদার দোকানদারিতে সাহায্য করতে। ওদেরকে খারাপ লাগে না আমার।'

পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইউরি রিকম্যানও এসে পৌঁছলেন। বরফের ওপর দিয়ে পা পিছলাতে পিছলাতে দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে গেল ডোবার। ক্যাপ্টেনও নেমে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মাঝপথে মিলিত হলেন দু'জনে। কিছু কথা হলো। তারপর একসঙ্গে জনতার দিকে এগোলেন।

'অনেকেই আছেন দেখছি,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'ভালই হলো। আমি আপনাদের ঝগড়া থামাতে আসিনি। সেটা পার্ক কমিশনারের দায়িত্ব। আমি এসেছি জনসনদের বাড়ির ডাকাতির তদন্ত করতে। কেউ কোন তথ্য দিতে পারবেন আমাকে?'

জনতার দিকে তাকিয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। কে কি বলে শুনতে আগ্রহী।

'পারব,' জবাব দিল জ্যাকসন।

'অকারণে এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন, দাদা?' চুপ করানোর চেষ্টা করল জ্যাকি।

কিন্তু চুপ করতে দিলেন না ক্যাপ্টেন। 'কি জানেন, বলুন?'

'বাড়িটার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছি পিটার হিগিনসকে,' জ্যাকসন জানাল।

ফেটে পড়ল পিটার। 'দেখো বুড়ো, সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে। পস্তাতে হবে এর জন্যে।' হকি-স্টিক তুলে শাসাতে লাগল সে। মুখ টকটকে লাল।

'দেখলেন, দেখলেন, আপনার সামনেই কেমন করছে?' জ্যাকসন বলল। 'ওকে ছেড়ে রাখলে মানুষ খুন করবে একটু আগে আমাকেই খুন করতে চেয়েছিল...'

'তুমি থামো, পিটার,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'আমি দেখছি।'

পিটারের কাছে সরে গেল রবিন।

'আপনি জানেন না, ক্যাপ্টেন,' চেঁচিয়ে উঠল পিটার, 'বুড়োটা অনেক দিন থেকেই আমাকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করছে। বাবাকে তো শেষই করে দিয়েছে। ওর মিথ্যে কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'শুনি তো আগে,' জ্যাকসনের দিকে ঘুরলেন ক্যাপ্টেন। 'পিটারকে ওখানে কখন ঘুরঘুর করতে দেখেছেন?'

'কাল সন্ধ্যায় দেখেছি। আজ সকালে দেখেছি। সারা সপ্তাহ ধরেই দেখছি,' জ্যাকসন জানাল। 'দিনে, রাতে, সব সময়। শুধু ওই বাড়িটাই নয়, আরও অনেক বাড়ির সামনে ওকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি।'

হয় তাহলে আমার সঙ্গে থানায় চলুন একবার, প্লীজ। লিখিত বক্তব্য পেলে ভাল
'চো,
লোকে।' 'হ্যাঁ। এগুলোকে জেলে ভরতে না পারলে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না
ঘুম তোমার
পিটার। 'শুধু শুধু অ...নতেই হয় ন, বুড়ো ভাম!' রাগে গজগজ করতে লাগল
'চোরটাকে এখনও ...দোষ দিয়ে যা...'
...স্ট করছেন না কেন?' ঝাঁজিয়ে উঠল জ্যাকসন।
...ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'এ ভাবে কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না, মিস্টার জ্যাকসন। থানায় চলুন। ...বক্তব্য শুনি। পিটারকেও আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। ওর কি বলার আছে সেটাও শুনব। সে যে চোর, প্রমাণ পেলে তখন অ্যারেস্ট করা যাবে।'

'এতগুলো লোক যে ওকে বাড়িগুলোর সামনে ঘুরঘুর করতে দেখল, সেটা প্রমাণ না?'

'না। আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন, মিস্টার জ্যাকসন। চোর হলে ও পালাতে পারবে না। আর মিথ্যে বললে আপনাকেও ভুগতে হবে।' সহকারী অফিসারদের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'ওকে নিয়ে চলো।'

পিটারের দিকে এগিয়ে গেল কয়েকজন অফিসার।

আচমকা এক কাণ্ড করল পিটার। রবিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'রবিন, এখনও তুমি চুপ করে আছ। কিছু করছ না! আমি যে চোর নই, তুমি তো জানো!'

'অ্যারেস্ট তো করেনি তোমাকে,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রবিন। 'শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করতে নিয়ে যাচ্ছে থানায়।'

পিটারের হাত ধরে টান দিল একজন অফিসার।

'রবিন,' মরিয়া হয়ে বলল পিটার, 'রবিন, তোমাকে কি আমি সাহায্য করিনি? কিডন্যাপ হওয়া সেই ছেলেটাকে খুঁজতে গিয়ে তুমি যখন বিপদে পড়লে...'

'মনে আছে আমার, পিটার,' শান্তকণ্ঠে বলল রবিন। 'চুপচাপ চলে যাও এখন ওদের সঙ্গে। কোন গোলমাল বাধিয়ো না। সত্যি যদি অপরাধী না হও, তোমাকে বের করে আনার ব্যবস্থা আমরা করব।'

পিটারকে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল পুলিশ।

'জ্যাকসন, আপনিও আসুন,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'দোকান বন্ধ করে আসতে সময় লাগবে?'

'না। যাচ্ছি, চলুন। দোকান আমার নাতিরাই সামলাতে পারবে।'

ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল জ্যাকসন।

বুড়োর দুই নাতির দিকে ঘুরল রবিন। হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি রবিন মিলফোর্ড। ডোবারের মুখে আপনাদের নাম জেনেছি। জ্যাকি আর রকি।'

মুখটা গোমড়া করে রাখল জ্যাকি। রবিনের হাতটা আলতো করে ছুঁয়েই ছেড়ে দিল।

কিন্তু রকি তা করল না। রবিনের হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'আমি রকি

জ্যাকসন। ও আমার বড় ভাই জ্যাকি জ্যাকসন।'

কিশোর আর মুসাকে দেখিয়ে রবিন বলল, 'এরা আমার বন্ধু। কিশোর পাশা ও মুসা আমান। আপনাদের মতই আমরাও বাইরের লোক। লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচ থেকে এসেছি।'

'অ, তাই নাকি।'

'কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবক করছ!' ধমকে উঠল জ্যাকি। 'এসো জলদি!'

ভাইয়ের আচরণে বিব্রত বোধ করল রকি। হাসিটা ধরে রাখল কোনমতে। 'কিছু মনে কোরো না। সবার সঙ্গেই এমন ব্যবহার করে ও। আমি যাই। দোকান সামলাতে হবে। পরে কথা বলব।'

ভাইয়ের পিছু [illegible]।

আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন কারণ নেই। যার যার পথে চলে যেতে লাগল সবাই। নেতাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। খেলাটেলা আর জমবে না বুঝতে পেরে পিটারের দুই দোস্ত ডট আর কারনিও আর দাঁড়াল না। আচমকা স্কেইটিং করে ছুটতে শুরু করল। তাকিয়ে আছে কিশোর। মুহূর্তে জ্যাকসনের নাতিদের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে রকিকে বরফের ওপর ফেলে দিল কারনি। ভান করল, যেন না দেখে করেছে। ডটের হকি স্টিকের মাথাটাও বেশ জোরেই লাগল জ্যাকির পিঠে।

কিশোরের কানে এল ডটের ব্যঙ্গভরা কণ্ঠ, 'বরফের মধ্যে দেখে চলাফেরা কোরো।'

হাসতে হাসতে চলে গেল পিটারের দুই দোস্ত।

ছেলে দুটোর আচরণ ভাল লাগল না তিন গোয়েন্দার।

এখানে আর করার কিছু নেই ওদেরও।

শার্লিদের বাড়িতে ফিরে চলল।

তিন

দরজার কাছেই দেখা হয়ে গেল মরগান আঙ্কেলের সঙ্গে।

'পুলিশকে আমিই ফোন করেছিলাম,' জানালেন তিনি।

'ভাল করেছেন,' জবাব দিল কিশোর। 'নইলে খুনোখুনি হয়ে যেত।'

'আমিও বুঝতে পারছিলাম। যে ভাবে মারমুখো হয়ে উঠেছিল বুড়ো জ্যাকসন দূর থেকে দেখেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল···যাকগে। কেসটা হাতে নিয়েছ নাকি তোমরা?'

'তেমন করে হাতে এখনও নিইনি। তবে খেয়েদেয়ে জনসনের বাড়িটায় একবার ঘুরে আসব। দেখি কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা। আন্টি, খিদে পেয়েছে খাবার দিন।'

খেতে বসে বার বার পার্টির কথা তুলে কিশোরকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন বেলী আন্টি। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। মরগান আঙ্কেল আরও উসকে দিতে লাগলেন কিশোরের কৌতূহলটাকে। অতএব

নাকেমুখে খাবারগুলো প্রায় গুঁজে দিয়ে দুই সহকারীকে নিয়ে উঠে পড়ল কিশোর। জনসনদের বাড়ি রওনা হলো।

জনসনদের বাড়িটা অনেক বড়। লেকের দিকে মুখ করা। কয়েকজন পুলিশ অফিসারকে দেখা গেল সূত্র খুঁজতে। ডোবার কগনানকেও পাওয়া গেল ওখানেই।

'কিছু পেলেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল ডোবার। 'জ্যাকসনের কথার ওপরই কেবল ভরসা। তবে হিগিনসদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয় তার। মিথ্যেও বলে থাকতে পারে।'

'সম্পর্কটা খারাপ হলো কেন?' কৌতূহলী হলো কিশোর।

'এক সময় পিটারের বাবা মিস্টার হিগিনস আর জ্যাকসন একসাথে ব্যবসা করেছে। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, সম্পর্কটা টেকেনি।'

এর বেশি আর কিছু বলতে চাইল না ডোবার। কাজেই অন্য প্রসঙ্গে গেল কিশোর, 'ক'টা বাড়িতে চুরি হয়েছে?'

'গত তিন বছরে প্রায় দুই ডজন।'

'কি কি জিনিস নিয়েছে?'

'বেশির ভাগই সোনা-রূপার গহনা। ঘড়ি আর ওরকম সহজে বহনযোগ্য ছোটখাট দামী দামী জিনিস যা পেয়েছে সব নিয়েছে। কোন হদিস করা যায়নি ওগুলোর। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'বিক্রি না করে কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে বলছেন?'

'হয় লুকিয়ে ফেলেছে, নয়তো অনেক দূরের কোন শহরে নিয়ে গিয়ে চোরাই বাজারে বিক্রি করেছে।' রবিনের দিকে তাকাল ডোবার। 'আচ্ছা, পিটারকে তোমার সন্দেহ হয়?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল রবিন। 'বদমেজাজী। তবে চোর বোধহয় নয়।'

'অভাবে স্বভাব নষ্ট অনেক সময় হয়ে যায়,' ডোবার বলল। 'যাকগে, চোর নাহলেই ভাল।'

বাড়িটার চারপাশে তিন গোয়েন্দাও খানিকক্ষণ খুঁজে দেখল। কিন্তু বরফে পুলিশের এত বেশি জুতোর ছাপ পড়েছে, চোরেরটা থেকে থাকলেও আলাদা করে চেনা এখন মুশকিল। কিছু পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে বাড়ির সীমানা থেকে বেরিয়ে চলে এল ওরা।

'চলো, এখানে আর দেরি না করে শার্লিদের বাড়ি চলে যাই,' রবিন বলল। 'পার্টিটায় যোগ দেয়া দরকার। নইলে শার্লি আর আন্টি, দু'জনেই মনে কষ্ট পাবে। মরগান আঙ্কেলের কথা আলাদা। পার্টির চেয়ে চোর ধরার ব্যাপারটাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন উনি।'

'রবিন,' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই কি তোমার মনে হয় পিটার নিরপরাধ? তার দোস্ত দুটোকে দেখে কিন্তু জ্যাকসনের ধারণাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে আমার। পাজির পা ঝাড়া।'

'আর যে-ই করে থাকুক, পিটার যে নিজে চুরি করেনি এ ব্যাপারে আমি এখন মোটামুটি শিওর,' জবাব দিল কিশোর।

'কি করে শিওর হলে?' রবিনের প্রশ্ন।

'ডোবার কি বলল শোনোনি? রহস্যময় এই চুরিগুলো হচ্ছে বছর তিনেক ধরে।'
'হ্যাঁ। তাতে কি?'
'তুমিই তো বলেছ গত বছর মিশিগানে চলে গিয়েছিল পিটার। তার মা'র কাছে এক বছর থেকে এসেছে। ও এখানে যখন ছিল না, তখনও তো চুরি হয়েছে।'
'হুঁ, এটা একটা শক্ত যুক্তি,' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা। 'তা ছাড়া নিজের এলাকায় থেকে এ ভাবে একের পর এক চুরি করার সাহস দেখাবে, এটাও অবিশ্বাস্য।'
'ঠিক,' কিশোর বলল।
'কিন্তু কথা হলো,' প্রশ্ন তুলল রবিন, 'পিটার যদি চুরি না করে থাকে, তাহলে চোর কে?'
'সেটাই এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,' জবাব দিল কিশোর।
শার্লিদের বাড়িতে ফিরে এল ওরা। বিশাল লিভিং রুমটায় বসে আছেন মরগান আঙ্কেল, বেলী আন্টি ও শার্লি। গরম চকোলেট খাচ্ছে সবাই।
কিশোরদের দেখেই জিজ্ঞেস করলেন বেলী আন্টি, 'আইসক্রীম খাবে?'
গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'ওটা তো আর গরম গরম দিতে পারবেন না।'
হাসলেন বেলী আন্টি। 'দেখা যাক, গরম কি দেয়া যায়।'
মরগান আঙ্কেল জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু পেলে?'
'নাহ্, তেমন কিছু না,' রবিন জানাল।
কিশোর বলল, 'পুলিশ এখনও সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।'
'আহ্,' বিরক্ত হয়ে বললেন বেলী আন্টি, 'ছেলেগুলোকে একটু মুক্তি দাও না। ওরা এসেছে পার্টিতে আনন্দ করতে, আর তুমি ওদের লাগিয়ে দিলে গোয়েন্দাগিরিতে।'
'আমি জানি, পার্টির চেয়ে গোয়েন্দাগিরিতেই বেশি মজা পায় ওরা,' মরগান আঙ্কেল জবাব দিলেন।
গরম চকোলেটের মগ, প্রচুর মাখন লাগানো কেক আর তিন-চার রকমের ফলের কুঁচি মেশানো আইসক্রীমের ট্রে এনে সোফার পাশের ছোট টেবিলে রাখলেন আন্টি। যার যারটা তুলে নিতে বললেন তিন গোয়েন্দাকে।
বেলী আন্টি নানা ভাবে চেষ্টা করলেও চুরির আলোচনা বাদে অন্য আলোচনা জমল না। কোন সময় যে নিজেও তিনি যোগ দিয়ে ফেললেন, বলতে পারবেন না।
'আচ্ছা, আন্টি, চুরি হওয়ার রাতগুলোতে অস্বাভাবিক কোন কিছু কি চোখে পড়েছে আপনার? কিংবা কোন শব্দ?' প্রশ্ন করল কিশোর।
'যতবার ডাকাতি হয়েছে, পুলিশ এসে একই প্রশ্ন করেছে আমাদের; আমরাও একই জবাব দিয়েছি—না, কিছুই দেখিনি, কিছু শুনিওনি,' বেলী আন্টি বললেন।
'তবে এটা ঠিক,' মরগান আঙ্কেল বললেন, 'আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে আমাদের অজান্তে কোন গাড়ির যাবার উপায় নেই। শুনতে আমরা পাবই।'
'কেন?' জানতে চাইল মুসা।
'কারণ আমাদের বাড়িটা রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে তৈরি। পাইনভিউ থেকে বেরোনোর সময়ও আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হবে, ঢোকার সময়ও।

গাড়ির রাস্তা ওই একটাই,' জবাব দিলেন মরগান আঙ্কেল।

'তা ছাড়া,' বেলী আন্টি বললেন, 'শীতকালে যানবাহন চলাচলও এখানে নেই বললেই চলে। কালেভদ্রে প্রতিবেশীদের একআধটা গাড়ি যায়-আসে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে। সব শুনতে পাই আমরা। জায়গাটা এত নীরব বলেই শান্তির জন্যে এখানে বাস করতে এসেছি।'

এক মুহূর্তের নীরবতার পর আঙ্কেল জিজ্ঞেস করলেন, 'চুরিগুলো কি বন্ধ করতে পারবে তোমরা? কি মনে হয়?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিল কিশোর, 'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা তো আমরা অবশ্যই করব। দেখি কি করা যায়।'

চার

থানাতেই পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন ইউরি রিকম্যানকে । পাইনভিউ লেকের চুরির কেসটা নিয়ে ব্যস্ত। পিটার আর জ্যাকসনের দুটো সই করা লিখিত বক্তব্য রয়েছে তাঁর সামনে, টেবিলে। সেগুলো পড়ছেন।

সাড়া পেয়ে মুখ তুললেন। 'অ। তোমরা। বসো।...কি খবর? ডোবারের তো তোমাদের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা...'

'পিটার চুরি করেনি,' কিশোর বলল।

ভুরু উঁচু করলেন ক্যাপ্টেন। 'কি করে বুঝলে?'

'গত বছর সে ছিলই না পাইনভিউতে। মিশিগানে মায়ের কাছে চলে গিয়েছিল। কিন্তু চুরি তো থেমে থাকেনি। তারমানে সে জড়িত নয়।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'জড়িত নয় বলতে পারো না। কারণ তার দোস্তরা তো পাইনভিউতেই ছিল। সে নিজে সামনে ছিল না, এটা বলা যেতে পারে। কিন্তু জড়িত নয়, কিংবা জানে না বলাটা ভুল হবে।' একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনজনেরই মুখের দিকে তাকালেন তিনি। 'তা ছাড়া, সে নিজেই স্বীকার করেছে চুরি করে ঢুকেছে একটা বাড়িতে।'

হতবাক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মানে?'

'একটু আগে সে নিজের মুখে বলেছে, বন্ধুদের নিয়ে ডেভিড শফারের বাড়িতে ঢুকেছিল। দুই হপ্তা আগে চুরি হয়েছে বাড়িটাতে।'

'ও চুরি করেছে, এ কথা বলেছে?'

'না, তা বলেনি। বলেছে, সাহস দেখানোর জন্যে বাজি ধরে খালি বাড়িতে ঢুকেছিল। তবে বিনা অনুমতিতে যে ঢুকেছিল, এ কথা স্বীকার করেছে।'

'কথা বলা যাবে ওর সঙ্গে?'

'এসো।' উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন।

তাঁকে অনুসরণ করে বাড়ির পেছন দিকের একটা হাজতের সামনে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে একটা বাংকের ওপর বসে রয়েছে পিটার।

'পিটার, দেখো কারা এসেছে,' ডাক দিলেন ক্যাপ্টেন।
মুখ তুলল পিটার।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমরা কথা বলো। আমি আসছি।'
শিকের ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করল পিটার, 'আমাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছ?'
'দেখি কি করতে পারি...' জবাব দিল কিশোর। 'ক্যাপ্টেনকে বললাম, এক বছর তুমি ছিলে না পাইনভিউতে। কাজেই ওসময়কার চুরি-ডাকাতিগুলোতে তোমার সরাসরি জড়িত থাকা সম্ভব নয়।'
'তারমানে আমি নিরপরাধ, এই তো বলছ?'
'নিরপরাধ কিনা সে-প্রমাণ যেমন এখনও মেলেনি, চোরের সঙ্গে যোগসাজশ আছে কিনা সে-ব্যাপারেও শিওর নই,' জবাব দিল কিশোর।
'মানে?' এগিয়ে এসে শিক ধরে দাঁড়াল পিটার।
'ক্যাপ্টেন বললেন, তুমি নাকি ডেভিড শফারের বাড়িতে ঢুকেছিলে।'
'ও তো স্রেফ মজা করার জন্যে। ঢুকে, ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার বের করে নিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছি। মনে হচ্ছিল, বেশ একটা মজা হলো।'
'মজা!'
'জানি, জানি। গাধামি করেছি, বুঝতে পারছি এখন।'
বড় এক গোছা চাবি নিয়ে হাজির হলেন ক্যাপ্টেন। তালাটা খুলে দিতে দিতে পিটারকে বললেন, 'আপাতত তোমাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।'
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিন গোয়েন্দার দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল পিটার, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।'
'ধন্যবাদটা নিতে পারছি না আমরা,' কিশোর বলল। 'তোমাকে ছাড়ানোর ব্যাপারে আমরা কিছুই করিনি।'
গুঙিয়ে উঠল পিটার, 'তারমানে বাবা এসেছে!'
'উঁহু,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'তাঁকে ফোন করে তোমার কথা জানালাম। ছাড়া তো দূরের কথা, সারা জীবন আটকে রাখতে বলে দিলেন।'
দমে গেল পিটার। 'তাহলে ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?'
'এইমাত্র খবর পেলাম, আরেকটা বাড়িতে চোর ঢুকেছিল,' জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন। 'তুমি এখানে আটকা রয়েছ। এই একটা চুরি অন্তত তুমি করোনি, এটা বোঝা গেছে।'
'তারমানে সত্যি আমাকে যেতে দিচ্ছেন?'
'বললাম তো, আপাতত। পরে তোমাকে আবার দরকার হবে আমাদের। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। এখন বাড়ি যাও। দূরে কোনখানে যাবে না। খোঁজ করলে যেন পাই।' রবিনের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। 'তোমরা যাবে সঙ্গে?'
মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'যাব।'
পিটারকে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। মুসা বসল ড্রাইভিং সীটে। রবিন তার পাশে। পিটারকে নিয়ে কিশোর বসল পেছনে।
পাইনভিউতে ফিরে চলল আবার ওরা।

রাত যতই বাড়ছে, আবহাওয়া আরও ঠাণ্ডা হচ্ছে। রাস্তা খারাপ নয়, কিন্তু বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে বরফের কারণে। গাড়ি চালাতে অতিরিক্ত সাবধান থাকতে হচ্ছে মুসাকে। একটু এদিক ওদিক হলেই গিয়ে পড়বে রাস্তার পাশের খাদে।

শহর থেকে বেরিয়ে এসে পাইনভিউর রাস্তায় পড়ল গাড়ি। পিটারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তারপর? এই চুরির পেছনের আসল ঘটনাটা কি বলো তো?'

'আমি কি করে জানব?' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল পিটার।

'দেখো, পিটার, ক্যাপ্টেন কিন্তু সহজে তোমাকে ছাড়বেন না। তোমার আর তোমার দুই দোস্তের ওপর দোষটা চাপানোর চেষ্টা করবেন তিনি। তোমাকে আমরা সাহায্য করতে চাইছি। আর কিছু না করো, নিজেকে বাঁচাতে অন্তত আমাদেরকে সহযোগিতা করো।'

'দোষ কি করে চাপাবে? গত চুরিটার সময় আমি হাজতে আটকা ছিলাম, ক্যাপ্টেন নিজের মুখে বলেছে।'

'এমনও তো হতে পারে তোমার দোস্তরা গিয়ে কাজটা সেরে এসেছে, তুমি যে নির্দোষ সেটা বোঝানোর জন্যে। তা ছাড়া শফারের বাড়িতে চুরি করে ঢোকার কথাটা বোকার মত স্বীকার করে ফেলে নিজের নামটাকে সন্দেহের তালিকায় লিখিয়ে দিয়ে এসেছ।'

'কিন্তু আমি চুরি করিনি। এ সব চুরি-ডাকাতিতে যুক্তও নই। আমার তো ধারণা, সব শয়তানির মূলে ওই বুড়ো জ্যাকসন।'

সামনের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে ঘুরে তাকাল রবিন। 'জনসনদের বাড়ির কাছে তোমাকেই সন্দেহজনক ভাবে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে। জ্যাকসনকে নয়। এর কি জবাব দেবে?'

'সন্দেহজনক ভাবে নয়,' তীব্র প্রতিবাদ জানাল পিটার। 'দেখতে গিয়েছিলাম। বড় বড় বাড়িগুলো দেখতে আমার ভাল লাগে। দেখি আর ভাবি, আমিও একদিন ওরকম একটা বাড়িতে বাস করব।'

ও কি বলতে চায় বুঝতে পারল রবিন। লেকের ধারের বাড়িগুলো এমনিতেই বড় বড়। আর জনসনদের বাড়িটা তো রীতিমত একটা প্রাসাদ। তাকিয়ে থাকার মতই।

'ভাল সুন্দর কোন বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকাটা নিশ্চয় অপরাধ নয়?' পিটার বলল, 'হোক না সেটা অন্যের বাড়ি।'

'চুরি করে বিনা অনুমতিতে কারও বাড়িতে ঢুকলে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'এটা আবার ভুলে যেয়ো না।'

'ভুলিনি। দেখো, একটা কথা বিশ্বাস করতে পারো, আমি বা আমার বন্ধুরা চোর নই। এই চুরির সঙ্গে জড়িত থাকা তো দূরের কথা।'

'তোমার কথা বাদ দিলাম। তোমার দোস্তরা যে জড়িত নয়, কি ভাবে প্রমাণ করবে? তোমাকে দেখতে কি থানায় গিয়েছিল ওরা? চুরিটা যখন হয়, তখন কি তোমার সামনে ছিল?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জবাব দিল পিটার, 'কাজে ব্যস্ত থাকলে যাবে কি করে?'

'এ সব বলে পুলিশকে বোঝাতে পারবে না।'

আবার এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পিটার বলল, 'দেখো, না বলে শফারদের বাড়িতে ঢুকে অপরাধ করেছি, ঠিক। তবে জিনিসপত্র চুরি করিনি। এই চুরিগুলো বুড়ো জ্যাকসনের কাজ। আমার বাবার ওপর প্রতিশোধ নিতে আমার ওপর দোষটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।'

'তোমার বাবার সঙ্গে জ্যাকসনের শত্রুতাটা কি নিয়ে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ব্যবসায় পার্টনার ছিল। বেইট শপ আর ওটার চারপাশের জমির মালিক ছিল দু'জনে, সমান সমান ভাগ,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল পিটারের কণ্ঠ। 'কিন্তু মা'র সঙ্গে বাবার ডিভোর্সের সময় বাবা বেশ বড় রকমের একটা সমস্যায় পড়ে গেল। টাকার সমস্যাও ছিল।'

'তারপর?'

পেছন ফিরে তাকিয়ে আছে রবিন। শুনছে। গাড়ি চালানোর জন্যে পেছনে নজর দিতে পারছে না মুসা। পিচ্ছিল রাস্তায় গাড়ি চালাতে খুব সাবধান থাকতে হচ্ছে তাকে । তবু যতটা সম্ভব শোনার চেষ্টা করছে।

'জ্যাকসনের কাছে টাকা ধার চাইল বাবা। কিন্তু বুড়ো একটা পয়সাও দিল না। বাবা তখন খানিকটা জমি বেচতে চাইল। বুড়ো তাতেও রাজি হলো না। টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল বাবা। নামমাত্র মূল্যে পুরোটাই ঠকিয়ে নিল তখন জ্যাকসন। ওর কাছে বিক্রি করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না বাবার। তারপর থেকেই বুড়োকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে বাবা। শত্রুতাটা বুড়োই জন্ম দিয়েছে। বাবা নয়।'

'এদিকেই যেন কোথায় তোমাদের বাড়িটা?' শহরের একপ্রান্তে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ, ডানে। ওই যে, গাছটার নিচে।' হাত তুলে সবচেয়ে বড় গাছটা দেখাল পিটার।

গাছের কাছে গিয়ে গাড়ির গতি ধীর করল মুসা। পথ এত বেশি পিচ্ছিল, বাড়ির দিকে বাঁক নেয়ার সময় প্রায় শামুকের গতিতে গাড়ি চালাতে হলো তাকে।

রাস্তার ধারে কিছু ডালপালা পড়ে আছে। ঝড়ে ভেঙে পড়েছে হয়তো। তার ওপাশে একটা জীর্ণ মলিন পুরানো বাড়ির সামনে তার চেয়েও পুরানো একটা গাড়ি। বাড়ির একটা জানালার কাঁচ ভেঙে গিয়েছিল। সেখানটায় হার্ডবোর্ড লাগিয়ে ফোকর বন্ধ করা হয়েছে। বড়ই করুণ দশা।

কেউ কিছু বলার আগেই বলে উঠল পিটার, 'হ্যাঁ, এটাকেই বাড়ি বলে এখন আমার বাবা। কিন্তু বুড়ো জ্যাকসন যদি বাবার কথাটা মেনে নিত, তাহলে এত দরিদ্র হালে বাস করা লাগত না আমাদের। লেকের পাড়ের কোন একটা বাড়িতেই থাকতে পারতাম।'

বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। পুরানো ভলভো গাড়িটার পেছন থেকে আচমকা বেরিয়ে এলেন ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট পরা একজন মানুষ। হাতের শটগানটা তুলে কাঁধে ঠেকালেন। নিশানা করলেন মুসার দিকে।

পাঁচ

'বাবা, কি করছ? আমরা!' চেঁচিয়ে উঠল পিটার।

'তোমার বাবা?' কিশোর জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল পিটার। 'মাথা গরম। পাহারা দিচ্ছিল।'

'এই, কি করেছিলি তুই?' চিৎকার করে জানতে চাইলেন মিস্টার হিগিনস। বন্দুক নামালেন।

'কিছুই করিনি।'

'তাহলে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল কেন?'

দরজা খুলে নেমে গেল পিটার। 'বুড়ো জ্যাকসনের শয়তানি।'

আস্তে করে দরজা খুলে নেমে এল কিশোর। রবিন আর মুসাও নামল।

'জ্যাকসন! কি করেছে?' জানতে চাইলেন মিস্টার হিগিনস।

'ঘরে চলো না। ঘরে গিয়ে বলি,' পিটার বলল। 'এখানে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা।'

'জ্যাকসনের কথা আর কি বলব,' বিড়বিড় করলেন মিস্টার হিগিনস। 'ওর মত ঠগবাজ আর দ্বিতীয়টি দেখিনি!'

'আপনাদের ব্যবসার কথা সব বলেছে আমাকে পিটার,' কিশোর জানাল।

পিটার আর তার বাবার পেছন পেছন ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল কিশোর। এতই জীর্ণ, দু'এক জায়গায় তক্তাও নেই। সে-সব জায়গা টপকে পেরোল। রবিন আর মুসাও একই ভাবে উঠে গেল।

'তোমরা ভাবছ আমিই সম্পর্কটা নষ্টের জন্যে দায়ী?' শটগানটা নামিয়ে রেখে নড়বড়ে একটা লাউঞ্জ চেয়ারে বসে পড়লেন মিস্টার হিগিনস। 'ভুলেও তা ভেবো না।'

পুরানো লম্বা একটা কাউচ দেখিয়ে কিশোরদের বসতে বলল পিটার। কিন্তু কাউচের মাঝখানে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে একটা মস্ত কুকুর। ওটাকে সরানোর চেষ্টা করল পিটার। নড়লও না কুকুরটা। এমনকি চোখের পাতা একবার মেলেই সেই যে বন্ধ করল, খুললও না আর।

দাঁড়িয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। ঘরের চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বোলাল। চুপচাপ তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল মুসা আর রবিন।

'মিস্টার হিগিনস, লেকের পাড়ের বাড়িগুলোতে চুরি হওয়ার কথা তো নিশ্চয় শুনেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বুড়ো জ্যাকসনের কাজ,' সাফ জবাব দিয়ে দিলেন মিস্টার হিগিনস।

'কিন্তু তিনি চুরি করবেন কেন? টাকার তো তাঁর অভাব নেই।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কি বললেন মিস্টার হিগিনস, বোঝা গেল না। ছেলের দিকে তাকালেন। 'তোকে থানায় নিয়েছিল কেন?'

'জনসনের বাড়ির কাছে আমাকে ঘুরতে দেখেছিল। সত্যি বলছি বাবা, বিশ্বাস

করো, আমি চুরি করিনি।'

'আমার জীবনটা তো ধ্বংসই করে ছেড়েছে, এবার তোর পেছনে লেগেছে। ওই শয়তানটাকে আমি শেষ করে ছাড়ব আজ!' থাবা মেরে বন্দুকটা তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার হিগিনস। 'আজ আমারই একদিন কি ওর...'

তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'মিস্টার হিগিনস, প্লীজ! পুলিশ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। যা করার ওরাই করবে। অকারণে বিপদে পড়তে যাবেন না।'

'কিন্তু তোমরা কে? এখানে কি করছ?' ধমকে উঠলেন মিস্টার হিগিনস।

'বাবা, ওরা আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে,' পিটার বলল।

'আমাদের ধারণা,' জবাব দিল কিশোর, 'চুরিগুলো পিটার করছে না। সেটাই প্রমাণ করতে চাইছি আমরা।'

'তোমরা এতে নাক না গলালেই ভাল করবে,' মিস্টার হিগিনস বললেন। 'এটা জ্যাকসন আর আমার সমস্যা।'

'আপনাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু পিটার যে চুরিগুলোতে জড়িত নয়, এটা আমাদের প্রমাণ করতেই হবে। নইলে যে কোন সময় আবার ওকে ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ।'

কিছুটা শান্ত হলেন মিস্টার হিগিনস। 'বেশ। করো প্রমাণ। তবে বুড়োটা যদি আমার ছেলের পেছনে আবার লাগে, ওকে আমি খুন না করে ছাড়ব না।'

'আর লাগতে পারবে না। আমরা লাগতে দেব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বসে পড়লেন আবার হিগিনস। বন্দুকটা নামিয়ে রাখলেন।

'আমরা এখন যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে আবার আসব।'

রবিন আর মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর।

এগিয়ে দিতে এল পিটার। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। আমার জন্যে অনেক কষ্ট করলে।'

'ও কিছু না,' কিশোর বলল। 'সত্যি যদি ডাকাতগুলোর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক না থাকে, বুড়ো জ্যাকসন তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। চলি। আবার দেখা হবে।'

গাড়িতে উঠে রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয় তোমার?'

কিশোর প্রশ্ন করল, 'কোন ব্যাপারে?'

'চুরি। মিস্টার হিগিনসের ধারণা জ্যাকসনই চোর।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমিও না। চুরি করার কোন কারণ নেই তার। টাকার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া চুরি করে করে ঘাবড়ে দিয়ে এখানকার বাসিন্দাদের তাড়ালে আখেরে তারই লোকসান হবে। দোকানের আয় কমে যাবে। বন্ধই করে দিতে হবে হয়তো একদিন।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। গীয়ার দিতে দিতে বলল, 'কিন্তু, বুড়োর মারমুখো আচরণ দেখেছ? কাস্টোমারের সঙ্গে এই ব্যবহার করলে দ্বিতীয়বার আর তার দোকান মাড়াবে না কেউ। আমার তো ধারণা, নাতি দুটো ওকে না সামলালে

এতদিনে মানুষের মার খেয়ে ভূত হয়ে যেতে হত বুড়োকে।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নিচের ঠোঁট চেপে ধরে জোরে এক টান দিয়ে ছেড়ে দিল।

রবিন বলল, 'দুটো নয়, একটা। বড় নাতিটা তো বুড়োর মতই বদমেজাজী। দাদা-নাতি তিনজনের মধ্যে একমাত্র শান্ত মগজ কেবল ছোটটার। কিশোর, তুমি কিছু বলছ না?'

'অ্যাঁ?...হ্যাঁ। কাল সকালে দাদা-নাতি তিনজনের সঙ্গেই দেখা করতে যাব। মুসা, বাড়ি চলো এখন।'

বাড়ি ফিরে আন্ট মারগারেটের কোন মেসেজ আছে কিনা দেখার জন্যে দোতলায় উঠে এল রবিন। অ্যানসারিং মেশিনের প্লে বাটন টিপতেই শোনা গেল পুরুষকণ্ঠ: ভাবলাম, তোমাদের জানানো দরকার। জিথার জ্যাকসনের বাড়িতে রহস্যময় ভাবে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সকাল বেলা চলে এসো। আমিও থাকব।—ডোবার কগনান।

ছয়

পরদিন রোববার।

সকাল সকালই জ্যাকসনের বাড়িতে পৌঁছে গেল তিন গোয়েন্দা। দেখল, ওদের আগেই পৌঁছে গেছে ডোবার। জ্যাকসন আর তার দুই নাতি রকি-জ্যাকির সঙ্গে কথা বলছে।

মূল বাড়ি, যেটাতে রয়েছে জ্যাকসনের বেইট শপ আর বসবাসের ঘর, সেটা থেকে ডজনখানেক গজ দূরে একটা জিনিসপত্র রাখার ছাউনি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পোড়া কয়লার টুকরো ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। আগুনের তাপে চারপাশের বরফ গলে গেছে। বরফ গলা পানিতে মাটি ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল। সেই কাদা জমে এখন কাদার বরফ।

ভ্যান থেকে নেমে গেল কিশোর। নাকে লাগল পোড়া প্লাস্টিকের ঝাঁজাল গন্ধ।

মুসা আর রবিনও নেমে এগিয়ে গেল তার পেছনে।

'এই যে, তিন গোয়েন্দা,' ডোবার বলল। 'জ্যাকি জ্যাকসন আর রকি জ্যাকসনের সঙ্গে নিশ্চয় আগেই পরিচয় হয়েছে তোমাদের?'

'গতকালই,' জবাব দিল কিশোর। হাত মেলানো চলল। গতকালকের মত আজ আর শীতল ব্যবহার করল না জ্যাকি। ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর।

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আগুন,' ডোবার জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল জ্যাকি।

'আমার কাছে কিন্তু দুর্ঘটনার মত লাগছে না,' ডোবার বলল। 'ওই দেখো,' হাত তুলে কিশোরকে পোড়া একটা পেট্রল রাখার ক্যান দেখাল সে। 'ছাউনির বেড়ায় পেট্রল ঢেলে তারপর আগুন দিয়েছে।'

'ওরকম ক্যান আমরা বিক্রি করি না,' জ্যাকি বলল।
'কেউ কিছু দেখেছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।
'দাদার সঙ্গে পেছনের ঘরে বসে কথা বলছিলাম,' জ্যাকি জানাল। 'এ সময় দেখি আগুন।'
'নিভানোর চেষ্টা করেছি,' রকি বলল। 'হোস পাইপে বরফ জমে গিয়েছিল। পানি বের করতে করতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ঘরটা।'
রাগত দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল জ্যাকি।
'কি ছিল ছাউনিতে?' কিশোরের প্রশ্ন।
'বেশির ভাগই গরমকালে লেকে ব্যবহারের জিনিসপত্র,' জবাব দিল জ্যাকি। 'ভেলা, বালতি, চাকার টিউব—এ ধরনের জিনিস।'
কয়েকজন মাছ শিকারী গিয়ে দোকানে ঢুকল এ সময়।
'এক মিনিট,' বলে গোয়েন্দাদের রেখে জিনিসপত্র বিক্রি করতে চলে গেল দুই ভাই। কিশোর লক্ষ করল, বড় ভাইকে ভীষণ ভয় পায় রকি।
'এই দুজনের সম্পর্কে কতটা জানেন?' ডোবারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
'গতকাল যা যা বললাম। তার বেশি না।'
'বুড়ো জ্যাকসন এখন কোথায়?'
'মাছ ধরছে।'
'সত্যি! এত ঘটনা ঘটে গেল। ঘর, জিনিসপত্র পুড়ে নষ্ট হলো। তার কিছুই এসে গেল না?'
দুই সহকারীকে নিয়ে পোড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। একটা শিক পড়ে থাকতে দেখে সেটা দিয়ে পোড়া ছাই আর কয়লা ঘাঁটতে শুরু করল। সূত্রের আশায়।
'শিকটাকে তো পোড়া মনে হচ্ছে না,' ডোবারের দিকে তাকাল কিশোর। 'কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে নাকি?'
'আমাদের ফরেনসিক বিভাগের লোকজন আর দমকল বাহিনীর কর্মীরা,' ডোবার জানাল।
'বুড়ো জ্যাকসন আর নাতিরা ঘাঁটেনি?'
'হয়তো ঘেঁটেছে। তবে জুতোর ছাপটাপ তো কিছু দেখলাম না পোড়া ছাইয়ের মাঝে। এমন পোড়া পুড়েছে, হয়তো কোন জিনিসই আর অবশিষ্ট নেই বুঝতে পেরে অকারণ কষ্ট করতে যায়নি।'
'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, অফিসার ডোবার,' কিশোর বলল। 'খবরটা আমাদেরকে জানানোর জন্যে।'
'সাবধান থেকো,' ডোবার বলল। 'চোরগুলোকে মোটেও সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার। আগুন লাগিয়ে যারা বাড়ি পুড়িয়ে দিতে পারে, ওরা সহজ লোক নয়। আরও খারাপ কিছুও করতে পারে।' জমাট লেকটার দিকে তাকাল সে। 'এত শান্ত। দেখে মনেই হয় না এখানে এ ধরনের কোন কিছু ঘটতে পারে!'
ডোবার চলে গেল।
কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'এখন, কি করব?'

'বুড়ো জ্যাকসনের সঙ্গে কথা বলব।'

খাড়া পাড় বেয়ে লেকের দিকে নামতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। আগে আগে চলেছে কিশোর। পানির চিহ্নও নেই। লেকের যেদিকেই তাকানো যায়, জমাট বরফ। কিনারের কাছটাতেও প্রায় ফুটখানেক পুরু। যত বরফ, আইস ফিশারম্যানদের ততই সুবিধে।

প্রচুর পরিশ্রম আর খুব যত্ন করে বানানো হয়েছে মাছ ধরার শ্যান্টিগুলো। খুপরির মত ঘরগুলোর কোন কোনটার মাথায় টেলিভিশনের অ্যান্টেনাও দেখা যাচ্ছে। আয়েশী শিকারী।

'আহ্!' নাক কুঁচকাল মুসা। 'খাবারের গন্ধ! রান্না করছে কে?'

'করছে, যাদের খিদে পেয়েছে,' হেসে বলল রবিন।

'মাংস ভাজার গন্ধ। গরম খাবার, টেলিভিশন, ঘরের মধ্যে বসে মাছ ধরা—বড় মৌজে আছে শিকারীরা,' কিশোর বলল।

'দেখো দেখো, কি কাণ্ড করেছে,' রবিন বলল। 'প্রতিটি শ্যান্টির দরজায় রঙ দিয়ে বড় বড় করে নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। এ সব লিখেছে কেন?'

'যদি হারিয়ে যায় শ্যান্টিগুলো,' রসিকতা করল মুসা, 'চিনে যাতে বাড়ি ফিরে আসতে পারে।'

বেশির ভাগ শ্যান্টির তুলনায় জ্যাকসনেরটা ছোট। পুরানোও অনেক। প্লাইউডের দেয়ালের চলটা উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। চালায় নতুন আলকাতরা পড়েনি বহুকাল। কড়া রোদে পুড়ে শুকিয়ে সাদা সাদা হয়ে গেছে আগের আল্‌কাতরা।

মলিন দরজাটায় থাবা দিল কিশোর। 'মিস্টার জ্যাকসন, আমি কিশোর পাশা।'

'ঢুকে পড়ো।' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল জ্যাকসন। 'আস্তে কথা বলো। কথা শুনে ভয় পেলে মাছ চলে যাবে।'

ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল কিশোর। ছোট্ট কেবিনটা জিনিসপত্রে ঠাসা। বেশির ভাগই মাছ ধরার সরঞ্জাম। বালতি থেকে শুরু করে ন্যাকড়া, রীল, নাইলনের সুতো সবই আছে। আর আছে ব্যবহার করে ফেলে দেয়া প্রচুর কফির কাপ। এক কোণে রাখা একটা মোটরচালিত ড্রিল মেশিন। ওটার কর্কস্ক্রু ব্লেডটা এক ফুট চওড়া।

কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে আছে জ্যাকসন। চেয়ারটা এতই পুরানো, হাতলের গদিতে পোরা স্পঞ্জ বেরিয়ে পড়েছে। বুড়োর হাতে খাটো একটা ছিপ। সামনে বরফের মধ্যে ফুটখানেক চওড়া গোল একটা গর্ত। সেটা দিয়ে ছিপের সুতো চলে গেছে নিচে।

'আহ্হা, দরজাটা লাগিয়ে দাও না,' রুক্ষ স্বরে বলল বুড়ো। গর্তের নিচের বরফ-শীতল পানিতে ভাসমান একটা লাল-সাদা ফাতনার দিকে চক্ষু স্থির।

ভেতরে জায়গা বলতে নেই। তার মধ্যেই কোনমতে গাদাগাদি করে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।

'আগুন লাগার ব্যাপারে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম আপনাকে,'

কিশোর বলল।

'ওই শয়তান ছেলেটার কাজ, পিটার হিগিনস,' প্রশ্ন করার আগেই জবাব দিয়ে দিল জ্যাকসন। 'প্রতিশোধ নিল আমার ওপর। চুরি করায় পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিয়েছি বলে।'

'কাল রাতে ওর সঙ্গে দেখা করেছি আমরা,' কিশোর বলল। 'চুরিটুরিগুলো বোধহয় ও করেনি।'

'অ, একরাতেই ওর পক্ষে?'

'আমাদের কোন পক্ষটক্ষ নেই,' স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল কিশোর। 'আমরা শখের গোয়েন্দা। এই অপরাধের তদন্ত করছি।...এমন হতে পারে, চোরেরাই আপনার ঘরে আগুন দিয়েছে।...আগুনটা দেখলেন কখন?'

'সাড়ে দশটার দিকে। আমরা তাস খেলছিলাম। আমি, জ্যাকি আর রকি।'

'কার চোখে পড়ল প্রথমে?'

'জ্যাকির। বাথরুম থেকে পোড়া গন্ধ পেয়ে দেখতে গিয়েছিল। খানিক পরে বাইরে থেকে ওর "আগুন আগুন" চেঁচানো শুনে আমরাও গেলাম।'

'পোড়া গন্ধটা আপনারা পাননি?'

'প্রথমে পাইনি। পরে পেয়েছি।'

'আগুন আগুন বলে চেঁচানোর আগে না পরে?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'কাউকে দেখেছেন? গাড়ি-টাড়ি বা কোন কিছু?'

এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল জ্যাকসন। 'তোমার কি মনে হয়? আগুন লাগিয়ে আমার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে গেল। দেখতে পেলে ছেড়ে দিতাম?'

ফাৎনার দিকে চোখ পড়তেই অস্ফুট চিৎকার দিয়ে উঠল বুড়ো। পানির নিচে চলে গেছে ফাৎনা।

'খেয়েছে!' বলে উঠল মুসা। চোখ চকচক করছে ফাৎনাটার দিকে তাকিয়ে। বোধহয় হাতও নিশপিশ করছে ছিপটাকে ধরে টান মারার জন্যে।

'কথা বোলো না!' ফিসফিস করে বলল জ্যাকসন। খানিকটা সুতো ছাড়ল সে। তারপর ছিপ ধরে টান মারল।

'উঁহুহু, গেল ছুটে!' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল বুড়ো। 'তোমাদের জন্যে!'

তার অভিযোগের ধার দিয়েও গেল না কিশোর। আগের প্রসঙ্গে অটল রইল। 'পিটার বাদে অন্য কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?'

'না। ভাগ্যিস ভেতরে মূল্যবান কিছু ছিল না।' সুতো গুটাতে শুরু করল জ্যাকসন।

'দামী কোন জিনিসই নষ্ট হয়নি?'

'না। ছাউনির চালায় কাল একটা ফুটো দেখতে পায় জ্যাকি। চালা খুলে মেরামত দরকার ছিল। ছাউনির সমস্ত দামী জিনিস দোকানে সরিয়ে ফেলি আমরা।'

'ছাউনিটা বীমা করানো ছিল?'

'না।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। আর কি জিজ্ঞেস করা যায় ভাবছে।

এই সুযোগে ড্রিল মেশিনটা দেখিয়ে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার জ্যাকসন, ওই জিনিসটা দিয়ে কি করেন?'

'বরফ ফুটো করি। দুই ফুট পুরু বরফও অনায়াসে ফুটো করে ফেলা যায়।'

'আরেকটা কথা। শ্যান্টিগুলোর দরজায় নাম-ঠিকানা লেখা কেন?'

'বোকা নাকি? মানুষের বাড়ির গেটে নাম-ঠিকানা লিখে রাখা হয় কেন?' অধৈর্য হয়ে উঠল জ্যাকসন। 'কোনটা কার বাড়ি চিনে রাখার জন্যে। শ্যান্টির ব্যাপারেও সেই একই কারণ।' হাত নেড়ে বলল, 'এখন তোমরা যাবে? ওসব চুরিদারি আর আগুন লাগানোর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগছে না আমার। তবে বরফের মধ্যে মাছ ধরা যদি শিখতে চাও, বসতে পারো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শিখব শিখব!' মুসার কণ্ঠে প্রচণ্ড উত্তেজনা।

'এখন না। এখন সময় নেই,' নিতান্ত বেরসিকের মত বলে উঠল কিশোর। 'আমাদের অন্য কাজ আছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার জ্যাকসন।'

শ্যান্টি থেকে বেরিয় এল ওরা। খানিকক্ষণ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করল লেকের ওপর।

রাগ করে মুসা বলল কিশোরকে, 'কাজ তো কিছু দেখছি না। শুধু শুধু আমার মাছ ধরাটা বন্ধ করলে।'

রবিন বলল, 'এক কাজ করা যায়। মেরিন ডগলাসের সঙ্গে কথা বলতে পারি। চুরি-ডাকাতিগুলোর ব্যাপারে তার কি অভিমত, জানা যাক।'

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে ডগলাসকে?

শার্লিদের বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করার কথা ভাবল কিশোর। কিন্তু সেটা আর করতে হলো না। বেশ কিছুটা দূরে বরফের ওপর নিঃসঙ্গ বসে থাকতে দেখা গেল একটা লোককে। মাথায় লাল ক্যাপ।

হাত তুলে রবিন বলল, 'ওই যে!'

এগিয়ে গেল ওরা। ভুল করেনি রবিন। মেরিন ডগলাসই। বিলাসবহুল কেবিন নেই তার। বাইরে খোলা বরফের ওপর বসে মাছ ধরছে। স্লেডে করে বয়ে এনেছে তার মাছ ধরার সরঞ্জাম। একটা বালতি উল্টো করে রেখে সেটার ওপর বসেছে। জড়সড় হয়ে আছে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায়।

সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল ডগলাস। 'আরে রবিন যে। কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল,' জবাব দিল রবিন। 'খাচ্ছে কেমন?'

'দূর,' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ডগলাস। 'একেবারেই না। মাছেরও মনে হয় আজ শীত লাগছে। অকারণ কষ্ট করছি। অনেকক্ষণ থেকেই বাড়ি যাবার কথা ভাবছিলাম।'

'চলুন তাহলে। আজ আপনার বাড়ি দেখব।'

'চলো। কফিটা তোমাদের সঙ্গে বসেই খাব।'

ছিপ, সুতো এ সব গুছাতে তাকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। পেছন পেছন গিয়ে উঠল তার সবুজ পিকআপ ট্রাকটায়। লেক থেকে মাইলখানেক দূরে 'ডগলাস কার স্যালভিজ ইয়ার্ড'-এ পৌঁছতে সময় লাগল না। কাঁটাতারের বেড়া

দেয়া ইয়ার্ড। পুরানো, ভাঙাচোরা বাতিল গাড়িতে ভর্তি।

গেট দিয়ে ঢুকতেই বাড়ির ভেতর থেকে ঘেউ ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর।

গাড়ি থেকে নেমে ডগলাসের বাড়িতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। হলঘরের পাশেই শিকলে বাঁধা কুকুরটাকে দেখতে পেল। মনিবকে দেখে কাছে আসার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল ওটা।

এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিল ডগলাস। 'এই তো আমি এসে গেছি, পুটি। খুব একা একা লাগছিল? আজ আর বেরোব না, যা, কথা দিলাম।'

কুকুরের নাম পুটি। আজব নাম, মনে হলো মুসার। কিছু বলল না।

চুরি আর জ্যাকসনের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করল তিন গোয়েন্দা। নতুন কিছু জানাতে পারল না ডগলাস। কফি খাওয়া শেষ হলো। যাওয়ার জন্যে উঠল ওরা।

গেট পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল ডগলাস আর পুটি।

আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল ডগলাস, কোন প্রয়োজন হলেই যেন নির্দ্বিধায় চলে আসে গোয়েন্দারা।

সাত

'এখন কি করব?' রবিনের প্রশ্ন। 'বহুত তো জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিছুই তো এগোল না।'

'আমি এখনও ভাবছি,' নিচের ঠোঁটে ঘনঘন দু'বার চিমটি কাটল কিশোর, 'মিস্টার মরগানের কালকের কথাটা।'

'কোন্ কথা?' ভুরু নাচাল মুসা।

'ওই যে, কালকে বললেন, চুরি হওয়ার পর কোন গাড়িটাড়ির শব্দ তাঁর বাড়ির কাছ দিয়ে যেতে শোনেন না।'

'তাতে কি?'

'তাতে? গাড়ির শব্দ যদি না শুনে থাকেন তিনি, তাহলে ধরে নিতে হবে চুরির মাল নিয়ে চলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না চোরের। কারণ, সে এখানকারই বাসিন্দা।'

'তো কি করতে চাও এখন?'

'পরীক্ষা করে শিওর হব, মরগান আঙ্কেলদের বাড়ি থেকে গাড়ির শব্দ সত্যিই কতখানি শোনা যায়।'

'নেই কাজ তো খই ভাজ। এরচেয়ে বুড়োর সঙ্গে বসে মাছ ধরলে কাজ হত। আইস ফিশিঙের এতবড় একটা সুযোগ পেয়েও আমি হাতছাড়া করতে রাজি না এবার,' মুসা বলল।

'অনেক সুযোগ পাবে। আগে কেসটার একটা কিনারা করে ফেলি,' কিশোর বলল।

আর যেতে অরাজি হলো না মুসা, 'চলো তাহলে।'

মুসার পাশে বসে নির্দেশ দিতে লাগল কিশোর। ভ্যান চালাতে লাগল লেকের পাশের রাস্তা ধরে মরগান আঙ্কেলদের বাড়ির দিকে। সরু রাস্তাটা ধরে এগোনোর সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখল কিশোর।

সামনে চুলের কাঁটার মত একটা মোড়।

মোড় পেরোলেই মরগান আঙ্কেলের সীমানা।

খানিকক্ষণ রাস্তাটায় আসা-যাওয়া করল ওরা। বাড়ির সামনে দিয়ে।

'মরগান আঙ্কেল ঠিকই বলেছেন,' পেছনের সীট থেকে বলে উঠল রবিন। 'বাড়ির কাছ দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই কারও।'

'তুষারপাতের সময় ইঞ্জিনের শব্দ ঢাকা পড়ে যেতে পারে,' মুসা বলল।

গেটের ভেতর গাড়ি ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল শার্লি। কাছে এসে বলল, 'অনেকক্ষণ আগেই তোমাদের আসার শব্দ পেয়েছি। বাড়ির পেছনে ঘোরাঘুরি করছিলে কেন?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তুষারপাতের সময়ও কি বাড়ি থেকে গাড়ির শব্দ শুনতে পাও?'

'নিশ্চয়ই। কেন?'

এবারও শার্লির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'পেলে তো তোমার কথার জবাব?'

কিন্তু এর পরও সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর। রবিনকে বাড়ির ভেতরে গিয়ে কান পেতে থাকতে বলে বাড়ির সামনে-পেছনে বার বার ঘোরাঘুরি করতে থাকল ভ্যানটা নিয়ে। ফিরে এসে রবিনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, যতবার বাড়ির কাছে দিয়ে গাড়ি গেছে, ততবার ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছে রবিন। এমনকি দুই মাইল গতিতে আস্তে চালিয়েও ফাঁকি দিতে পারেনি রবিনকে। শেষে ভ্যানের শব্দ বেশি বলে শার্লিদের শব্দ কম করা সেডান গাড়িটা চালিয়ে দেখল। ওটার শব্দও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল বাড়ির ভেতর থেকে।

মরগান আঙ্কেল বাজার থেকে ফিরলে তাঁকে সব জানাল কিশোর।

'তাহলেই বোঝো,' তিনি বললেন। 'পুলিশকে আমি কোনমতেই বিশ্বাস করাতে পারিনি। তাদের ধারণা, ঘুমিয়ে ছিলাম বলে আমি শুনতে পাইনি।'

স্বামীর পক্ষ নিয়ে বেলী আন্টি বললেন, 'রাতে ও প্রায় ঘুমায়ই না আজকাল। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। টিভি দেখে। বই পড়ে। যতগুলো চুরি হয়েছে, সব হয়েছে সন্ধ্যারাতের সামান্য পরে। অত তাড়াতাড়ি আমিই ঘুমাই না। শার্লির বাপের তো কথাই নেই।'

'হুঁ,' কিশোর বলল। 'আমরা বুঝতে পেরেছি।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল, 'চলো, বাইরেটা গিয়ে আরেকবার দেখে আসি।'

এবারও ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। বাড়িঘরগুলোর কাছ থেকে বেশ খানিকটা সরে এসে লেকের পাশে একটা খোলা জায়গায় গাড়ি রাখল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বাড়ছে ঠাণ্ডা।

'দেখছ, কত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায় এখানে?' রবিন বলল।

'তদন্তটা গরমকালে করতে পারলে ভাল হত,' মুসা বলল।

গাড়ির বুট খুলে গরম কাপড়-চোপড় বের করতে শুরু করল কিশোর। ভারী জ্যাকেট পরল। পায়ে দিল কাঁটা বসানো বুট। যাতে বরফের ওপর হাঁটার সময় পিছলে না পড়ে।

বনে ঢুকল ওরা। ছয় ফুট লম্বা ডাল কেটে নিয়ে ছড়ি বানাল। বরফে ঠুকে দেখে বোঝার জন্যে, পাতলা না ভারী।

'কথাটা ঠিকই বলেছ তুমি,' কিশোরকে বলল রবিন। 'চুরিটা যে-ই করুক, গাড়িতে করে আসে না। এখানেই বাস করে। কিংবা রাতের বেলা বাইরের কোন জায়গা থেকে এসে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে ঢোকে। কিন্তু তাতে যে পরিমাণ ঝুঁকি আর কষ্ট হবে, কোন চোরই সেটা করতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'তবে বাইরে থেকে এলে মুশকিল হয়ে যাবে। কাউকে সন্দেহ করতে পারব না,' মুসা বলল। 'ধরব কি করে ওকে?'

দু'জনের কথায় বিশেষ কান নেই কিশোরের। বেইট শপটার দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। মগজে গভীর ভাবনা চলেছে ওর। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'জ্যাকসনের ব্যাপারে কি ধারণা তোমাদের?'

'মানে!' চমকে গেল মুসা আর রবিন দু'জনেই।

'আগুন লাগার ঘটনাটা?'

'বড় বেশি ভাগ্যবান মনে হয়েছে ওদেরকে,' জবাব দিল রবিন। 'আগুন লাগার আগে সমস্ত দামী দামী জিনিস সরিয়ে ফেলা। ঘর পুড়ে যাওয়ার পরেও জ্যাকসনের অতিরিক্ত নির্বিকার ভাব। কাকতালীয় মনে হয়।'

'ঠিক বলেছ,' বাতাসে তর্জনী দিয়ে বাড়ি মারার ভঙ্গি করল কিশোর। 'নির্বিকার থাকার কারণটা বোঝা যায়। পুড়েছে তো কেবল মূল্যহীন ভাঙা একটা ছাউনি। পুড়িয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, কাজটা পিটারের। পুলিশ বা আমাদের নজর অন্য দিকে সরানোর জন্যেও এ কাজ করে থাকতে পারে। এক ঢিলে দুই পাখি।...কিন্তু আমি ভাবছি মোটিভটা কি? কেন চুরি করবে বুড়ো জ্যাকসন? তার টাকার অভাব হয়েছে বলে তো মনে হয় না!'

'তারমানে বুড়োকেই চোর সন্দেহ করছ তুমি?' রবিনের প্রশ্ন।

'কিংবা তার দুই নাতি। ওদেরকেই বেশি সন্দেহ হচ্ছে আমার। কতগুলো পয়েন্ট দিচ্ছি, ভেবে দেখো। এক, ওরা বিদেশী–অর্থাৎ এখানে সব সময় থাকে না। মাঝে মাঝে আসে দাদাকে সাহায্য করতে। দুই, অনেক দূরের শহরে থাকে ওরা। ম্যারিল্যান্ডে। চোরাই মাল নিয়ে ম্যারিল্যান্ডে গিয়ে আশপাশে কোনখানে যদি মালগুলো বিক্রি করে দেয়, জানার কথা নয় এখানকার পুলিশের, যদি খোঁজ না নেয়। ডোবার কি বলেছিল, মনে আছে? তার সন্দেহ দূরের কোন শহরে গিয়ে মাল বিক্রি করে দিয়ে থাকতে পারে চোরেরা। তারমানে ম্যারিল্যান্ডে খোঁজ নেয়নি। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করে শিওর হতে হবে। যাই হোক, তিন, জ্যাকির সন্দেহজনক আচরণ। লেকে ঝগড়ার সময় আমাদের পাত্তাই দিতে চায়নি, কিন্তু পরদিন যখন আগুন লাগার তদন্ত করতে গেলাম, যেচে এসে খাতির করতে লাগল। এর মানে কি? মানে হলো, আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা, যে পিটারই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আগুনটা লাগিয়েছে। চার, আগুন লাগার পর

ধোঁয়ার গন্ধ। জ্যাকসন আর রকি কাছাকাছি থেকেও গন্ধ পেল না, আর বাথরুম থেকে গন্ধ পেয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাকি। কিছুক্ষণ পর "আগুন আগুন" বলে চিৎকার করল। এর একটাই ব্যাখ্যা, ধোঁয়ার গন্ধ মোটেও পায়নি সে। বেরিয়ে গিয়ে আগুন লাগিয়েছে ছাউনিতে। আগুন ভালমত লাগার পর চিৎকার করেছে। ধোঁয়ার গন্ধের কথা মিথ্যে বলেছে।'

একটানা অনেক কথা বলে দম নিল কিশোর। তারপর বলল, 'এখন প্রশ্ন একটাই, চোরাই মাল কি ভাবে সরায় ওরা? পুলিশ যেহেতু ওদের সন্দেহ করে না, গাড়িতে করে নিয়ে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে পাইনভিউ লেক থেকে। গত কয়েক বছরের রেকর্ড থেকে জানা যায়, কেবল শীতকালে চুরিগুলো হয়। প্রতিটি বাড়িতে চুরি করার পর পরই ম্যারিল্যান্ডে যায় না ওরা, যাওয়া সম্ভব নয়, অনেক দূরের পথ। গেলে যেতে-আসতে বেশ সময় লাগবে। যায় একবারই। সেটা শীতের পর। সমস্ত চোরাই মাল জমিয়ে একসাথে নিয়ে যায়।

'আরেকটা প্রশ্ন আসে এখন। মালগুলো কি করে? জবাব, লুকিয়ে রাখে। আর রাখে পাইনভিউরই কোনখানে। পুলিশ ওদের সন্দেহ করে না। তাই দোকানের মধ্যে কিংবা তার আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রাখাটাই ওদের জন্যে সুবিধে। যদিও লুকানোর সবচেয়ে ভাল জায়গা নয় দোকানটা। কোন কারণে যদি পুলিশ সন্দেহ করে বসে, গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে, বেরিয়ে যাবে মালগুলো।

'ঝুঁকি নিতে না চাইলে দোকানে রাখবে না ওরা। অন্য কোথাও লুকাবে। তবে সেটা পরের কথা। আগে আমাদেরকে দোকানেই খোঁজ করতে হবে। সেখানে পাওয়া না গেলে ভেবে দেখব, আর কোথায় লুকাতে পারে।'

'কিন্তু ওরাই যে চুরি করছে, অত শিওর হচ্ছ কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

'এখনও হইনি। তবে হয়ে যাব।'

'পিটার আর তার দুই দোস্তকে কি সন্দেহের তালিকা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছ?'

'না। তবে দোকানে খুঁজতে যেতে তো বাধা নেই। চোরাই মালগুলো ওখানে পেয়ে গেলে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।'

'তাহলে এখন কি করব?'

'দিই একটু পাহারা-টাহারা। বলা যায় না, আজকেও চুরি করতে বেরোতে পারে। তাহলে হাতেনাতেই ধরে ফেলতে পারব।'

হাসল রবিন। 'বেশি আশা হয়ে যাচ্ছে না?'

'পাহারা দিতে দোষ নেই।'

ঘণ্টাখানেক ধরে লেকের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াল ওরা। লেকের পাড়ের বাড়িঘরগুলো দেখল। কোনটায় আলো আছে, কোনটাতে নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে থাকতে ভাল না লাগায় গরম এলাকায় বেড়াতে চলে গেছে ওসব বাড়ির লোকরা। আর এই সুযোগে বিনা বাধায় ওসব বাড়িতে ঢুকে পড়ছে চোর।

রাত যত বাড়ছে, শীতও বাড়ছে। সেই সঙ্গে ধেয়ে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস। যত গরম পোশাকই গায়ে থাকুক, ঠেকাতে পারছে না। সুচের মত বিঁধছে। হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডা করে দিতে চাইছে।

আরও আধঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়ে পুরো লেকটাকে এক চক্কর দিল ওরা। অস্বাভাবিক কোন কিছুই চোখে পড়ল না। ওদের দেখে নিশ্চয় সাবধান হয়ে গেছে চোর। চুরি করতে বেরোয়নি।

আট

পরদিন আবার এল ওরা পাইনভিউতে।

পিটারদের বাড়ির সামনের সরু রাস্তাটা পেরোনোর সময় মুসার বাহুতে হাত রাখল কিশোর, 'রাখো তো।'

'পিটারের বাবার সঙ্গে দেখা করবে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'থাকলে করব। পিটার কি করছে, সেটাও দেখেই যাই।'

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে এনে পিটারদের ড্রাইভওয়েতে ঢুকল মুসা।

গ্যারেজে পাওয়া গেল ওদের। পিটার আর তার দুই বন্ধু ডট ও কারনিকে। পিটারের পুরানো পিকআপ গাড়িটা চালু করছে তিনজনে মিলে।

জ্যাক দিয়ে পেছনটা উঁচু করে চাকা লাগাচ্ছে পিটার।

'কাজকর্ম তো ভালই জানে মনে হচ্ছে,' মুসা বলল।

হাসল রবিন। 'কি করে বুঝলে?'

'ভঙ্গি দেখে।'

'রতনে রতন চেনে,' হাসিটা বাড়ল রবিনের। 'একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, মুসা। পিটারও তোমার মতই গাড়ি পাগলা।'

কথা শুনে ফিরে তাকাল কারনি। দেখতে পেল তিন গোয়েন্দাকে। বলে উঠল, 'আরি আরি, কে এসেছে দেখো! জুনিয়ার শার্লক হোমসের দল।' ন্যাকড়া দিয়ে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল সে। হাতটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে, 'কালি লাগবে কিন্তু।'

'লাগুক,' হেসে হাতটা ধরল কিশোর।

'তোমাদের কথা সব আমাদের বলেছে পিটার। যে ভাবে ওকে থানা থেকে বের করে এনেছ...'

'আমরা আনিনি,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো ফাঁদ পেতেছেন, কে জানে! ছেড়ে না দিলে তো ফাঁদে ফেলতে পারবেন না।'

কাছে এসে দাঁড়াল ডট আর পিটার।

ডট হাত মেলাল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে।

পিটার জিজ্ঞেস করল, 'কাল আসোনি কেন? শুনলাম, কালও এসেছিলে পাইনভিউতে।'

'কালকে ব্যস্ত ছিলাম অতিরিক্ত।'

'চোর ধরা নিয়ে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'এগোল কিছু?'

'হ্যাঁ না দুটোই বলতে হয়।' ডট আর কারনির দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমাদের দু'জনকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। কিছু মনে কোরো না। আশা করি সত্যি জবাব দেবে।'

কুঁচকে গেল কারনির ভুরু। 'কি করে বুঝবে সত্যি বলছি?'

'বলোই না। বোঝাবুঝির ব্যাপারটা তো পরে।'

'বলে ফেলো।'

'পিটারকে থানায় নিয়ে যাবার পর এ এলাকায় আরেকটা চুরি হয়েছে। তোমরা করোনি তো? পিটারকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে?'

ভুরুটা আরও কুঁচকে গেল কারনির। তারপর হেসে ফেলল, 'না। আমরা খারাপ ছেলে হতে পারি, কিন্তু অপরাধ করে আরেকজনকে নিরপরাধ প্রমাণ করার মত খারাপ নই, বোকাও নই। তা ছাড়া চুরি করার মত ঘৃণিত কাজ আমাদেরকে দিয়ে হবে না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল জন। তারপর বলল, 'বিশ্বাস করছ আমাদের কথা?'

নির্দ্বিধায় মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'করছি।'

হাসি ফুটল কারনি আর ডটের মুখে।

'ঘরে যাবে?' পিটার বলল। 'একটা জিনিস দেখাব তোমাদের।'

মাথা কাত করল কিশোর।

দুই বন্ধুর দিকে ফিরল পিটার। 'তোমরা চাকাটা লাগিয়ে ফেলো। আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।'

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল পিটার। নিজের বেডরুমে নিয়ে এল। দেয়ালে ছোট-বড় নানা রকম পোস্টার লাগানো। সবই গাড়ি কিংবা মোটর সাইকেলের ছবি।

'এ জিনিসটা আশা করি সাহায্য করবে তোমাদের তদন্তে,' বলে ড্রয়ার খুলল পিটার। পোস্টকার্ড সাইজের একটা কার্ড বের করল। তাতে নতুন মডেলের মস্ত একটা ট্রাকের ছবি।

ছবিটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল সে, 'এটা আমার মিশিগানের বন্ধুদের। গত বছর ক্রিসমাসের সময় ওখানে ছিলাম আমি।' উল্টে দেখাল কার্ডটা। 'দেখো, পেছনে নাম সই করা রয়েছে আমার বন্ধুদের। তারিখও দেয়া রয়েছে। বলতে পারো, কার্ড তো ডাকেও পাঠানো যায়। ওদের টেলিফোন নম্বর আছে আমার কাছে। ফোন করে কার্ডটার ব্যাপারে জানতে চাইতে পারো। সন্দেহ দূর হবে।'

কার্ডটা হাতে নিল কিশোর। বলল, 'দেখিয়ে ভালই করলে। গোয়েন্দাগিরিতে কোন কিছুকেই সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না, যতক্ষণ না কেসটার সমাধান হয়ে যায়। আচ্ছা, আরেকটা কথা। রাতের বেলা কি করে কারনি আর ডট? ওরা যে চুরিগুলো হওয়ার সময় বাড়িতেই ছিল, প্রমাণ করার উপায় আছে?'

হাসল পিটার। 'বড়ই খুঁতখুঁতে মন তোমাদের। তবে সেটাকে দোষ বলছি না। এ রকম না হলে বড় গোয়েন্দা হওয়া যায় না।' মাথা ঝাঁকাল সে, 'হ্যাঁ, প্রমাণ

করার ভাল উপায় আছে। ওরা দু'জনেই সন্ধ্যার পর একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করে। মাঝরাত পর্যন্ত। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো, এখানকার একটা চুরিও মাঝরাতের পরে হয়নি, সব আগে হয়েছে। আর রেস্টুরেন্টের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর লিখে দিচ্ছি, মালিকের নামও জেনে যাও, কারনি আর ডটের ব্যাপারে খোঁজ নিতে সুবিধে হবে।'

'তার আর দরকার হবে না,' বলতে গেল মুসা, 'তোমাদের কথাতেই বিশ্বাস করলাম...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বলল পিটারকে, 'দাও, নাম-ঠিকানাগুলো লিখেই দাও। আর তোমার কার্ডটা আপাতত আমার কাছেই থাক।'

নয়

পরদিন আবার পাইনভিউ লেকে এল তিন গোয়েন্দা। জ্যাকসনের সঙ্গে কথা বলবে। সুযোগ পেলে বাড়ির ভেতর খুঁজে দেখবে। আর যদি আপনাআপনি সুযোগ না আসে, তাহলে সুযোগের ব্যবস্থা করবে।

দোকানের সামনের খোয়া বিছানো বিরাট আঙিনাটায় গাড়ি রাখল মুসা।

দোকানের দরজার পাশে রাখা জ্যাকসনের পিকআপ। নীল রঙের বডি।

উঁকি দিয়ে দেখে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'জ্যাকসনকে কেবল দেখা যাচ্ছে। কোন ভাবে বের করে দিতে পারলে, খোঁজাখুঁজিটা করা যেত। দেখি, কি করা যায়। আমি আর মুসা ওকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। রবিন, তুমি খোঁজ চালাবে।'

ঘাড় কাত করল রবিন। 'ঠিক আছে।'

দোকানে ঢুকল ওরা।

কাউন্টারের ওপাশে কতগুলো ফাৎনা নিয়ে কি যেন করছে জ্যাকসন। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে কোনটা ভালমত ভেসে থাকবে।

'অ, তোমরা,' মুখ তুলে দেখে বলল জ্যাকসন।

'কেমন আছেন?' আন্তরিকতার ভঙ্গি করল কিশোর।

'তোমরা আসার আগে পর্যন্ত তো ভালই ছিলাম,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল জ্যাকসন।

'রেগে আছেন মনে হচ্ছে আমাদের ওপর?' হাসল কিশোর। 'কারণটা কি?'

'হিগিনসদের বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম তোমাদের,' জ্যাকসন বলল।

'তাতে অসুবিধেটা কি?' প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলতে যাচ্ছিল মুসা। চোখের ইশারায় তাকে নিষেধ করল কিশোর।

জ্যাকসনের কথাটা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর এ রকম ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাতে শুরু করল। অবাক হওয়ার ভান করে আনমনে বিড়বিড় করল, 'বাপরে, জিনিসপত্রে একেবারে বোঝাই।'

মিথ্যে বলেনি সে। তাক বোঝাই জিনিসপত্র। বেশির ভাগই মাছ ধরার

সরঞ্জাম। ছিপ, সুতো, বড়শি, ফাৎনা থেকে শুরু করে মাছ ধরার পর তোলার জন্যে বড় হাতলওয়ালা নেট, যা যা প্রয়োজন সবই আছে।

'প্রচুর বিক্রি নাকি এ সব জিনিসের?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। হেঁটে গেল স্তূপ করে রাখা মাছ ধরার আধুনিক সরঞ্জামগুলোর মাঝখানের সরু গলিপথ ধরে। দেখল বোটে লাগানোর ছোট আউটবোর্ড এঞ্জিন আছে। আছে ইলেকট্রনিক ফিশ ফাইন্ডার, তাতে কম্পিউটারের ছোট স্ক্রীন লাগানো, লেকের তলায় কোথায় কি আছে দেখা যায় ওটার সাহায্যে। এক ধরনের স্যাটেলাইট সিসটেমও আছে। যন্ত্রটা আগেও দেখেছে কিশোর। কিন্তু কখনও ব্যবহার করেনি। গ্লোবাল পজিশনিং স্যাটেলাইট সিসটেম বলে এগুলোকে। হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে মাছের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। একটা মেটাল ডিটেক্টরও দেখা গেল একধারে রাখা।

'ওসব পচা যন্ত্র নবিসদের জন্যে,' যন্ত্রগুলোর প্রতি কিশোরের কৌতূহল লক্ষ করে জ্যাকসন বলল।

'তাই?' কিশোর বলল, 'আমি তো আরও ভাবলাম অতিমাত্রায় পেশাদারদের জন্যে ওসব যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে।'

'দূর! পেশাদাররা ফালতু যন্ত্রের সাহায্য নিতে যাবে কি করতে? মাছ খুঁজে বের করার জন্যে ওদের স্যাটেলাইট দরকার হয় না। এ ভাবে মাছ খুঁজে বের করে ধরার মধ্যে মজাও নেই।'

'তাহলে রেখেছেন কেন?'

'নবিসদের কাছে বিক্রি করি না আমি তা তো বলিনি। এ সব আলতু-ফালতু জিনিস ওরাই কেনে।' হেসে উঠল জ্যাকসন।

মুসা আর রবিনও কিশোরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। একটা বাক্স দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'এটা কিসের জন্যে?'

'তোমরা তো দেখা যাচ্ছে একেবারেই আনাড়ি,' জ্যাকসন বলল। 'কিছুই চেনো না।'

'সে-জন্যেই তো চিনতে চাইছি,' মুখে হাসি টেনে এনে জবাব দিল কিশোর।

'ওটা স্লেড বক্স। মাছ ধরার সমস্ত সরঞ্জাম ভরে নিয়ে বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিতে পারবে। বয়ে নেয়ার ঝামেলা নেই। পিঠটা বাঁকা হওয়া থেকে বাঁচবে। মাছ ধরার সময় ওটাতে বসতেও পারবে। এক জিনিসে কত সুবিধে, তাই না?'

'কোত্থেকে আনেন এগুলো?' জানতে চাইল মুসা।

'নিজেই বানাই,' গর্বের সঙ্গে জবাব দিল জ্যাকসন। 'এ মৌসুমেই গোটা আষ্টেক বিক্রি করে ফেলেছি।'

'সবগুলোই কি এক রকম?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বাজারে যেগুলো কিনতে পাওয়া যায়, আলাদা আলাদা ডিজাইন, সেগুলোর মত কিনা যদি জিজ্ঞেস করো, তাহলে বলব, না। আমারগুলো কাজের জিনিস, এটাই হলো আসল কথা।'

'অ,' হঠাৎ করে যেন মনে পড়ে গেল কিশোরের, 'আপনার নাতিরা কোথায়?'

'মাছ ধরতে গেছে।'

মনে মনে পুলকিত হলো কিশোর। ভাগ্যটা ভালই। এখন কোনমতে বুড়োটাকে

সরিয়ে নিতে পারলেই পুরো বাড়ি খালি পাওয়া যাবে। 'ভাল মাছ কোনখানে পাওয়া যায়, জানে নিশ্চয় ওরা?'

'শিখছে। প্রায়ই তো দেখি যন্ত্রপাতি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। আমিও বাধা দিই না। শিখতে চায় শিখুক। নবিস থাকার কোন মানে হয় না।'

'আমাদের কি ওরকম ভাল জায়গা চেনাতে পারবেন?'

'বাহ্! তোমাদেরও দেখছি আইস ফিশিঙের শখ?' অবাক মনে হলো জ্যাকসনকে।

'হয়েছে আপনার কথা শুনে। আমরাও নবিস থাকতে চাই না,' হাসল কিশোর। 'আইস ফিশিং দেখতে দেখতে ক্রমেই শখ বাড়ছে। কৌতূহলটাও ঠেকাতে পারছি না। আর মুসা তো সেদিন আপনার সঙ্গে শ্যান্টিতে দেখা হওয়ার পর থেকে আমাকে ধরে মারে আর কি। আপনি ওকে মাছ ধরা শেখাতে চেয়েছিলেন, আমি টেনে বের করে নিয়ে গিয়েছিলাম বলে। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমার শখটাও চাগিয়ে উঠেছে। ভাবলাম, একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? বড়শি-টড়শি কিনতে কিছু টাকা খরচ হবে আরকি।'

'খরচও তেমন বেশি কিছু না,' আগ্রহী মনে হলো জ্যাকসনকে। 'দামী যন্ত্রপাতিগুলো ভাড়া নিতে পারো আমার কাছ থেকে। ভাল কমিশন দেব। কারণ তোমাদেরকে আমার পছন্দ হয়েছে।'

টোপ গিলেছে। মনে মনে হাসল কিশোর। এখন খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে পারলেই হয়। বলল, 'কিন্তু আমরা কি পারব এত তাড়াতাড়ি?'

'পারবে। একেবারে পানির মত সহজ। যদি ঠাণ্ডাটা কেবল মেনে নিতে পারো।'

'কোনখান থেকে শুরু করব?'

'জায়গা তো বেশ কয়েকটাই আছে।' কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরোল না জ্যাকসন। তবে কিশোর বুঝল, আর সামান্য চাপ দিলেই বেরোবে।

'জায়গাগুলো কি দেখাতে পারবেন? সময় হবে আপনার?' অনুরোধের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল সে।

'বোঝা যাচ্ছে, না দেখানো পর্যন্ত শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাকে,' হাসল জ্যাকসন।

'যাক, তাড়াতাড়িই বুঝতে পারলেন,' হেসে জবাব দিল কিশোর।

চেয়ার থেকে উঠে এল জ্যাকসন।

মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কিশোর। জ্যাকসনের পেছনে পেছনে দরজার দিকে এগোল সে। রবিনকে বলল, 'তোমার আর আসার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাকো বরং। দোকান পাহারা দাও।'

'হ্যাঁ। সে-ই ভাল,' জ্যাকসন বলল। 'যে রকম চোরের উৎপাত এখানে। দেখা গেল, দিনের বেলাতেও চুরি শুরু করল। সুযোগ দেয়ার দরকার কি?'

কিশোর আর মুসাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যাকসন।

ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজে নামল রবিন। একটা সেকেন্ডও দেরি করল না। দোকানের পেছনে একটা দরজা আছে। জ্যাকসনদের বেডরুমে ঢোকার। দৌড়ে এসে সেটা দিয়ে ঢুকে পড়ল সে।

বড় একটা ঘর। আসবাবপত্রে ঠাসা। এক পাশে রান্নাঘর আরেক পাশে বাথরুম। জানালার কাছে জ্যাকসনের বিছানা। দুটো চারপায়ার ওপর রাখা দুটো স্লীপিং ব্যাগ। জ্যাকি আর রকির জন্যে। ওদের ব্যাগ আর কাপড়-চোপড় মেঝেতে স্তূপ করা। ধোয়াধোয়ির আর ধার দিয়ে যায় না। অপরিচ্ছন্ন। নোংরা।

জ্যাকসনকে বাইরে কতক্ষণ আটকে রাখতে পারবে কিশোররা, বলা যাচ্ছে না। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। দুটো চারপায়ার মাঝখানে রাখা ছোট টেবিলটার দিকে নজর দিল সে। কিন্তু সন্দেহ করার মত কোন জিনিস দেখল না।

দ্রুত জ্যাকসনের ড্রেসারের ড্রয়ার পরীক্ষা করে দেখল। তারপর ঢুকল রান্নাঘরে। কেবিনেটগুলো খুলে দেখল। কোথাও চোরাই মাল আছে কিনা। নেই। এত সাধারণ জায়গায় থাকবে, আশাও করেনি। তবু দেখল। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে। মাল থাকলে হয় দেয়ালের ফাঁপা কোন জায়গায় থাকবে, নয়তো মেঝের তক্তার নিচে, মনে হলো তার।

পাঁচ মিনিট খোঁজাখুঁজি করে কোন কিছুই পাওয়া গেল না। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, এখনও লেকের বরফের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে কিশোররা। সময় নষ্ট না করে সরে এল রবিন।

সারা ঘরে নতুন করে আবার চোখ বোলাল সে। বোঝার চেষ্টা করল কোন্ জায়গায় থাকতে পারে জিনিসগুলো। স্লীপিং ব্যাগগুলো উঁচু করে দেখল। তারপর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে চারপায়াগুলোর নিচে উঁকি দিল। চোখে পড়ল ছোট এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ। একটা চারপায়ার ক্যানভাসের নিচে গোঁজা।

কৌতূহল হলো।

বের করে এনে দেখল, তাতে দুই সারি নম্বর লেখা। তালিকার মত। তবে কোন জিনিসের নাম লেখা নেই নম্বরগুলোর বিপরীতে।

কি মানে এগুলোর, বুঝতে পারল না কিছু। কিন্তু মনে হতে লাগল, এর মধ্যে সূত্র আছে। নইলে এত যত্ন করে ওখানে লুকিয়ে রেখেছে কেন?

পকেট থেকে নোটবুক বের করে তার ভেতর থেকে কাগজ বের করল। পেন্সিল দিয়ে দ্রুত নকল করে নিল নম্বরগুলো। ঠিক যে ভাবে লেখা রয়েছে, সে-ভাবে সাজিয়ে। আসল কাগজটা রেখে দিল আগের জায়গায়।

বাইরে কথা শোনা গেল। জোরে জোরে কথা বলছে কিশোর। বুঝল, সাবধান করে দিচ্ছে।

এ ঘরে আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। আর থাকলেও সময় নেই। তাড়াতাড়ি দোকানে ফিরে এল রবিন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল জ্যাকসন। পেছনে কিশোর আর মুসা। বাপরে, বড় বাঁচা বেঁচেছে!–বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে রবিনের। আর সামান্য দেরি করলেই যেত ধরা পড়ে।

'তারমানে তো মাছ ধরার সরঞ্জাম লাগবে এখন তোমাদের,' জ্যাকসন জিজ্ঞেস করল। 'দেব?'

'এখন দেবেন?' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাল রবিন, কাজ হয়ে গেছে।

জ্যাকসনকে বলল কিশোর, 'থাক পরেই দেন। আজকে মেরিন ডগলাসের সঙ্গে এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে আমাদের।'

'শুধু শুধু আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে আমার সময় নষ্ট করলে কেন তাহলে?' রেগে উঠল জ্যাকসন। কাউন্টারের ওপাশের চেয়ারে গিয়ে বসল।

'কারণ আপনি ছাড়া মাছের সবচেয়ে ভাল জায়গাগুলো আর কেউ দেখাতে পারত না,' তেলানোর ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর।

তাতে অবশ্য কাজ হলো। নরম হলো জ্যাকসন। একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল।

'ও, ভাল কথা,' কিশোর বলল, 'আপনার দুই নাতির সঙ্গে একটু দেখা করার দরকার ছিল। কোথায় ওরা?'

'কেন, লেকে দেখোনি ওদের?' ম্যাগাজিনটা জানালার দিকে নাড়ল জ্যাকসন।

'না তো। ঠিক আছে। এখন যাচ্ছি। দেখি পাওয়া যায় নাকি,' বলে আর দাঁড়াল না কিশোর। দরজার দিকে রওনা দিল। বেরিয়ে এল দুই সহকারীকে নিয়ে।

পাহাড়ের গা বেয়ে লেকের দিকে নামতে নামতে ফিরে তাকাল একবার কিশোর। দেখল, জানালা দিয়ে ওদের দিকে নজর রাখছে কিনা জ্যাকসন।

দেখা গেল না তাকে।

রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কিছু পেলে?'

নোটবুক থেকে কাগজটা বের করে দিল রবিন। 'এটা দেখো, কিছু বুঝতে পারো নাকি।'

'কতগুলো নম্বর,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর।

পাশ থেকে দেখার জন্যে কাত হয়ে এল মুসা।

'নম্বরগুলোর মানে কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'থাক, এটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে।' হাত তুলে দু'জন মানুষকে দেখাল, 'জ্যাকি আর রকি না ওরা? মুসা, ডাক দাও তো।'

'অ্যাই, শুনছেন!' চিৎকার করে ডাকল মুসা।

ফিরে তাকিয়ে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল দুই ভাই। কিন্তু কাছে এল না। কিশোররা ওদের দিকে এগোল। ওরা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। লেক পার হয়ে ওপারে চলে যাবে মনে হচ্ছে।

তিন গোয়েন্দাও গতি বাড়িয়ে দিল। বুটের নিচে কাঁটা থাকায় পিছলে পড়া থেকে বাঁচল।

'এত তাড়াহুড়া করছে কেন?' রবিনের প্রশ্ন। 'দেখছে না ওদের কাছে যেতে চাইছি আমরা?'

আগে আগে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ টের পেল রবিন, পায়ের নিচে পাতলা হয়ে এসেছে বরফ। চাপ পড়তেই চড়চড় করে উঠল।

'এগিয়ো না! এগিয়ো না!' দুই বন্ধুর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে।

ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল যেন কিশোর। তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা।
'কি হয়েছে?'

'পাতলা বরফ,' স্থির দাঁড়িয়ে থেকে জবাব দিল রবিন। 'তোমরা যেখানে আছো, ওখানেও পাতলা। নোড়ো না।'

পাতলা বরফে কি করতে হয় জানা আছে মুসার। এক মুহূর্ত দেরি না করে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। শরীরের ভার বিশেষ এক জায়গায় না রেখে ছড়িয়ে দিল। মাত্র কয়েক ফুট সামনে দাঁড়ানো রবিনকে বলল, 'শুয়ে পড়ো। খুব ধীরে ধীরে।'

মুসার দেখাদেখি কিশোরও একই ভঙ্গিতে বরফের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ রবিনের দিকে।

সামনের দিকে দুই হাত লম্বা করে দিল মুসা। রবিনকে ধরার জন্যে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। বরফ ভেঙে জোরাল একটা ঝপাৎ শব্দ করে পানিতে পড়ে গেল রবিন।

ভাসল না আর।

দশ

'রবিন!' চিৎকার করে উঠল মুসা। ভাবল, ডাক শুনে বরফের গর্তটা দিয়ে মাথা তুলবে রবিন। কিন্তু ঝপাৎ শব্দটার পর আর কোন শব্দই কানে এল না তার।

হামাগুড়ি দিয়ে গর্তটার দিকে এগোল সে।

বরফ-শীতল পানিতে শুধু বরফের টুকরো ভেসে থাকতে দেখল।

গর্তটার মধ্যে রবিনকে ভেসে ওঠার জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময় দিল কিশোর। তারপর চেঁচানো শুরু করল, 'আপনারা জলদি আসুন! রবিন পড়ে গেছে! পড়ে গেছে!'

মুহূর্তের মধ্যেই চতুর্দিক থেকে দৌড়ে আসতে শুরু করল মাছ শিকারীরা। কারও হাতে ইস্পাতের ভারী শিক, কারও হাতে বরফ ছিদ্র করার ড্রিল মেশিন। অবাক হয়ে দেখল কিশোর, উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে আসছে না। বরং ডজনখানেক দূরের কয়েকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

'এদিকে এসো!' কিশোরদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল একজন শিকারী। 'স্রোতের টানের মধ্যে পড়েছে সে। দ্রুত সরে যাচ্ছে।'

স্রোত!

তারমানে ওপরটা জমাট বরফ হয়ে গেলেও নিচের পানিতে ঠিকই স্রোত প্রবাহমান। এতক্ষণে বোঝা গেল কেন পানিতে পড়ে মাথা তোলেনি রবিন। তুলতে পারেনি আসলে। বরফের নিচে চলে গেছে সে।

পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে শিউরে উঠল কিশোর। দম নিতে পারছে না রবিন। সেই সঙ্গে মারাত্মক ঠাণ্ডা পানি।

ওসব ভাবনা-চিন্তার ধার দিয়ে গেল না মুসা। যা করার, সেটাই করল।

পাতলা বরফের কাছ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল সে। লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল শিকারীদের দিকে।

মরিয়া হয়ে ততক্ষণে বরফকে আক্রমণ করেছে ওরা। আইস বার দিয়ে খোঁচাচ্ছে কেউ, কেউ কোপাচ্ছে কুড়াল দিয়ে, বাকিরা ব্যবহার করছে ড্রিল মেশিন।

বরফের নিচে রবিনের হলুদ রঙের পার্কাটা সরে যেতে দেখা গেল পলকের জন্যে।

'এই যে এখানে! এখানে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

কোন দিকে ভেসে যাচ্ছে রবিন, হাত তুলে দেখাল সে। রবিনের যাত্রাপথে যাতে গর্ত খুঁড়তে পারে শিকারীরা।

কিশোরও উঠে এসেছে। মুসার পাশে দাঁড়িয়ে বরফের নিচে তাকাল। মুখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল রবিন যেদিকে সরছে সেদিকে কোন গর্ত আছে কিনা।

মুসা দৌড় দিল নয় ইঞ্চি গোল একটা সদ্য কাটা গর্তের দিকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হাত ঢুকিয়ে দিল গর্তের ভয়ানক ঠাণ্ডা পানিতে। ওখান দিয়ে ভেসে গেলেই খপ করে ধরবে রবিনকে। ওর চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল মাছ শিকারীরা। যে কোন সাহায্যের জন্যে তৈরি।

'ওই যে আসছে,' চিৎকার করে বলল একজন শিকারী।

হলুদ রঙের পার্কাটা ভেসে আসতে দেখল মুসাও। হাত আরও খানিকটা পানিতে ঢুকিয়ে দিল। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসছে হাত। রবিনের কষ্টটা আঁচ করতে পারল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মুসা। বাঁচবে তো রবিন!

এল অবশেষে রবিন। সঙ্গে সঙ্গে তার আস্তিন খামচে ধরল মুসা। টান দিয়ে পানির ওপর তুলে নিয়ে এল রবিনকে। মাথাটা ভেসে উঠল। নাক উঁচু করে লম্বা দম নিতে লাগল রবিন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। বেঁচে তো আছেই। হুঁশও হারায়নি এখনও রবিন।

তবে বুঝতে পারছে বিপদটা কেবল শুরু। আসল বিপদ আসছে।

উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারীরা। গর্তের চতুর্দিকের কিনারা কেটে বড় করতে শুরু করল। রবিনকে টেনে তুলে আনার জন্যে।

'রবিন, তুমি ঠিক আছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভীষণ ঠাণ্ডা...' রবিন জানাল।

'আর সামান্য একটু সহ্য করো,' মুসা বলল। 'নিয়ে আসব বের করে।'

কিন্তু সে বুঝতে পারছে 'একটু'তে হবে না, গর্তের মুখ বড় করতে অনেক সময় লাগবে। ইতিমধ্যেই প্রায় মিনিট দু'য়েক পানিতে কাটিয়ে ফেলেছে রবিন। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এর একটা কারণ, মারাত্মক ঠাণ্ডা পানি তার পেশী শক্ত করে ফেলছে।

গর্তের মুখ বড় করছে শিকারীরা। কিশোর আর মুসা রবিনকে ধরে রেখেছে। টান দিয়ে দেখল, তুলে আনার মত এখনও যথেষ্ট বড় হয়নি ফোকরটা।

ওকে তুলে এনে বরফের ওপর শোয়াতে আরও মিনিটখানেক লাগল।

'উফ্, ভয়ানক ঠাণ্ডা!' কথা বলতে গিয়ে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে রবিনের। যে বিপদের ভয়টা পাচ্ছিল মুসা, সেটা এসে গেছে। পেশী ঠাণ্ডা হয়েছে। একে একে এখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ ঠাণ্ডা হতে থাকবে। কাজ করতে পারবে না। রক্ত চলাচল ব্যহত হবে। দেহের তাপমাত্রা কমে যাবে। এবং সবশেষে দেহ অসাড় হয়ে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু।

বাঁচানোর একটাই উপায়। যত দ্রুত সম্ভব গা গরম করা।

'ওর গা গরম করা দরকার,' মুসা বলার আগেই বলে ফেলল কিশোর।

একজন বলল, 'জ্যাকসনের ওখানে নিয়ে যাই।' সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ধরো তো। জলদি করো।'

'না না, মিস্টার মরগানের বাড়িতে নিয়ে চলুন। ওখানেই ভাল হবে। মিসেস মরগান নার্স, সেবাটা ঠিকমত হবে।' কিশোর বলল। জ্যাকসনদের বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

গ্র্যাহাম গুন নামে একজন মাছ শিকারী গিয়ে তাড়াতাড়ি করে তার স্নোমোবাইলটা নিয়ে এল। পেছনে টেনে নিয়ে এল জ্যাকসনের হাতে বানানো একটা স্লেড। রবিনের পাশে এনে রাখল। রবিনকে স্লেডে তুলে দেয়া হলো। মুসা উঠে বসল তার মাথার কাছে। গরম রাখার জন্যে রবিনের মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে রাখল।

স্নোমোবাইল চালানো শুরু করল গ্র্যাহাম।

'রবিন? জেগে আছ তো?' রবিনের নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

বিড়বিড় করে কিছু বলল রবিন, স্নোমোবাইলের এঞ্জিনের গর্জনে বোঝা গেল না।

তার ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এল মুসা।

'পায়ের তালুতে কোন সাড়া নেই,' রবিন জানাল।

মুসা জানে, রবিনের জন্যে এ সময়টা এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়। ঠাণ্ডা পানিতে কাটিয়ে এসে দেহ ঠাণ্ডা। তার ওপর গায়ের সমস্ত কাপড়-চোপড় ভেজা। বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে সেগুলো জমে যেতে আরম্ভ করেছে। তাতে দেহটা আরও দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

'জেগে থাকো, রবিন,' মুসা বলল। 'খবরদার, ঘুমিয়ো না। এসে গেছি আমরা।'

স্নোমোবাইলের পেছন পেছন দৌড়ে চলেছে কিশোর। কি মনে হতে থেমে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। লেকের কোনখানে দেখতে পেল না জ্যাকি কিংবা রকিকে। সন্দেহটা জোরালো হলো তার। ইচ্ছে করে ওদেরকে পাতলা বরফের দিকে টেনে নিয়ে গেছে দুই ভাই। একটাই উদ্দেশ্য। পানিতে ফেলে খুন করা। লোকে ব্যাপারটাকে দেখবে অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে। শত্রুকে শেষ করে দেয়া হবে। নিজেদেরও কিছু হবে না।

চমৎকার পরিকল্পনা।

কিন্তু কেন করল?

কারণ, সঠিক পথেই এগোচ্ছে তিন গোয়েন্দা।

তার মানে, চুরিগুলোর পেছনে যে জ্যাকি আর রকির হাত আছে, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকল না আর।

*

মুখ তুলে শার্লিদের বাড়ির দিকে তাকাল মুসা।

হাত নাড়তে দেখল শার্লিকে।

বাড়ির পেছনের দরজার কাছে এনে স্নোমোবাইল থামাল গ্র্যাহাম।

'পানিতে পড়ে গিয়েছিল রবিন,' শার্লিকে জানাল মুসা।

স্লেড থেকে রবিনের প্রায় জমে যাওয়া দেহটা গ্র্যাহামের সহায়তায় তুলে নিল সে।

'ওকে যে তোমরা তোলার চেষ্টা করেছ, দেখেছি আমরা,' শার্লি জানাল। 'রেডি হয়ে আছে মা।'

রবিনকে বয়ে নিয়ে আসা হলো।

জরুরী কণ্ঠে বেলী আন্টি বললেন, 'সোজা ওকে বাথরুমে নিয়ে যাও। কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলো। শার্লি, চুলায় গরম পানি হয়ে গেছে। যা, নিয়ে আয়। আমি আসছি।'

ধরাধরি করে রবিনকে নিয়ে চলল মুসা আর গ্র্যাহাম। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল।

দোতলায় এসে সোজা বাথরুম।

গরম পানি দিয়ে টাবটা ভর্তি করে রেখেছেন বেলী আন্টি। মুসা আর গ্র্যাহাম মিলে দ্রুত হাতে রবিনের গায়ের সমস্ত জামা-কাপড় খুলে দিল। শুধু আন্ডারওয়্যার বাদে। বাথরুমে ঢুকলেন বেলী আন্টি।

'লজ্জা-শরমের সময় নেই এখন,' বললেন তিনি। 'প্রাণ বাঁচানোটাই আসল কথা। এগুলোও খোলো। তারপর গরম পানিতে শোয়াও।'

যে ভাবে যা করতে বলা হলো, অক্ষরে অক্ষরে পালন করল মুসা আর গ্র্যাহাম।

ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া দেহ গরম পানিতে রাখতেই কেঁপে উঠল রবিন।

'ওর দিকে চোখ রাখো,' বেলী আন্টি বললেন। 'আমি গরম কিছু নিয়ে আসিগে ; অ্যামবুলেন্সকে ফোন করে দেয়া হয়েছে। চলে আসবে যে কোন সময়।'

কিশোর ঢুকল এ সময়। শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল রবিনের দিকে। 'ও ভাল হবে তো?'

'পানিতে খুব বেশিক্ষণ ছিল নাকি?' জানতে চাইলেন বেলী আন্টি।

'হিসেব রাখতে পারিনি। মিনিট তিনেক হবে বড় জোর। পানি থেকে যখন তুললাম, তখন জ্ঞান ছিল ভালমতই।'

'তাহলে চিন্তা নেই। ভাল হয়ে যাবে।'

ধীরে ধীরে জেগে উঠতে শুরু করল রবিন।

রঙ ফিরতে লাগল শরীরে।

ওকে খাওয়ানোর জন্যে এক মগ গরম পানি নিয়ে এলেন বেলী আন্টি। বললেন, 'ওর ভেতরটাও গরম করা দরকার।'

ডাক্তার আসতে আসতে রীতিমত সুস্থ হয়ে গেল রবিন। উঠে বসল টাবের মধ্যে। বিমূঢ়ের মত তাকাতে লাগল।

বাথরুমে ঢুকলেন ডাক্তার। 'কেমন আছ এখন?'

'ভাল,' দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিল রবিন।

তার দেহের তাপমাত্রা দেখলেন ডাক্তার। নাড়ি দেখলেন। ব্লাড প্রেশার মাপলেন। 'তোমার কপাল ভাল, তাড়াতাড়ি তুলে ফেলেছে। গা ভালমত গরম করতে হবে এখন। তবে বিপদ কেটে গেছে।'

'কত রকম ভুল কথা বলে মানুষ। এত ভোগান্তির পর কপাল ভাল হয় কি করে? ভাল তো হত যদি একেবারেই না পড়ত,' মুসা বলল। রবিন বেঁচে যাওয়াতে অতি আনন্দে দিশেহারা।

হেসে ফেললেন ডাক্তার। পরিস্থিতির আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। হাসিটা সংক্রমিত হলো উপস্থিত সবার মাঝে।

'পুরোপুরি ভাল হতে কত সময় নেবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ভাল মোটামুটি হয়েই গেছে। প্রাণশক্তি খুব বেশি। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি আমরা ওকে। তবে তার বোধহয় আর প্রয়োজন হবে না। যা করার মিসেস মরগানই করতে পারবেন। ওকে বিছানায় রেখে মাঝে মাঝে টেম্পারেচার পরীক্ষা করা আর গরম তরল খাবার খাওয়ানো ছাড়া কিছুই করা লাগবে না।'

ফিরে তাকাল কিশোর। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বেলী আন্টি। 'আপনি কি বলেন, আন্টি? হাসপাতালে পাঠাব?'

'ডাক্তারের সঙ্গে আমিও একমত। আমার মনে হয় না আর নেয়ার কোন প্রয়োজন আছে।'

'তাহলে আমি বরং থেকেই যাই,' রবিন বলল। 'এখানে সবার সামনে হাসপাতালের চেয়ে ভাল থাকব।'

'থাকতে পারো,' হেসে বললেন বেলী আন্টি, 'এক শর্তে। আমার কথা সব শুনতে হবে। ইচ্ছে করলেই উঠে বেরিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'না না, যাব না,' রবিন এক কথায় রাজি। হাসপাতালে যাওয়ার চেয়ে যে কোন শর্ত মেনে নেয়া অনেক ভাল। 'যা বলবেন তাই করব। পথ্য যা খেতে দেবেন, খাব।'

হেসে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার।

রবিনকে একটা মেয়েদের বাথরোব এনে দিলেন বেলী আন্টি। পশমী মোজা দিলেন। ভেজা কাপড়-চোপড়গুলো ড্রাইয়ারে ঢোকালেন শুকানোর জন্যে। রবিনকে বললেন, 'আগুনের কাছে গিয়ে বসে থাকোগে।'

রোবটা গায়ে দিল রবিন। উসখুস করতে লাগল।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এ রকম একটা বাথরোব পরে এখানে মেয়েমানুষদের সামনে ঘোরাফেরা করতে লজ্জা লাগছে আমার,' আড়চোখে শার্লির দিকে তাকাল রবিন।
'তাতে কি হয়েছে? গায়ে কাপড় তো আছে,' কিশোর বলল।
'খানিক আগে বাথরুমে যে অবস্থায় ছিলে সে ভাবেই যে থাকতে বলেননি, এটাই বরং তোমার ভাগ্য,' মুসা বলল।
মুচকি হাসলেন বেলী আন্টি। হাসিটা বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ঠেকানোর জন্যে কৃত্রিম ধমক লাগালেন, 'এখনই কিন্তু কথা না শোনা শুরু করেছ তুমি।'
'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আর দ্বিধা করল না রবিন। তাড়াতাড়ি গিয়ে আগুনের কাছে বসে পড়ল।
মুসা আর কিশোর বসল তার কাছাকাছি।
গরম চকলেট ড্রিংক এনে দিল শার্লি।
আগুনের উত্তাপ শোষণ করতে লাগল রবিনের শরীর। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বেড়ে যেতে শুরু করল। কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'লেকে আসলে কি ঘটেছিল তখন, বলো তো?'
'জ্যাকি আর রকি এ রকম করল কেন জানতে চাইছ তো?'
'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন।
'আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করেই আমাদেরকে পাতলা বরফের ওপর টেনে নিয়ে গিয়েছিল ওরা,' কিশোর বলল।
'শেষ দিকে আমারও তাই মনে হচ্ছিল,' রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মুসার কণ্ঠে। 'রবিন পড়ে যাওয়ার পর ওর দিকে ছাড়া আর কোনদিকে তাকানোর সুযোগ ছিল না।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'ওরা কি করেছে দেখেছ নাকি?'
'নাহ্,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমার নজরও রবিনের দিকেই ছিল। পরে যখন খেয়াল হলো, ফিরে তাকালাম, দেখি ওরা দু'জন চলে গেছে।'
'অ, ওরা আর সবার মত ছুটে আসেনি?' অবাক হলো রবিন।
'না।'
এ সময় শার্লি ঢুকল ঘরে। রবিনের কাছে এসে বলল, 'তোমার পকেটের জিনিসপত্র। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ পাওয়া যায় কিনা দেখি, ভরে রাখার জন্যে।'
'তাহলে তো ভালই হয়,' শার্লির হাত থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে আগুনের সামনে রাখল রবিন। 'থাক এখানে। শুকাক।'
'আর এই যে তোমার হিসেবের কাগজ,' জ্যাকসনের ঘর থেকে নকল করে আনা কাগজটা রবিনের হাতে দিল শার্লি।
'ওহহো, ভুলেই গিয়েছিলাম এটার কথা।' সাবধানে ভেজা কাগজটার ভাঁজ খুলল সে, যাতে ছিঁড়ে না যায়। কালি জাবড়ে গেছে। তবে পড়া যায় নম্বরগুলো।
জিনিসপত্রগুলো দিয়ে চলে গেল শার্লি।
বেলী আন্টি রান্নাঘরে।
নম্বরগুলো দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'কি ভাবে পড়তে হবে? ওপর থেকে সারি দিয়ে নিচের দিকে, না পাশের দিকে জোড়ায় জোড়ায়?'
'কি জানি,' হাত ওল্টাল রবিন।

মুসার দিকে তাকাতেই মাথা নাড়ল মুসা, 'আমার দিকে তাকিয়ে লাভ
যেটা তুমি বুঝতে পারছ না, সেটা আমি কি করে বুঝব?'

খানিকক্ষণ নম্বরগুলো নিয়ে মাথা ঘামাল ওরা। কিন্তু কি ভাবে পড়তে হবে, মানে কি এগুলোর–কোন সমাধান করতে পারল না।

হঠাৎ তুড়ি বাজাল রবিন। 'কে পারবে জানো? রয় কভারলি।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'কভারলিটা কে?'

'কম্পিউটারের জাদুকর। শার্লির মামাত ভাই। ওর কাছে এ ধরনের যে কোন সমস্যা নিয়ে যাবে, সমাধান করে দেবে। সেবার কিডন্যাপ করা বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করতে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল সে।'

কিশোর বলল, 'তোমার যখন এত আস্থা, তার কাছেই যাওয়া দরকার…'

ফোন বাজল।

রান্নাঘরের এক্সটেনশন থেকে ধরলেন বেলী আন্টি। ডেকে বললেন, 'কিশোর, তোমাদের চায়। যে কেউ একজন আসো।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'তোমরা বসো। আমি দেখে আসি, কে।'

রান্নাঘরে ঢুকে বেলী আন্টির হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে কানে ঠেকাল কিশোর।

ওপাশের কথা শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল সে। বেলী আন্টি লক্ষ করলেন ব্যাপারটা। রিসিভারটা রেখে দিয়ে যখন ঘুরল কিশোর, জিজ্ঞেস করলেন, 'কি?'

'আসুন, ফায়ারপ্লেসের কাছে। সবাইকে একবারেই বলি।'

কিশোর বসার ঘরে ঢুকতেই মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কার ফোন?'

'জানি না,' জবাব দিল কিশোর। শার্লির দিকে তাকাল। ওপর থেকে কাজ সেরে এসে সে-ও বসেছে এখন ফায়ারপ্লেসের কাছে। 'একটা অচেনা পুরুষ কণ্ঠ। আমার মাধ্যমে মরগান আঙ্কেলদেরকে একটা মেসেজ দিতে চায়।'

দুঃসংবাদ। বুঝতে পারলেন আন্টি। 'কি মেসেজ?'

'হুমকি দিল আপনাদেরকে…'

'কি হুমকি?' চিৎকার করে উঠল শার্লি।

'আস্তে!' কিশোরের দিকে তাকালেন আবার বেলী আন্টি। 'কি বলল?'

'বলল, তিন গোয়েন্দাকে সাহায্য করেছেন। এখন বিপদের জন্যে প্রস্তুত হোন।'

কিশোরের কথা শেষ হতে না হতেই তীক্ষ্ণ, জোরাল একটা শব্দ হলো।

গুলির শব্দের মত।

এগারো

'মাথা নিচু! মাথা নিচু!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'বসে পড়ো সবাই মেঝেতে!'

পাশে বসা শার্লির হাত ধরে একটানে নিচে নামিয়ে ফেলল মুসা। একই সঙ্গে

নিজেকেও ছুঁড়ে দিল মেঝেতে।
রবিন নিজেই নামতে পারল।
বেলী আন্টিকে সাহায্য করল কিশোর।
অপেক্ষা করে রইল ওরা। কিন্তু গুলির শব্দ আর হলো না।
'নিচেই থাকো,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'ওরাও হয়তো অপেক্ষা করছে। আমাদের ওঠার জন্যে।'
আরও দু'তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করে আচমকা লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল সে।
'কিশোর, কোথায় যাচ্ছ!' মুসা বলল। 'কি করছ তুমি? মরবে তো!'
জবাব দিল না কিশোর। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। এঁকেবেঁকে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একটা ঝোপের মধ্যে।
ঘরে যারা অপেক্ষা করছে তারা কান পেতে আছে। কিশোর কোথায় আছে, কি করছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে সামান্য খসখস ছাড়া আর কোন শব্দ আসছে না ওদের কানে।
অনন্তকাল ধরে যেন পড়ে রইল ওরা ঘরের মেঝেতে।
অবশেষে সামনের দরজায় শব্দ হলো।
পাল্লাটা খুলল।
ভেতরে ঢুকল জুতোর শব্দ।
বন্ধ হলো পাল্লাটা।
'ঠিক আছে, এখন উঠতে পারো।' কিশোরের কণ্ঠ।
সবার আগে উঠে পড়ল শার্লি। ঘুরে দাঁড়াল। দেখল, হাতে একটা বড় ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর।
ঘরের কোণে ডালটা নামিয়ে রেখে এসে আগুনের কাছে বসল সে। 'ডাল ভাঙার শব্দ হয়েছিল। গুলি নয়।'
'জিমের অত শখের জাপানী ফেদার ম্যাপলের ডাল,' বেলী আন্টি বললেন। 'রেগে আগুন হয়ে যাবে ও। কিন্তু ডাল ভাঙতে এল কেন?'
'নিশ্চয় ডালের ওপর উঠে বসে নজর রেখেছিল ঘরের ভেতর,' জবাব দিল কিশোর। 'টেলিফোন পেয়ে আমাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়, দেখতে চাইছিল হয়তো। ফিরে গিয়ে যে ফোন করেছে তাকে জানাত।'
'পড়ে গিয়ে কোমরটা যদি ভাঙত আমি খুশি হতাম,' রাগত স্বরে বলল মুসা।
মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'দুঃখের বিষয়, খুশিটা আর হতে পারলে না। চলো এখন, রয়ের ওখান থেকে ঘুরে আসি। রবিন, তুমি থাকো।' শার্লিকে বলল, 'শার্লি, দাও তো দ্রুত একটা চিঠি লিখে। তোমার মামাত ভাইয়ের কাছে। কাগজ-কলম নাও। যা যা বলি, লেখো।'
'আমি গেলে অসুবিধে কি?' রবিনের প্রশ্ন।
'না,' মাথা নাড়লেন বেলী আন্টি। 'তোমার শরীর এখনও বাইরে বেরোনোর উপযুক্ত হয়নি।'
রয়ের কাছে কেন যাচ্ছে, সংক্ষেপে বেলী আন্টি আর শার্লিকে জানাল কিশোর।

শার্লি বলল, 'রয়কে একটা ফোন করে দিলেই তো হয়। আমিও দিতে পারি। রবিনও পারে।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'চমকে দেয়ার মজাটা আর তাহলে থাকে না। টেলিফোনেই যদি কাজটা সেরে ফেলা যেত, যাওয়া আর না লাগত, তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া যখন লাগবেই, গিয়েই পরিচয় করে নেব। জানাব সব।...দাও দাও, চিঠিটা লিখে দাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

*

'যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কেসটার কিনারা করে ফেলা জরুরী,' কিশোর বলল। 'ফোনে ওই হুমকি দেয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকবেন মরগান আঙ্কেলরা।'

বনের ভেতরের সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। 'জ্যাকসনদেরই সন্দেহ করছ এখনও?'

'সন্দেহটা এখন পর্যন্ত ওদিকেই তো বেশি যাচ্ছে। তাই না? বিশেষ করে আমাদেরকে পাতলা বরফের দিকে নিয়ে যাওয়ার পর।'

'তা বটে। ম্যারিল্যান্ডে জ্যাকি আর রকি কারও কাছে কোন রকম জিনিস বিক্রি করেছে কিনা, সে-খোঁজ নিতে এখন বলা যেতে পারে ডোবারকে। ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় হয়ে যাবে।'

'তারচেয়ে ভাল হয়, যদি চোরাই মালগুলো বের করে ফেলতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবারের মৌসুমে যা চুরি করেছে, সব পাইনভিউতেই আছে এখনও। সরায়নি। লুকিয়ে রেখেছে। শীতের পর নিজেরা যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

সারাটা পথ আলোচনা করেও কি ভাবে মালগুলো বের করবে, তার কোন সমাধান বের করতে পারল না ওরা।

*

রয় কভারলিকে পেল ওরা, রয়দের বাড়ির বেযমেন্টে। মাটির নিচের এই মস্ত ঘরটায় রয়ের ওঅর্কশপ। বড় একটা ওঅর্কবেঞ্চে বসে গভীর মনোযোগে কাজে ব্যস্ত। চারপাশে ছড়ানো ছিটানো কম্পিউটারের অসংখ্য পার্টস। বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জোড়া দিয়ে একটা কম্পিউটার তৈরি করছে।

'রয়, তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে,' দরজায় উঁকি দিয়ে মিসেস কভারলি বললেন।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

ফিরে তাকাল রয়। চোখ থেকে সেফটি গগলসটা খুলে নিল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দুই গোয়েন্দার দিকে। দু'চোখে প্রচণ্ড বিস্ময়। 'তোমরা?'

'আমি কিশোর পাশা, ও মুসা...'

'আরে জানি জানি! কিন্তু এলে কি ভাবে?'

'রবিন আর শার্লির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে।'

'রবিন কই?'

'পাইনভিউতে,' জবাবটা দিল মুসা। 'পানিতে ডুবে আধমরা হয়ে এখন আগুনের সামনে দম নিচ্ছে।'

'দেখেই চিনলে কি করে আমাদের?' কিশোরের প্রশ্ন। 'নিশ্চয় আমাদের ছবি এত বেশি দেখিয়েছে রবিন...'

মাথা ঝাঁকাল রয়। তারপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'দেখো, কথাই বলে যাচ্ছি শুধু। বসতে বলতেও ভুলে গেছি। এসো এসো, ভেতরে এসো।'

'তোরা কথা বল,' মিসেস কভারলি বললেন। 'আমি চা পাঠাচ্ছি।'

'একটা বিষয়ে আটকে গেছি, রয়,' বলল কিশোর। 'তোমার কম্পিউটার জ্ঞান দিয়ে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কিনা, দেখতে এলাম। রবিন বলল, তুমি এ ধরনের কাজে বিশেষজ্ঞ।'

পকেট থেকে শার্লির চিঠিটা বের করে দিল কিশোর।

পড়ে বলল রয়, 'এটার কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমরা সোজা এসে বললেই পারতে।'

'তখন কি আর জানতাম, দেখামাত্র চিনে ফেলবে।'

'যাকগে, বলো কি করতে হবে?' জানতে চাইল রয়।

পকেট থেকে নম্বর লেখা কাগজটা বের করে রয়ের হাতে দিল কিশোর।

কাগজটার দিকে তাকিয়ে রয় বলল, 'ভিজল কি করে?'

'ওই যে বললাম, চুবানি খেয়েছে। পাইনভিউ লেকের পানিতে সাঁতার কাটতে নেমেছিল রবিন,' মুসা বলল।

চোখ কপালে উঠল রয়ের। 'তার মানে! পাগল হয়ে গেছে?'

পাইনভিউতে চুরির খবর জানা আছে রয়ের। তিন গোয়েন্দা কেসটা হাতে নেয়ার পর কি কি ঘটেছে জানাল ওকে কিশোর। সব শেষে কাগজটা দেখিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, পাইনভিউ লেকের চুরি-ডাকাতিগুলোর সঙ্গে এ নম্বরগুলোর কোন সম্পর্ক আছে। কোন ধরনের কোডও হতে পারে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল রয়। মুখ তুলে বলল, 'চলো, ওপরে।'

ওপরে এসে কিশোর বলল, 'তোমাদের ফোনটা ব্যবহার করা যাবে?'

রান্নাঘরের দিকে হাত নেড়ে রয় বলল, 'করো গিয়ে।'

'কাকে করবে?' জানতে চাইল মুসা।

'ডোবার কগনানকে। যাও না। তুমিই করে এসো না। জিজ্ঞেস করবে, নতুন কিছু জানতে পারল কিনা।'

'ফোন সেরে দোতলায় চলে এসো,' রয় বলল। 'ডান দিকের প্রথম ঘরটা।'

নিজের ঘরে কিশোরকে নিয়ে এল রয়। কাণ্ডই করে রেখেছে। ঘরের দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চিতে ইলেকট্রনিক যন্ত্র লাগানো। তারের জটলা দেখে মনে হয় না এগুলো আর কোনদিন ছাড়ানো যাবে।

একটা কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ল রয়। প্রথমে কাগজের নম্বরগুলো টাইপ করে নিল। তারপর একটা ম্যাথমেটিক্যাল টেস্ট চালাল সেগুলোর ওপর।

'বুঝলে কিছু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল রয়। 'এখনও না।'

'কোন ধরনের সাঙ্কেতিক লেখা নাকি?'

'মনে হয় না। প্রথম সারির নম্বরগুলো দেখো ভালমত খেয়াল করে। সাত তিন অর্থাৎ তিয়াত্তর দিয়ে শুরু। সবগুলোই। দ্বিতীয় সারিরগুলো চার শূন্য অর্থাৎ চল্লিশ। তারপর ফুলস্টপ। আবার একজোড়া সংখ্যা। আবার ফুলস্টপ। আবার সংখ্যা...'

রয়ের কাঁধের ওপর দিয়ে নম্বরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'ইস্, আমি একটা গাধা! অনেক আগেই বোঝা যাওয়া উচিত ছিল আমার। রয়, ম্যাপ আছে?'

এবার অবাক হওয়ার পালা রয়ের। 'তা তো আছে। কিন্তু কি বুঝলে?'

'ম্যাপটা কোথায়?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কিশোর।

বুকশেলফ থেকে একটা ম্যাপ এনে দিল রয়।

'বুঝলে না এখনও?' কিশোর বলল। 'লনগিটিউড এবং ল্যাটিচিউড।'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল রয়ের মুখে। 'ঠিক। ঠিক বলেছ। কিন্তু তার জন্যে তো ম্যাপ বইয়ের দরকার নেই।'

কম্পিউটারেই একটা ম্যাপের প্রোগ্রাম খুলে নিল রয়। মাউসের সাহায্যে লনগিটিউড ৭৩ ও ল্যাটিচিউড ৪০-এর চারপাশে রেখা এঁকে একটা বাক্স তৈরি করল। মাউসের সাহায্যেই বাক্সটাকে বড় করতে লাগল।

'নিউ ইয়র্ক,' কিশোর বলল।

কাগজের নম্বর দেখে টাইপ শুরু করল রয়। রিটার্ন বাটন টিপতেই বড় হয়ে সামনে এগিয়ে এল ম্যাপ।

'নিউ পোর্ট,' বলে উঠল কিশোর। উত্তেজনায় গলা কাঁপছে। 'আরও জুম করো। টার্গেট ঠিক করো।'

কাগজের নম্বরের সারি দেখে আবার নম্বর টাইপ করল রয়। পাইনভিউ লেকের ওপর লাল রঙের ক্রস চিহ্ন জ্বলতে নিভতে শুরু করল।

'এটাই তোমার জায়গা,' কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে রয়ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

'লেকের মধ্যে?' আনমনে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল কিশোর।

'হ্যাঁ।'

ঘরে ঢুকল মুসা। 'ডোবারের সঙ্গে কথা বললাম। নতুন কিছু পায়নি। বলল, আরও কয়েক জায়গায় খোঁজ নেবে।'

'নিতে থাকুক। এসো, দেখে যাও।'

'কিছু পেলে নাকি?' এগিয়ে এল মুসা।

'তোমাদের নম্বরগুলো হলো লনগিটিউড এবং ল্যাটিচিউড,' রয় বলল।

'মানে?' কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে রইল মুসা।

ওকে ওভাবেই থাকতে দিয়ে কিশোর বলল রয়কে, 'এগিয়ে যাও। দেখা যাক, কি আসে?'

আবার খানিকক্ষণ নম্বর টিপল রয়। লেকের ওপর এখন জ্বলতে-নিভতে শুরু করল লাল ক্রস।

দরজায় থাবা পড়ল এ সময়। রয়ের মা ডাকলেন, 'এই, চা নিয়ে যা।'

'তুমি কাজ করো,' মুসা বলল। 'আমি আনছি।'
দরজা খুলে মিসেস কভারলির হাত থেকে ট্রে'টা নিয়ে ফিরে এল। তাতে চা আর বিস্কুট। একটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।
ট্রে'র দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফেরাল কিশোর। নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটল দু'বার। 'মাছ ধরার অতি চমৎকার জায়গা!' মুসার দিকে তাকাল সে। 'এত ভাল জায়গাগুলো বিছানার নিচে লুকিয়েছে কেন, বলো তো?'
মুসার হাঁ-টা আরও বড় হলো। 'অহেতুক কেন আমার মাথাটাকে গুলিয়ে দিচ্ছ?'
জবাবটা নিজে নিজেই দিল কিশোর, 'গোপন রাখার জন্যে। উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি পছন্দ করে না বুড়ো জ্যাকসন। কাগজটা দেখলে নিশ্চয় কিছু বুঝতে পারবে না সে।'
মজা পেয়ে গেছে রয়। দ্রুত টাইপ করে চলেছে তার আঙুলগুলো। লেকের ওপরে আরও কয়েক জায়গায় লাল ক্রস আবিষ্কার করল।
'আর দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'লেকে গিয়ে এখন খোঁজ নিতে হবে। রয়, ক্রসগুলো সহ তোমার ম্যাপের এই অংশটার একটা প্রিন্ট দিতে পারবে?'
'তা তো পারবই। সঙ্গে আরও ভাল জিনিসও দিতে পারব।'
একটা তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রয়। নানা ধরনের ছোট ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে থেকে একটা যন্ত্র টেনে বের করল। দেখতে সেলুলার ফোনের মত যন্ত্রটার বড় একটা এলসিডি স্ক্রীন আছে। কিশোরকে দিয়ে বলল, 'এটা ব্যবহার করতে পারো। গ্লোবাল পজিশনিং স্যাটেলাইট সিসটেম। সংক্ষেপে জিপিএস। স্যাটেলাইটকে ব্যবহার করে এটা তোমার অবস্থান বলে দিতে পারবে। বোঝা যাবে তুমি কোথায় আছ। যে ক্রস চিহ্নগুলো আবিষ্কার করলাম, নিখুঁত ভাবে ওই সব জায়গা বের করা যাবে এটার সাহায্যে। জায়গাগুলোতে কি আছে, খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে। কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'
মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'কখন?'
'দেরি করে লাভ কি?' জবাব দিল মুসা। 'যদিও মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনি এখনও আমি।'
'চলো। যেতে যেতে বলছি।'
'চা'টা খেয়ে নাও,' রয় বলল।

*

গাড়িতে এসে উঠল ওরা। জিপিএসটা আর ম্যাপের প্রিন্টআউট সঙ্গে নিয়েছে রয়।
লেকের কাছে যখন পৌঁছল ওরা, অন্ধকার হয়ে গেছে। শীতের ঠাণ্ডা রাত নামছে। তুষার পড়ছে। মেঘে ঢাকা চাঁদ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে। টান মারছে পরনের কয়েক প্রস্থ পোশাকের একেবারে ভেতরেরটা ধরেও।
'কষ্ট আর ভোগান্তি জোগাড়ের সমস্ত উপায়গুলো মনে হচ্ছে তোমাদের জানা,' গায়ের কোটটা টেনে দিতে দিতে বলল রয়।
'এলে কেন?' কিশোর বলল। 'স্পটগুলো খুঁজে বের করো।'
কোন রকম ঝুঁকি নিল না সে। গাড়িতে ছুরি আছে। সোজা দেখে কয়েকটা

ডাল কেটে নিল ছড়ির মত ব্যবহারের জন্যে। ডালগুলো ছেঁটেছেঁটে সাফ করে নিল।

'রবিন তো দিনে পড়েছিল বলে রক্ষা।' কিশোরের হাত থেকে একটা ডাল নিয়ে নিল মুসা। 'অন্ধকারের মধ্যে এখন পানিতে পড়লে বাঁচতে হবে না আর।'

লেকে নেমে পড়ল ওরা। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আগে বাড়ল। ম্যাপ দেখে এগোল, সবচেয়ে কাছের স্পটটার দিকে। ম্যাপ আর জিপিএস-এর স্ক্রীনের সবুজ আভার দিকে নজর রয়ের। বরফ ঠুকতে ঠুকতে আগে আগে চলেছে কিশোর। রয় মাঝখানে। পেছনে মুসা, টর্চের আলো ফেলে পথ দেখাচ্ছে।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রয়।

'পাচ্ছি। বরফ।' জবাব দিল কিশোর।

বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল রয়, 'কি জিনিস খুঁজতে এসেছি আমরা?'

'বলতে পারলে খুশি হতাম।'

'ডাকাতির মাল লুকিয়ে রাখেনি তো স্পটগুলোতে?' তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে লেকের পাড়ের বাড়িগুলোকে দেখার চেষ্টা করল রয়।

'মনে তো হচ্ছে। এখনও কেউ মাছ ধরছে নাকি দেখা যাক।'

বলাটা যত সহজ, করা ততটাই কিংবা তারচেয়েও বেশি কঠিন হলো। তাজা তুষার বরফ ঢেকে দিচ্ছে। এক জায়গায় এসে থামল রয়। পা দিয়ে খোঁচা মেরে সেখান থেকে তুষার সরিয়ে দিতে লাগল মুসা। দেখাদেখি কিশোর আর রয়ও তা-ই করতে লাগল। কয়েক মিনিট অবিরাম চেষ্টা করে আট ফুট ব্যাসের গোল একটা জায়গা থেকে তুষার সরিয়ে ফেলল ওরা। নিচের কঠিন বরফ বেরিয়ে এল। টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল মুসা।

'কিছু দেখছ?' জিজ্ঞেস করল রয়।

পরিষ্কার করা জায়গাটায় নতুন করে তুষার এনে ফেলছে ঝোড়ো বাতাস।

'নাহ্, কিছুই নেই,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল রয়। 'এ স্রেফ পাগলামি! অকারণ কষ্ট!'

'এত তাড়াতাড়িই কাবু হয়ে গেলে? তোমার আসার ইচ্ছে দেখে তো মনে হচ্ছিল গোয়েন্দাগিরির খুব শখ?' মুসা বলল। 'গোয়েন্দাগিরিটা কষ্টেরই। আরাম করে এ কাজ হয় না।'

'থাক থাক। আর লেকচার দেয়া লাগবে না,' জবাব দিল রয়।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কিশোর।

'পাতলা বরফ নাকি দেখো আগে,' সাবধান করল মুসা। রবিনের পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল নিজের অজান্তেই।

'কিছু একটা আছে এখানে,' কিশোর বলল। 'আলোটা আরও সরাও তো দেখি।'

কিশোরের নির্দেশিত জায়গায় আলো ফেলল মুসা। বরফের গায়ে একটা খাঁজমত চোখে পড়ল ওখানে। ম্যানহোলের ঢাকনার চেয়ে ছোট।

'একটা গর্ত, কোন সন্দেহ নেই,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'বরফ

পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে।'

আলোটা আরও কাছে নিয়ে এল মুসা। আলোকরশ্মিতে ধরা পড়ল চকচকে ছোট একটা জিনিস। বরফের মধ্যে গেঁথে রয়েছে।

'কি ওটা?' মুসার প্রশ্ন।

নতুন করে পড়া তুষারে দ্রুত ঢেকে যাচ্ছে জিনিসটা। হাত দিয়ে ডলে পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'টিনের পাত মনে হচ্ছে।'

'কোকের ক্যানের হতে পারে। এখানকার মানুষগুলো বড় নোংরা। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে,' রয় বলল।

'এখানে ময়লা ফেলতে আসবে কে? তা ছাড়া কোকের ক্যানের টিন এ রকম নয়।'

'তা-ও তো কথা। পরের স্পটটায় দেখব নাকি?' রয় বলল। 'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমিও বরফ হয়ে যাচ্ছি।'

'চলো, দেখাই যাক,' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

কি করে খুঁজতে হয় বুঝে ফেলেছে এখন ওরা। পরের স্পটটা বের করতে সময় লাগল না। প্রথমটার মতই একই রকম আরেকটা বুজে যাওয়া গর্ত দেখতে পেল। লেকের বরফের ওপর তুষারের আস্তর জমে আবার বরফ হয়েছে। স্তর দুটো আলাদা ভাবে বোঝা যায়।

'এখানেও তো তেমন কিছু দেখছি না,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'দেখি, আরেকটা।'

'এত ঠাণ্ডা, উফ্!' রয় বলল।

'ঠাণ্ডার জায়গায় ঠাণ্ডা তো হবেই,' উঠে দাঁড়িয়ে রয়ের হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে নিল কিশোর।

তৃতীয় স্পটটায় এসে আবার গোল করে বরফ পরিষ্কার করল। আগের দুটোর মতই গোল একটা গর্তের চিহ্ন। বুজে গেছে বরফে। এটার মাঝখানেও প্রথমটার মত টিন গোঁজা।

'নাহ্, এখানকার লোকগুলো সত্যি...' বলতে গেল রয়।

'চুপ!' ওকে থামিয়ে দিল মুসা। আলো নিভিয়ে দিল।

'কি হয়েছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রয়।

'শব্দ,' কান পেতে আছে মুসা। 'ইঞ্জিনের।'

ওদের পায়ের নিচের বরফে শব্দ বাড়ি দিতে শুরু করল। বাড়তে লাগল ক্রমে। মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল ওটা ইঞ্জিনের শব্দ। বরফে আঘাত হানাতে ওরকম শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ঘুরে সেদিকে টর্চের আলো ফেলল মুসা। চকচকে ক্রোমের ওপর গিয়ে পড়ল আলো।

'পালাও!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

একটা ট্রাককে ছুটে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে। সে আর রয় ঘুরে ডাইভ দিয়ে পড়ল এক দিকে। মুসা আরেক দিকে। কয়েক ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেল কিশোর। তার পাশ দিয়ে ট্রাকটা যাওয়ার সময় টর্চের আলোয় দেখতে পেল বডিতে লেখা: মেরিন ডগলাস স্যালভিজ।

বারো

গর্জন করতে করতে ছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ট্রাক।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'মুসা, কোথায় তুমি?'

'আমি এখানেই আছি। ভাল। তোমরা?'

'আমি ভাল নেই,' জবাব দিল রয়। 'হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।'

তার কথায় পাত্তা না দিয়ে অন্ধকারে ট্রাকটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'দেখা দরকার, কে এ রকম করে রাতের বেলা চড়াও হতে এসেছিল আমাদের ওপর।'

'ট্রাকটা তো ডগলাসের!' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'তারমানে ডগলাসই চোর? মিথ্যে সন্দেহ করেছি আমরা জ্যাকি আর রকিকে?' আলো ফেলে ডালটা খুঁজতে লাগল মুসা।

'আমাদের খুন করতে চেয়েছিল নাকি?' রয়ের প্রশ্ন।

'বুঝলাম না,' জবাব দিল কিশোর। 'খুন করার ইচ্ছে থাকলে তো ঘুরে আবার আসত।'

'ভয় দেখাতে এসেছিল আমাদের,' মুসা বলল। 'বরফে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে একটা বোনাস মজা দিয়ে দিলাম আমরা।'

'ডগলাস কিনা সন্দেহ আছে আমার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল। 'ভাবছি, ওর বাড়িতে খোঁজ নিতে যাব নাকি?'

'চলো,' মুসা রাজি।

খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাওয়ার আর সাহস হলো না ওদের। ফিরে এল নিজেদের গাড়িতে। ডগলাসের স্যালভিজ ইয়ার্ডে রওনা হলো।

ইয়ার্ডে পৌঁছে ড্রাইভওয়ের উল্টো দিকে রাস্তার ধারে গাড়ি রাখতে বলল কিশোর। গেটের দিকে হাত তুলে বলল, 'ওই দেখো। চাকার তাজা দাগ।'

গাড়ি থেকে নামল ওরা। দাগগুলো পরীক্ষা করতে গেল কিশোর।

'দাগের ওপর তুষারের স্তর পাতলা,' বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই বলল সে। 'তারমানে বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগে গেছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল কিশোর।

গর্জন করে পাক খেয়ে বইছে হিমেল বাতাস। ইয়ার্ডের ভাঙাচোরা গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে শিস কেটে যাচ্ছে।

'পুটি কোথায়?' কিশোরের প্রশ্ন।

কোন সাড়া নেই কুকুরটার। কোথাও দেখা গেল না ওটাকে। একটিবারের জন্যে ঘেউ ঘেউও করল না।

মূল বাড়িটা অন্ধকার। অফিসটাও।

মুসার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে প্রথমে অফিসের দিকে গেল কিশোর। জানালা দিয়ে ভেতরে আলো ফেলল। আসবাবপত্র এলোমেলো। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

রয়েছে খবরের কাগজ। মেঝেতে পড়ে থাকা বড় এক টুকরো মাংসের ওপর আলো পড়ল। টুকরোটার পাশেই নেতিয়ে পড়ে আছে পুটি।

সেদিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল সে, 'গোলমাল তো একটা দেখা যাচ্ছে।'

তার পাশে এসে জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা আর রয়।

পুটিকে দেখতে পেল।

'ঘুমাচ্ছে নাকি কুকুরটা?' রয়ের প্রশ্ন।

ওটার পাঁজরের ওঠানামা চোখে পড়ল কিশোরের। বলল, 'বেঁচেই আছে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে মনে হয় ওকে।'

'ডগলাস কোথায়?' মুসার প্রশ্ন।

'চলো, খুঁজে দেখা যাক। একসঙ্গে না গিয়ে তিনজন তিন দিকে।'

ভাঙাচোরা গাড়ির সারির ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল ওরা। মাটির দিকে চোখ। তুষারে পায়ের চিহ্ন খুঁজছে। কিন্তু ছাপ এত বেশি ওখানে, কোনটা যে নতুন বোঝা মুশকিল। দুর্ঘটনায় ভেঙেচুরে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া গাড়ি আছে প্রচুর। তিন-চার থাক করে একটার ওপর আরেকটা রাখা। কোন কোনটা পুড়ে এমন অবস্থা হয়েছে, চাকাটাকা তো নেই-ই, দরজা-জানালা, বাম্পার এমনকি ফেন্ডার প্যানেল পর্যন্ত গায়েব।

'শব্দ শুনতে পাচ্ছি,' অন্য সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জানাল মুসা।

দৌড়ে গেল কিশোর আর রয়।

'থাবা দেয়ার শব্দ,' মুসা বলল। 'শুনতে পাচ্ছ?'

'কোনখান থেকে আসছে?' কান পাতল রয়।

ঝোড়ো রাতের বাতাসের মধ্যে অন্য কোন শব্দ বোঝা কঠিন। তারপরেও তিনজনেই শুনতে পেল শব্দটা।

'ডগলাস? ডগলাস? আপনি করছেন শব্দ?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

পুরানো সেডান গাড়ির একটা উঁচু স্তূপ থেকে দু'বার জোরাল থাবা দেয়ার শব্দ হলো। একটারও জানালার কাঁচ নেই। কোন কোনটার দরজা গায়েব। তবে প্রত্যেকটার ট্রাংক রয়েছে। যদিও রঙ চটা।

'এদিকে,' শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল মুসা।

নিচের গাড়িটার ট্রাংক থেকে শব্দটা আসছে মনে হলো। সেটাতে থাবা দিল মুসা। সামান্য আঘাতেই নড়ে উঠল ওপরের গাড়িগুলো।

ওপর দিকে টর্চের আলো ফেলে কিশোর বলল, 'সাবধান। একদম ওপরের বড় গাড়িটার ভাবভঙ্গি ভাল না। পড়ে যাবে।'

'বের করো আমাকে!' ডগলাসের কথা ভেসে এল নিচের গাড়িটার ট্রাংক থেকে।

'এক মিনিট। এখনই বের করছি,' জবাব দিল মুসা।

'রয়, একটা শাবল পাও নাকি দেখো তো,' কিশোর বলল। 'বেয়ে ওঠা গেলে ওপরেরটা ঠেলে ফেলা যাবে হয়তো।'

'কিন্তু উঠতে গেলেই যদি উল্টে পড়ে সব?'

স্তূপটা পরীক্ষা করে দেখে মাথা দোলাল কিশোর, 'হুঁ, পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

রয় শাবল নিয়ে ফিরে এলে মুসা বলল। 'যে ভাবে আছে এ ভাবেই খোলার চেষ্টা করতে হবে।'

যে ট্রাংকটায় আটকে আছে ডগলাস, সেটার দিকে কাত হয়ে মুসা বলল, 'ডগলাস, একটা ভেজালে পড়ে গেছি আমরা। আপনার ওপরের গাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে নাড়া লাগলেই উল্টে পড়ে যাবে।'

'ক্রেনটা নিয়ে এসে ওপরের গাড়িটা সরিয়ে ফেলা যেতে পারে,' রয় বলল।

'না না!' ট্রাংকের ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল ডগলাস। 'ক্রেনটায় গণ্ডগোল আছে। আমি ওটা মেরামত করে সারতে পারিনি।'

'তাহলে আর কি,' জবাব দিল মুসা। 'দেখি এই অবস্থায় কতটা কি করতে পারি।'

ট্রাংকের তালার নিচের ফাঁকটায় শাবলের মাথা ঢুকিয়ে দিল মুসা। বলল, 'ডগলাস, রেডি! ট্রাংকের ডালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে চলে আসবেন।'

শাবলের চাড় পড়তেই তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ হতে লাগল। চাপ লাগছে যে মাথাটায়, গাড়ির সে-দিকটা নিচু হয়ে গেল।

ওপরের গাড়িটাতে টর্চের আলো স্থির রেখেছে কিশোর। গাড়ির পেছন দিকটা নিচু হয়ে গেছে অনেক। 'মুসা, সাবধান। আস্তে চাপ দাও।'

শাবলে হাতের চাপ কমিয়ে ফেলল মুসা। 'কিন্তু চাপ ছাড়া খুলব কি করে?'

'আস্তে আস্তে চাপ বাড়িয়ে দেখো কি হয়।'

ওপরের গাড়িটার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না কিশোর। মুসা চাপ কমাতেই স্থির হয়ে গেল ওটা। 'ঠিক আছে। চাপ দাও আবার।'

ট্রাংকের মধ্যে শাবলের মাথাটা আরও কয়েক ইঞ্চি ঢুকিয়ে দিল মুসা। ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে থাকল। বাঁকতে শুরু করেছে তালার কাছটা।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

চাপ কমিয়ে দিল মুসা। ওপরের গাড়িটাকে দুলুনি বন্ধ হওয়ার সময় দিল।

'ডগলাস,' ডেকে বলল মুসা, 'আবার! রেডি!'

শাবল দিয়ে জোরে এক চাড় মারল মুসা। লাফ দিয়ে ওপরে উঠে গেল ট্রাংকের ডালা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল দ্বিতীয় গাড়িটাতে। দুলুনি অনেক বেড়ে গেল ওপরের গাড়িটার।

উঠে বসতেও প্রচুর সময় লাগিয়ে দিল ডগলাস। ঠাণ্ডার মধ্যে এ ভাবে আটকে থেকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। বড় বেশি ধীরে নড়ছে। শাবলটা ফেলে দিয়ে তার হাত চেপে ধরল মুসা।

'পড়ে যাচ্ছে!' চিৎকার করে উঠল রয়।

পেছনে ঢলে পিছলে পড়তে শুরু করেছে ওপরের গাড়িটা। দৌড়ে সরে গেল রয়। লাফ দিয়ে গিয়ে সামনে পড়ল কিশোর। ডগলাসের আরেক হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। সে আর মুসা মিলে প্রায় চ্যাংদোলা করে বের করে নিয়ে এল ডগলাসকে। তাল সামলাতে না পেরে তুষারের ওপর পড়ে গেল তিনজনেই। নিচে

পড়ল ওপরের গাড়িটা। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল ওরা। ময়লা সহ তুষারের কণা এসে ছিটকে পড়ল ওদের গায়ে।

খাড়া হয়ে রয়েছে গাড়িটা। হুডের প্রায় পুরোটাই ঢুকে গেছে কঠিন বরফে।

'চলুন এবার ভেতরে যাওয়া যাক,' মুসা বলল।

'কি মনে করে এখানে এসেছিলে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল ডগলাস। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে গিয়ে দেখল ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে যাওয়া পা ফেলে কোনমতে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

'আপনার ট্রাক নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে গিয়েছিল কেউ,' মুসা বলল। 'লেকের মাঝখানে।'

'আমি যাইনি। যাওয়ার অবস্থায় যে ছিলাম না দেখলেই তো।' অফিসের দিকে এগোনোর সময় শঙ্কিত ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল ডগলাস। 'পুটি কোথায়?'

'অফিসের ভেতরে,' জবাব দিল কিশোর। 'মনে হয় ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতেই দৌড়ে গিয়ে অফিসে ঢুকল ডগলাস। হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল কুকুরটাকে।

'কি করেছে তোকে ওরা, পুটি!'

আধখাওয়া মাংসের টুকরোটার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল কিশোর। সাদা পাউডার ছড়ানো রয়েছে মাংসের ওপর। বলল, 'যা অনুমান করেছিলাম। ঘুমের ওষুধ গুঁড়ো করে দিয়েছে। আরও কিছুক্ষণ গভীর ঘুম ঘুমাবে।'

'ঘুমটা ভাঙলেই বাঁচি,' উদ্বিগ্ন শোনাল ডগলাসের কণ্ঠ। মাটিতে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে, সে-জন্যে কুকুরটাকে কাউচে শুইয়ে দিল সে।

'পুলিশকে ফোন করে আসি,' মুসা বলল।

ডগলাসকে বলল কিশোর, 'সাইডারের রস গরম করে দেব? খাবেন? গা গরম হবে।'

'কালো কফি। ফুটন্ত। এবং অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।'

'দিচ্ছি।'

বাধা দিল রয়, 'তুমি বসো। আমিই যাচ্ছি। আমারও লাগবে কফি।'

মুসা বলল, 'আমিই বা আর বাদ যাই কেন? যা ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা!'

'ঠিক আছে, আমার জন্যেও এনো,' রয়কে বলে ডগলাসের দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনাকে আটকেছিল কে?'

'দুটো লোক। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার মাথায় একটা ব্যাগ পরিয়ে দিয়ে বয়ে নিয়ে গেল বাইরে।'

'চিনতে পেরেছেন?'

'কালো স্কি মাস্ক পরে ছিল মুখে। চেহারা দেখিনি।'

'কিছু বলেছে?'

'ভয় দেখিয়েছে।'

'গলা চিনতে পেরেছেন?'

'পরিচিতই লেগেছে। তবে চিনতে পারিনি।'

'জ্যাকসনের নাতিরা না তো?'
কুকুরটার গায়ে হাত বোলানো থেমে গেল ডগলাসের। 'ঠাট্টা করছ?'
'না।'
'তাই তো! ঠিকই বলেছ তো! আকার-আকৃতিতে মিলে যায়। গলাটাও ওদেরই মনে হচ্ছে এখন।'
ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে হাজির হলো রয়। পেছনে এল মুসা।
'পুলিশ আসছে,' জানাল সে।
'ডগলাস, লেকটার ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি?' লেকের ম্যাপটা বের করে ডগলাসকে দেখাল। 'এই স্পটগুলো দেখুন। কিছু বুঝতে পারছেন?'
'কি বলতে চাও তুমি?' ম্যাপের দিকে তাকাল ডগলাস।
'জায়গাগুলোর তালিকা করে লুকিয়ে রেখেছে জ্যাকসনের নাতিরা।'
'কেন?'
'সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি। আইস ফিশিঙের জন্যেও করা হয়ে থাকতে পারে।'
কি যেন ভাবল ডগলাস। উঠে গিয়ে ডেস্কের কাগজপত্রের ভেতর থেকে লেকের একটা ছেঁড়াফাটা ম্যাপ বের করল। পেন্সিল দিয়ে গিজিগিজি করে প্রচুর নোট লেখা তাতে।
দুটো ম্যাপ পাশাপাশি রেখে কয়েক মিনিট মিলিয়ে দেখল। তারপর মাথা নাড়ল, 'তুমি শিওর, এই ম্যাপটা আইস ফিশিঙের জন্যে করা হয়েছে?'
'না, শিওর না,' জবাব দিল কিশোর।
'আমার ধারণা মাছ ধরার জন্যে চিহ্নিত করেনি। ফিশিং স্পট হিসেবে মোটেও ভাল না জায়গাগুলো। ভীষণ বিপজ্জনক। দু'এক জায়গায় বড়শি ফেলে দেখেছি। খায় না তেমন। অকারণ ঝুঁকি নেয়া।' রয়ের ম্যাপটার একটা ক্রস চিহ্নে আঙুল রাখল। 'এ জায়গাটার নিচ দিয়ে তীব্র স্রোত বয়। বরফকে কোনমতেই একভাবে থাকতে দেয় না। দিনের শেষ ভাগে এখানে রোদও পড়ে বেশি।'
'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন।
'রোদ মানেই গরম। আর গরমে বরফের ওপর দিকটা গলে যায়। রাতে আবার শক্ত হয়। এ রকম করতে থাকলে দুর্বল হয়ে যায় বরফ। ওসব জায়গায় মাছ ধরতে গেলে প্রাণের ঝুঁকি নিতে হবে। কে যায়?'
'তবে অন্য কোন লাভজনক কারণে কেউ ঝুঁকি যদি নিতে চায় নিতে পারে, তাই না?' কিশোর বলল।
'কোন কারণেই নিতে চাইবে না কেউ। মাথায় যদি সামান্যতম ঘিলু থাকে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়লে বরফের পাতলা স্তরও ভীষণ শক্ত থাকে। তখন বোঝাটোঝা কম নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কি কারণে যাবে?'
'কারণ, মাছ শিকারীরা কেউ ওদিকে যায় না।' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর।
পুলিশ এল। ডগলাসের বক্তব্য শুনল। ওষুধ মেশানো মাংসের টুকরোটা দেখল। একটা ব্যাগে তুলে নিল গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্যে। তারপর ডগলাসকে সাবধান থাকতে বলে চলে গেল।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রয় বলল, 'আজকের মত তো শেষ হলো কাজ। বাড়ি গিয়ে কম্বলের নিচে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করছে।'

'চিন্তা নেই। পৌঁছে দেব,' কিশোর বলল। 'কিংবা এত রাতে আর বাড়ি ফিরে না গিয়ে চলো শার্লিদের ওখানেই চলে যাই। বাড়িতে মা'কে একটা ফোন করে দিয়ো, রাতে ফিরছ না।'

'তা কথাটা মন্দ বলোনি,' অরাজি হলো না রয়। 'ঠিক আছে, চলো। এত কাছে এসে রবিনকে না দেখে গেলে রাগ করবে। তা ছাড়া এখানে কম্বলের নিচে ঢোকাটাও তাড়াতাড়ি হবে।'

হেসে ফেলল মুসা আর কিশোর।

তেরো

পরদিন সকাল সকালই উঠে বাড়ি রওনা হয়ে গেল রয়। জানিয়ে গেল, বিকেলের আগে সময় দিতে পারবে না। স্কুলে যেতে হবে। জরুরী আরও একটা কাজ আছে। শেষ করে তারপর আসবে। বার বার করে বলে গেছে, তাকে বাদ দিয়ে যেন কোনমতেই স্পটগুলোতে খুঁজতে না যায় তিন গোয়েন্দা। হুমকি দিয়েছে, তাহলে চিরকালের শত্রুতা হয়ে যাবে।

দিনের অনেকটা সময়ই তদন্তের কাজে ঘুরে বেড়াল মুসা আর কিশোর। ডগলাসের ট্রাকটা দেখতে পেল বনের ভেতর। পরিত্যক্ত অবস্থায়।

রবিন সারাটা দিনই বিশ্রাম নিল।

বিকেলে আসার আগে ফোন করল রয়। জানাল, সে রওনা হচ্ছে।

কিশোর বলল, 'রয়, একটা মেটাল ডিটেক্টরও দরকার আমাদের। সেই সঙ্গে কালকের ম্যাপ আর তোমার জিপিএসটা তো আনবেই।'

ডোবার কগনানকে ফোন করল সে। চলে আসতে বলল। বলল, পাইনভিউ লেকের চুরিগুলোর ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য দিতে পারবে। তারপর ফোন করল পিটারকে। মিস্টার মরগানের বাড়িতে আসতে বলল সবাইকে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই চলে এল পিটার।

রয় আসতে আসতে সন্ধ্যা করে ফেলল। অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে।

গাড়ির শব্দ শুনেই বেরিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা আর পিটার।

হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামল রয়। কাঁধে জিনিসপত্রের ব্যাগ। এক হাতে মেটাল ডিটেক্টর, অন্য হাতে একটা হালকা কুড়াল আর একটা আইস পিক।

ওর ভঙ্গি দেখে বলে উঠল মুসা, 'খাইছে! মেরু অভিযানে যাবে নাকি?'

হেসে জবাব দিল রয়, 'বরফ কাটতে কাজে লাগবে। বাড়তি যদি না থাকে এখানে, সে-জন্যে নিয়ে এলাম।'

'আর কারও সাহায্য দরকার হবে?' জিজ্ঞেস করলেন মরগান আঙ্কেল। নিজের কথাই বোঝালেন তিনি।

'আপাতত লাগবে না,' কিশোর বলল। 'লাগলে জানাব।'

হতাশ মনে হলো আঙ্কেলকে। তবে আর কিছু বললেন না। উঠে গিয়ে বসলেন বেশ কিছুটা দূরে। বেলী আন্টি আর শার্লি যেখানে বসে টিভি দেখছে।

বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছেন বেলী আন্টি। গোয়েন্দাদের কাজে বাধা দিতে এলেন না আর। এমনকি ওদের কথার মধ্যেও এলেন না। ওদের কর্মকাণ্ড গা সওয়া হয়ে গেছে গত কয়েক দিনে।

কার কি কাজ, ভালমত বুঝিয়ে দিতে লাগল কিশোর। পিটারকে বলল, 'পিটার, তুমি আর রবিন গিয়ে জ্যাকসনদের ওপর নজর রাখবে। যদি বোঝো ওরা আমাদের ওপর হামলা চালাতে আসছে, শিস দিয়ে সঙ্কেত দেবে। তিনবার শিস–দু'বার ছোট, একবার লম্বা। যাও, দশ মিনিট সময় দিলাম। অবস্থান নাওগে।'

আরনির বাড়িতে ছুটল পিটার আর রবিন। বনের ভেতর দিয়ে এগোল যাতে চোখে পড়ে না যায়। জ্যাকসনের বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখল ভেতরে আলো জ্বলছে। বেশি কাছে যাওয়ার সাহস পেল না ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। তবে নিজেদের নিয়ে চিন্তিত নয় রবিন–বাড়িটার বেশি কাছে না গেলেই হলো, ভাবছে কিশোরদের কথা। ওদের বরফ কাটার শব্দ যদি শুনে ফেলে জ্যাকসনরা?

ভেবে লাভ নেই। যা হবার হবে। যেটা করতে বলা হয়েছে ওদের, সেটাই করল। দু'জন দু'দিকে সরে গিয়ে দোকানের দুটো প্রবেশ পথের দিকে লক্ষ রাখতে লাগল।

রবিনদেরকে অবস্থান নেয়ার সময় দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। মুসা, আর রয়কে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লেকের দিকে রওনা হলো।

ঠাণ্ডা নির্মল রাত। চাঁদের আলোয় আলোকিত লেকের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'যাক, আবহাওয়াটা ভালই আজ। কালকের মত না। কাজ করতে অত কষ্ট হবে না।'

'ডোবার তো এল না এখনও,' রয় বলল।

'বলেছে যখন, আসবে,' বলল কিশোর। 'কোন কারণে দেরি হচ্ছে আরকি। আসার আগেই দেখি কাজটা শেষ করে ফেলতে পারি কিনা আমরা।'

হাতের লম্বা লাঠির মত জিনিসটা দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে এগিয়ে চলল কিশোর। আগের দিন যে স্পটগুলো দেখেছে, সেগুলোতে গেল না আর।

তাকে অনুসরণ করল রয়। হাতের জিপিএসটার দিকে চোখ। যন্ত্রটার এলসিডি স্ক্রীন থেকে সবুজ আভা বেরোচ্ছে।

হঠাৎ বলে উঠল, 'ডানে!...হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু ডানে।'

জিপিএস পকেটে রেখে দিয়ে মেটাল ডিটেক্টরের দিকে নজর দিল সে। কানে হেডফোন লাগানোই আছে। কিশোরের পাশ কাটিয়ে আগে চলে গিয়ে ডিটেক্টরের সাহায্যে তুষারে ঢাকা বরফের মধ্যে খুঁজতে শুরু করল। কয়েক বর্গগজ খুঁজেই থেমে গেল আচমকা।

'এখানেই আছে,' চেঁচিয়ে উঠল সে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মুসা আর কিশোর। আগের রাতের মত হাত দিয়ে তুষার সরাতে লাগল, ডিটেক্টরটা যেখানে নির্দেশ করছে ঠিক সেই জায়গায়।

বেরিয়ে পড়ল সাদা বরফ।

কুড়াল দিয়ে কোপানো শুরু করল মুসা। কঠিন বরফে আঘাত হানার শব্দ লেকের পাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল। শব্দ না করে কাটা সম্ভব না।

প্রায় এক বর্গগজ জায়গায় ইঞ্চি পাঁচেক বরফ কাটা হতেই বেরিয়ে পড়ল অনেকগুলো টিনের পাত নিয়ে গোল করে পাকানো একটা বল।

'কালকের মতই তো টিনের পাত। কাল ছিল একটা। আজ অনেকগুলো।'

'বলটায় মাছ ধরার সুতো বাঁধা, দেখতে পাচ্ছ?' কিশোর বলল। 'কালকেরগুলো পরিত্যক্ত জায়গা। কাজ সেরে চলে যাওয়ার সময় টিনের পাতগুলো সরানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। কল্পনাই করেনি হয়তো, এ সব জায়গায় খুঁজতে আসবে কেউ।'

আইস পিক দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে টিনের বলটার চারপাশের তুষার সরিয়ে ফেলল সে।

ভাল করে দেখার জন্যে মাথা বাড়িয়ে দিল রয়।

দস্তানা খুলে ফেলল কিশোর। বলটাকে শক্ত করে ধরে বরফ থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। উঠে আসতে শুরু করল ওটা। টান লাগল। ওটার সঙ্গে বাঁধা সুতোটায় টান পড়ল।

সুতোর চারপাশের বরফ কুপিয়ে কেটে ফেলতে শুরু করল মুসা। থেমে গেল হঠাৎ। শিসের শব্দ। দু'বার খাটো। একবার দীর্ঘ।

*

জ্যাকসনের বাড়ির পেছনের ঘরের জানালায় টেলিভিশনের আলো নড়াচড়া করতে দেখছিল রবিন। হঠাৎ দেখে দুটো কালো ছায়ামূর্তি দোকানের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

'জ্যাকি আর রকি,' রাতের বাতাসকে উদ্দেশ করে যেন ফিসফিসিয়ে বলল রবিন।

'কি করব এখন?' একই ভঙ্গিতে ফিসফিস করে জবাব দিল পিটার।

চমকে গিয়ে ফিরে তাকাল রবিন। কথামত কাজ না করায় রেগে গেল পিটারের ওপর। 'তোমার এখানে কি?'

'একা একা ওখানে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন কি করব আমরা?'

রাগটা চেপে রাখল রবিন। বলল, 'ওরা সরলেই সাবধান করে দিতে হবে কিশোরদের।'

দৌড়ে দোকানের পেছন দিকে চলে গেল দুই ভাই। একটু পরেই ইঞ্জিনের গর্জন শোনা গেল। রবিনরা দেখল স্নোমোবাইলে চড়ে লেকের দিকে ছুটে যাচ্ছে দু'জনে।

*

দ্রুত হাতে তখন ঠাণ্ডা পানি থেকে সুতোটাকে টেনে তুলছে কিশোর। কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ।

'স্নোমোবাইল,' রয় বলল।

'আলো নেভাও,' বলে উঠল কিশোর।

দু'ত টর্চ নিভিয়ে ফেলা হলো। তবে চাঁদের আলোতেও সাদা বরফের ওপর ওদের আকৃতি বহুদূর থেকে চোখে পড়বে।

সুতো টানা বন্ধ করল না কিশোর। আজকে জিনিসগুলো বের করেই ছাড়বে। তার আগে কিছুতেই যাবে না লেক ছেড়ে।

সুতো শেষ হলো। শেষ মাথায় বাঁধা রয়েছে একটা মোটা দড়ি। দড়িটা ধরে টানতে লাগল।

কাছে চলে আসছে স্নোমোবাইলের ইঞ্জিনের শব্দ।

'সরে যাওয়া দরকার,' রয় বলল।

দড়িটাও শেষ হলো। মাথায় বাঁধা একটা কালো রঙের প্লাস্টিকের ব্যাগ। মুখটা খুলল কিশোর। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল ভেতরের রূপালী জিনিস।

কাছে চলে এসেছে স্নোমোবাইল।

'কিশোর, চলে এসো,' জরুরী কণ্ঠে রয় বলল।

ব্যাগের মুখটা আবার বেঁধে ফেলতে লাগল কিশোর। 'তোমরা দৌড়াতে থাকো। আমি আসছি। একেক জন একেক দিকে যাও।'

দৌড়ানো শুরু করল রয়। মুসা ছুটল তার পেছনে।

ইঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে। কাঁপুনি টের পাওয়া যাচ্ছে বরফে।

ব্যাগের মুখ বাঁধা হয়ে গেছে কিশোরের। ওটাকে টেনে নিয়ে দৌড় দিল সে-ও।

চোদ্দ

ডগলাস বলেছে স্পটগুলো বিপজ্জনক। প্রমাণ পেল এখন। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে বরফ ভাঙার শব্দ কানে এল কিশোরের।

জায়গাটা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান স্নোমোবাইল চালকের। কি করতে হবে জানা আছে। সোজা না এসে অনেকখানি ঘুরে চক্কর দিয়ে এগোতে শুরু করল কিশোরের দিকে। যে ভাবেই হোক ওরা বুঝে গেছে চোরাই মাল কিশোরের কাছেই আছে।

বরফ ভাঙার শব্দ বাড়ছে। জমাট বরফের মত স্থির হয়ে গেল কিশোর। নড়লেই মুহূর্তে এখন বরফ ভেঙে নিচে পড়ে যাবে। যদি না নড়ে তাহলেও বিপদ। স্নোমোবাইল চালক এগিয়ে এসে ঝাঁকুনি দিয়ে ভেঙে দেবে। তাতেও নিচে পড়ে যাবে সে।

ওরা ভাঙলে অন্য একটা সম্ভাবনাও আছে। স্নোমোবাইল নিয়ে ওরাও নিচে পড়ে যেতে পারে। মরলে ডাকাতগুলোকে নিয়েই মরা উচিত। তৈরি হয়ে দাঁড়াল সে।

শেষ মুহূর্তে কয়েক ইঞ্চির জন্যে মিস করল ওকে স্নোমোবাইল। কারণ চালকের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ঝাঁপ দিয়ে বরফের ওপর পড়ে গেছে কিশোর। গায়ের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে শাঁই করে চলে গেল ইস্পাতের ভারী আইস

বারের মাথা। আগের জায়গায় থাকলে হয় শিকটা শরীরে গেঁথে যেত, নয়তো মাথায় বাড়ি খেত।

মুসার চিৎকার শুনে মাথা উঁচু করে দেখল সে, ওকে পড়ে যেতে দেখে ছুটে আসছে মুসা।

'পালাও, মুসা! এসো না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। মুসার দিকে ছুটে যাচ্ছে এখন স্নোমোবাইল।

ঘুরে আবার দৌড় দিল মুসা। স্নোমোবাইলের সঙ্গে পারল না।

পৌঁছে গেল স্নোমোবাইল। রকি চালাচ্ছে। জ্যাকি পেছনে বসা। হাতের আইস বারটা দোলাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে কিশোরের মতই একপাশে ঝাঁপ দিল মুসা। ওর গায়েও লাগাতে পারল না জ্যাকি।

থামল না স্নোমোবাইল। ছুটছে। পৌঁছে গেল রয়ের কাছে। কিশোর কিংবা মুসার মত অতটা ক্ষিপ্রতা দেখাতে পারল না রয়। হাঁটুর পেছন দিকে আইস বারের প্রচণ্ড বাড়ি খেল সে। প্রায় ডিগবাজি খেয়ে পড়ল।

শীতল বরফের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কিশোর। চড়চড় শব্দ তুলে ভেঙে যাচ্ছে বরফ। টুকরোটা কতখানি বড় হয়ে ভাঙবে তার ওপর নির্ভর করছে তার বাঁচা-মরা। বেশি ছোট হলে উল্টে যাবে। পানিতে তলিয়ে যাবে সে। আর বড় হলে তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থেকে ভেলায় ভাসার মত ভেসে থাকতে পারবে। চারপাশের বরফ ভাঙার শব্দ হৃৎপিণ্ডটাকে যেন খামচে ধরছে। একভাবে পড়ে থেকে জ্যাকি আর রকির ফেরত আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

কতখানি দূরে আছে ওরা দেখার জন্যে আবার মাথা তুলল সে। অবাক হয়ে গেল দুটো মূর্তিকে স্কেইট করে স্নোমোবাইলটার দিকে ছুটে যেতে দেখে। মুসাকে দৌড়ে আসতে দেখল তার দিকে।

বরফ যেখানে ভাঙছে সেখান থেকে খানিকটা দূরে এসে থেমে গেল মুসা।

'কাছে এসো না! বরফ ভাঙছে,' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'সরে যাও! সরে যাও!' নিজের মাথার পেছন দিকে ইঙ্গিত করল। 'মেটাল ডিটেক্টরটা তুলে নাও।'

দৌড়ে গিয়ে বরফের ওপর পড়ে থাকা মেটাল ডিটেক্টরের লম্বা ডাণ্ডাটা ধরে তুলে নিল মুসা। 'কি করব এটা দিয়ে?'

'মধ্যযুগীয় নাইটরা কি করে যুদ্ধ করত মনে আছে?'

'আগে কি আর জানতাম এখন কাজে লাগবে? তাহলে ইতিহাসের ক্লাসে কখনোই অমনোযোগী হতাম না।'

'বল্লমের মত ব্যবহার করতে পারো নাকি দেখো। তাহলেই চলবে।'

'বুঝলাম। আমি যাচ্ছি। ফিরে এসে যেন বরফের ওপরই পাই তোমাকে,' মুসা বলল।

'পাবে,' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'সাঁতার কাটার এক বিন্দু ইচ্ছেও আমার নেই।'

ঘুরে কিশোরদের দিকে আসছে এখন স্নোমোবাইলটা। পেছন পেছনে তাড়া করে আসছে ছায়ামূর্তি দুটো। কাছে আসতেই বোঝা গেল মূর্তি দুটোর একজন

রবিন, আরেকজন পিটার।

'ড্রাইভারটাকে বাড়ি মেরে ফেলে দিতে পারো নাকি দেখো,' মুসাকে বলল কিশোর।

দৌড় দিল মুসা। ঝাঁকি লেগে বরফের টুকরোটা মূল বরফের গা থেকে আরও খানিক ছুটল, কিশোর যেটাতে পড়ে আছে।

তিন দিক থেকে স্নোমোবাইলটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে মুসা, রবিন আর পিটার। মুসার হাতের মেটাল ডিটেক্টরের ডাণ্ডাটা মনে হলো বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে ওদের। এগোলেই বাড়ি খাবে বুঝে গেছে। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। চক্কর দিয়ে স্পীড বাড়িয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসতে শুরু করল মুসাকে লক্ষ্য করে।

জোরে চড়চড় করে উঠল বরফ। লড়াইটার দিকে আর নজর দিতে পারল না কিশোর। চোখ ফেরাতে হলো নিজের চারপাশের বরফের দিকে। কানে এল মুসার 'ইয়াহু' চিৎকার। পরক্ষণে ধাতুর সঙ্গে ধাতুর বাড়ি লাগার শব্দ'। নিশ্চয় ডিটেক্টরের ডাণ্ডা আর আইস পিকের সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল সব। কৌতূহল দমন করতে পারল না কিশোর। দেখার জন্যে মাথা উঁচু করতেই হলো তাকে।

দেখল স্নোমোবাইলটা ছুটে আসছে তার দিকে। ইঞ্জিন বন্ধ। গায়ের ওপর এসে পড়তে আর সামান্যই বাকি। ক্ষণিকের জন্যে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল বাতাস। পরক্ষণে কানের কাছে বিকট এক গর্জন শুনতে পেল সে। তারপর ঝাঁকি। সবশেষে দুলুনি। তলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে দেখল স্নোমোবাইলটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। পানিতে পড়ে একে অন্যকে মই বানিয়ে বেয়ে ওপরে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছে রকি আর জ্যাকি।

*

'বাঁচাও! বাঁচাও!' বরফ পানিতে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করে উঠল রকি।

চোরাই মাল বাঁধা দড়িটার একপ্রান্ত থাবা দিয়ে তুলে নিল মুসা। সাবধানে এগোল বরফের মাঝখানের বিশাল গর্তটার দিকে। ওখানেই পড়েছে কিশোর, রকি, জ্যাকি আর স্নোমোবাইলটা। গর্তটা বড় বলেই আবার মাথা তুলতে পেরেছে ওরা, স্রোতের টানে রবিনের মত নিচে চলে যায়নি। বরফের স্তর এত পুরু, বেয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব।

দড়ির মাথাটা কিশোরের দিকে ছুঁড়ে দিল মুসা। 'ধরো জলদি!'

'গাধা নাকি! কোথায় ছুঁড়েছে? আমি তো এখানে,' ধমকে উঠল জ্যাকি।

অন্ধকারে দাপাদাপি করছে কিশোর। দড়িটা খুঁজে পেল না।

তুলে এনে আবার ছুঁড়ে মারল মুসা। এবার ধরতে পারল কিশোর।

বরফকে বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। ভাঙা গর্তের এতটা কিনারে চলে এসেছে, যে কোন মুহূর্তে ওর ভারে ওই জায়গাটাও ভেঙে পড়তে পারে। দড়ির আরেক মাথা থেকে ব্যাগটা খুলে ফেলে দিয়ে মাথাটা নিজের কোমরে পেঁচিয়ে নিল। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে কিশোরকে টেনে নিয়ে সামনে এগোল।

যখন বুঝল, এখানে বরফ ভাঙার ভয় আর নেই, উঠে দাঁড়াল।

নাক দিয়ে দম টেনে মুখ দিয়ে ছাড়ল। একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে আগে বাড়ল। পিচ্ছিল বরফে নিজের দেহটাকে নিয়েই হাঁটা কঠিন, তার ওপর ভারী বোঝা টেনে এগোতে হচ্ছে। বার বার পিছলে পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে হচ্ছে নিজেকে। গতি বড় ধীর। কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে কিশোর?

যতক্ষণ পারে পারুক। ওসব ভেবে লাভ নেই। নিজের কাজ করে গেল মুসা।

থামা, দম নেয়া, আগে বাড়া!

থামা, দম নেয়া, আগে বাড়া!

কতক্ষণ যে এ রকম করে এগোল বলতে পারবে না। দড়িতে ঢিল পড়তেই ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। মনে হলো দড়ি ছেড়ে দিয়েছে কিশোর। কিংবা দড়িটা ছুটে গেছে তার হাত থেকে।

ঘুরে গর্তের দিকে দৌড় দিতে গেল সে। কখন যে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের নিচে খেয়ালই করেনি। আলো নেই। অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না। কিসে যেন হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল।

মেঘ সরে গেল চাঁদের মুখ থেকে। আলোকিত হয়ে উঠল আবার মুসার চারপাশের জায়গাটা। কিসের ওপর পড়েছে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে বসল। বরফের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে আছে কিশোর। নড়ছে না।

'কিশোর!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

সাড়া পেল না।

কিশোরের গায়ে জোরে জোরে ঠেলা দিতে লাগল। 'কিশোর! এই কিশোর?'

পুরোপুরি সরে গেছে মেঘ। উজ্জ্বল তুষারে প্রতিফলিত ফকফকা জ্যোৎস্না। অনেক কষ্টে একটা চোখ মেলল কিশোর। ঠোঁট নীল। ফিসফিস করে বলল, 'জমে যাচ্ছি!'

এত হট্টগোল শুনে লোকজনও ছুটে এল দল বেঁধে।

রকি আর জ্যাকিকে তুলতে গেল কয়েকজন।

চিৎকার করে বলল মুসা, 'এদিকে আসুন কেউ।...কম্বল! স্লেড!'

*

দশ মিনিট পর মিস্টার মরগানের বাড়িতে পৌঁছে গেল কিশোর, ডোবার কগনানের গাড়িতে চড়ে। স্নোমোবাইলটা পানিতে পড়ার পর ওখানে গিয়েছিল সে।

রকি আর জ্যাকিকেও তোলা হয়েছে। প্রচুর চাপ পড়ল বেলী আন্টির ওপর। বরফ-পানিতে ডোবা তিন তিনজন মানুষের ভেতরে-বাইরে গরম করতে গিয়ে হিমশিম খেতে লাগলেন তিনি।

ডাক্তারকে খবর দেয়া হলো।

পনেরো

ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে রবিন, মুসা আর ডোবার কগনান

নিজেদের গরম করছে।

'রকি আর জ্যাকিই আপনার আসামী;' রবিন বলল। 'মাল চুরি করে নিয়ে গিয়ে বরফের নিচে লেকের তলায় লুকিয়ে রাখে ওরা। পরে সুযোগ সুবিধে মত বের করে। আমাদের ধারণা, ম্যারিল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে ওগুলো। খোঁজ নিয়ে দেখুন। বের করে ফেলতে পারবেন।'

'ওখানে আর খোঁজ নিতে যাওয়ার দরকার নেই,' কঠোর পুলিশী কণ্ঠে বলল ডোবার। 'ওদের মুখ থেকেই বের করে নেব।'

দরজার কাছে হই-চই শোনা গেল। দেখা গেল পিটারের কাঁধে ভর দিয়ে টলোমলো পায়ে ঘরে ঢুকছে রয়।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ তোমরা দু'জনে?' জানতে চাইল ডোবার।

'শয়তান জ্যাকিটা ইস্পাতের রড দিয়ে আমার পায়ে বাড়ি মারল,' রয় বলল। 'পায়ে ব্যথা নিয়েই দৌড়াতে থাকলাম...'

'আমি ওকে দৌড়াতে দেখলাম,' পিটার বলল। 'যে ভাবে ছুটছিল, থেকে থেকেই ভাঁজ হয়ে যাচ্ছিল পা, বুঝলাম পায়ের অবস্থা কাহিল। বেশি দূর যেতে পারবে না। পিছে পিছে ছুটলাম।'

'গিয়েছিলে বলেই বেঁচেছি,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল রয়। 'কিভাবে যে লেক থেকে উঠে গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম বলতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। হুঁশ হলে দেখি হাতে বানানো স্ট্রেচারে করে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে পিটার। ওকে যে আমি কি বলে...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল পিটার, 'ছোট্ট এই গল্পটার এখানেই সমাপ্তি।'

'না, সমাপ্তি নয়,' রয় বলল। 'পিটার, আমাকে বলতে দাও। তুমি আমার পিছু না নিলে বনের মধ্যে আজ মারাই যেতাম। বরফের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে যে ভাবে পড়ে গিয়েছিলাম, হুঁশই হয়তো আর ফিরত না...'

'থাক থাক,' হাত তুলে বাধা দিল পিটার। 'খবরটা আর ছড়ানোর দরকার নেই। বিরাট হৃদয়ের অধিকারী, মহান উদ্ধারকারী–এ সব বিশেষণে ভুবন বিখ্যাত হয়ে যাব শেষে।'

রয়কে বেডরুমে নিয়ে গেল ডোবার। বেলী আন্টি আর ডাক্তার মিলে ওখানে অসুস্থদের সেবা করছেন।

পিটারও ওদের সঙ্গে ঢুকল। ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

'তারমানে ভাল কাজ একটা করেই ফেললে,' পিটারের ওপর থেকে রাগ যায়নি রবিনের। 'কিন্তু তাই বলে তোমার জায়গা ছেড়ে সরে আসার কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমি। তুমি তখন সরে না এলে ঘটনাটা অন্য রকম ঘটত।'

কৈফিয়তের ভঙ্গিতে পিটার বলল, 'দেখো, রবিন, তুমি তিন গোয়েন্দার একজন। সোনার টুকরো ছেলে। সব সময়ের হিরো। তোমার মত গোয়েন্দা আমি হতে পারব না। সবই মেনে নিলাম। কিন্তু দুই ভাইকে বাধা দিয়ে আমি ঠেকাতে

পারতাম না। মারামারি করে পারতাম না ওদের সঙ্গে। পিটিয়ে তক্তা বানাত। তারপর ঠিকই স্নোমোবাইলটা নিয়ে চলে যেত।'

'তক্তা বানালে বানাত,' নরম হলো না রবিন। 'মরে তো আর যেতে না। কিন্তু তোমার ভীতুপনার জন্যে কি সর্বনাশটাই না ঘটতে যাচ্ছিল।'

'যা ঘটেছে সেটা আমি সরে না এলেও ঘটত,' পিটার বলল। 'আমার কথা শেষ করতে দাও। আড়াল থেকে দুই ভাইয়ের কথা শুনেই আমি বুঝেছিলাম স্নোমোবাইল নিয়ে বেরোবে ওরা। চুপচাপ গিয়ে ট্যাংকের সব তেল ফেলে দিলাম। তারপর গেছি তোমার কাছে।'

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল রবিনের। 'কি করেছ! তুমি কি করেছ?'

রবিনের কথায় কান দিল না পিটার। 'কেন সরতে না পেরে সোজা গিয়ে বরফ ভেঙে পানিতে পড়ল স্নোমোবাইল? ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে। কেন বন্ধ হলো ইঞ্জিন? ট্যাংকের পাইপ লাইন আর কারবুরেটরের সামান্য তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে।'

পিটারকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল রবিনের। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল।

'বাহ্,' হাসিমুখে বলল পিটার, 'হিরো তাহলে শেষমেষ হয়ে গেলাম আমিও! চোরের অপবাদ থেকে হিরো!'

*

একটু সুস্থ হতেই জ্যাকি আর রকিকে নিয়ে রওনা হলো পুলিশ। প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। পুরোপুরি সুস্থ হলে হাজতে নেবে।

গাড়িতে উঠতে যাবে দুই ভাই, এমন সময় গাড়ি নিয়ে ঢুকল জিথার জ্যাকসন।

'ঘটনাটা কি?' চিৎকার করে উঠল সে।

'আপনি না এলে প্রশ্নটা আমরা আপনার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম,' জবাব দিল ডোবার। 'দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?'

দুই ভাইকে ধরে জ্যাকসনের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করল সে।

'রকি! জ্যাকি!' বিশ্বাস করতে পারছে না জ্যাকসন। 'তোদের পুলিশে ধরেছে কেন?'

'চুরি করেছে, তাই ধরেছি,' জবাবটা ডোবারই দিয়ে দিল। 'এ এলাকায় বেড়াতে এসে দোকানে কাজ করার ছুতোয় আপনার বাড়িতে থেকেছে। রাতে মানুষের বাড়িতে ঢুকে ঢুকে চুরি-ডাকাতি করেছে। লুটের মাল নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে লেকের বরফের তলায়। গত কয়েক বছর ধরে করছে এ সব। এবারও বাদ দেয়নি।'

অবিশ্বাসটা বাড়ল জ্যাকসনের। 'জ্যাকি, কি বলছে ওরা?'

জবাব দিল না জ্যাকি। নীরবে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'রকি?'

বুকের ওপর ঝুলে পড়ল রকির মাথা।

'এ ভাবে আমার…আমার…কান কাটলি তোরা!' গাড়ির গায়ে গিয়ে ঠেস

দিয়ে দাঁড়াল জ্যাকসন। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

ষোলো

দিন কয়েক পরে আবার একটা পার্টি দিল মরগান আঙ্কেলরা।

গাড়ি ভর্তি করে এল তিন গোয়েন্দা সহ পিটার, রয় ও শার্লির বন্ধুরা। রাস্তার শেষ মোড়টা ঘুরতে চোখে পড়ল ওদের পাইনভিউ লেকের ছবির মত দৃশ্য। কিন্তু এক প্রান্তের আইস-ফিশিং শ্যান্টিগুলোর কাছে একজন মৎস্য শিকারীকেও দেখা গেল না। অন্য প্রান্তে নেই হকি খেলোয়াড়ের দল।

মরগান আঙ্কেলদের মস্ত লিভিং রুমটাতে ঢুকল ওরা দল বেঁধে। আরও লোককে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তারা এসে পৌঁছায়নি এখনও।

পিটারের বাবাকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তিনিও এসেছেন। বুড়ো জ্যাকসনকে দাওয়াত দেয়া হবে না জেনেই এসেছেন।

ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। ঘরে ঢুকলেন পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইউরি রিকম্যান।

'কেসটার সমাধান করে দেয়ার জন্যে পুলিশের তরফ থেকে তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ,' তিন গোয়েন্দাকে বললেন তিনি। হাততালি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল উপস্থিত মেহমানরা।

'আপনাদেরকেও ধন্যবাদ,' তিন গোয়েন্দার পক্ষ থেকে জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারতাম না।'

তার কথার সঙ্গে যোগ করল রবিন, 'আন্টি যে ভাবে জলে ডোবা মানুষগুলোকে বাঁচিয়েছেন, সেটার প্রশংসা না করেও পারছি না।'

মাছ শিকারীরা সবে কথা বলা শুরু করেছে পিটার ও তার বন্ধুদের সঙ্গে, ঠিক এ সময় দরজায় দেখা দিল বুড়ো জ্যাকসন।

'এক্সকিউজ মী,' বিব্রত ভঙ্গিতে বলল সে। 'দাওয়াত ছাড়াই এসে ঢুকে পড়লাম। কারণ, জানি আজ সবাইকে এখানে একসঙ্গে পাব। আমি আমার নাতিদের হয়ে মাপ চাইতে এসেছি সবার কাছে। ভাবলেই আমার এত খারাপ লাগে...বিশ্বাস করুন, ঘুণাক্ষরেও যদি টের পেতাম, পিটিয়ে সোজা করে ফেলতাম।'

'টের পাননি কি আর করা,' ক্যাপ্টেন রিকম্যান বললেন। 'আপনার হয়ে জেলখানার চোর-বদমাশরাই এখন ওদের সিধে করুক।'

ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে পিটার আর তার বাবাকে দেখতে পেল জ্যাকসন। 'পিটারের কাছে আমি বিশেষ ভাবে মাপ চাইতে এসেছি।'

জ্যাকসনের কথা শুনে গুঞ্জন উঠল মেহমানদের মধ্যে।

'পিটার,' বুড়ো বলল, 'অকারণে তোমার ওপর দোষ চাপিয়েছিলাম আমি। আমাকে মাপ করে দাও। আমি এখন বুঝতে পারছি, তুমি সত্যিই একটা ভাল ছেলে। আমি যা করেছি তোমার বিরুদ্ধে, সেটা ঠিক করিনি।'

ঘরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেল পিটার। জ্যাকসনকে অবাক করে দিয়ে তার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। 'আমি কিছু মনে করিনি, মিস্টার জ্যাকসন।'

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলেন এরপর মিস্টার হিগিনস। জ্যাকসনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'জ্যাকি, পরস্পরকে ঘৃণা করাটা চালিয়ে যেতেই পারি আমরা, ব্যাপারটা যত খারাপই হোক। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক খারাপের জন্যে গাঁয়ের মানুষকে ঝামেলায় ফেলাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

এরপর যা ঘটল, বিশ্বাস করতে পারল না মেহমানরা। চোখ বড় বড় করে সবাই দেখল, হাতে হাত মেলাচ্ছেন মিস্টার হিগিনস আর বুড়ো জ্যাকসন। ঘর ভর্তি মানুষ আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল। হাততালি দিতে লাগল।

'একটা সত্যি কথা বলি এবার?' হেসে বলল জ্যাকসন, 'বরফের ওপর হকি খেলাটা আমাদের মাছ শিকারীদের জন্যে বরং ভাল। লেকের এক প্রান্তে খেলা চললে ভড়কে গিয়ে ওদিকের সমস্ত মাছ চলে আসবে অন্য প্রান্তে আমাদের দিকে। কাজেই হকি খেলতেই পারে ছেলেরা। আপনারা কি বলেন?'

হাসতে শুরু করল শৌখিন মৎস্য শিকারীর দল।

পিটার বলল, 'তাহলে আর মুফতে খেলতে যাচ্ছি না। খেলে দেয়ার জন্যে আমাদের টাকা দিতে হবে।'

পিটারের কাঁধে হাত রাখলেন ক্যাপ্টেন রিকম্যান। 'খেলার জন্যে টাকা দেবে কি দেবে না সেটা মেছুয়াদের ব্যাপার। কিন্তু আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি জানি গাড়ি সাংঘাতিক ভালবাসো তুমি। মেরামত করাটা তোমার নেশা। আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই। আগামী দু'মাস প্রতি শনিবারে গিয়ে আমাদের থানার সবগুলো পুলিশের গাড়িকে টিউনিং করে দিয়ে আসবে।'

পিটারের মুখ দেখে মনে হলো, লটারির টাকা পেয়ে গেছে। 'সত্যি বলছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। মুখে মৃদু হাসি।

ঘরের পরিবেশ হালকা হয়ে এল। পার্টি শুরু হলো সবাই যার যার মত কথা বলছে। গরম সাইডার আর চকলেট খাচ্ছে।

পিটার বলল, 'মুসা, হয়ে যাবে নাকি একটা হকি ম্যাচ। কালকেই খেলে ফেলতে পারি আমরা।'

'উঁহু, খেলাটেলা পরে,' হাত নেড়ে মানা করে দিল বুড়ো জ্যাকসন। 'আগে ওরা আইস-ফিশিং শিখবে।' মুসার দিকে ভুরু নাচাল। 'কি বলো, মুসা আমান?' আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। 'ছিপটিপের জন্যে পয়সা দিতে হবে না।'

কিশোর বলল, 'তাহলে আমি রাজি। মাথা দুলিয়ে সায় দিল রবিন। তুমি কি বলো, রবিন?'

***